একবিংশ উল্লাস

লোম—লবেদা এবং সবুজ টুপি।

নেপোলিয়ান প্যারিসে আসিয়াছেন, ফরাসী প্রজাবর্গ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আসিবার সময় সেই উল্কা-পুরুষ জল-পথে ও স্থলপথে উল্কা-গতিতে সরাসর ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছেন, সুইর্জল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার প্রত্যাগমন-সংবাদ ইংলণ্ডে আসিয়াছে, জিনেভাতেও সে সংবাদ পৌছিয়াছে। জিনেভাবাসিগণ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে জড়ীভূত। বিস্ময়ের কারণ,—মহাবীর নেপোলিয়ানের সাহস, প্রতিভা এবং অধ্যবসায়; কৌতূহলের কারণ—রাজ্যব্যাপী সংগ্রাম-সংঘটনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা;—এক পক্ষে ফ্রান্স একাকী অপর পক্ষে ইউরোপখণ্ডের ঘনীভূত সমস্ত মিত্র রাজশক্তি। এই মহাসংগ্রামের পরিণাম কিরূপ হয়, তাহাই জানিবার জন্য কৌতূহল। মানুষের কল্পনা যতদূর চলে, চলুক; আমার এক্ষণে আবদ্ধ আখ্যায়িকার সূত্র ধারণ করি।

যে দিন জিনেভা নগরে লর্ড কর্জ্জনের বাসায় কর্ণেল মাল্‌পাসের সহিত প্রিন্সেস্ কারোলাইনের কুঞ্জনিকেতনসম্বন্ধে কর্জ্জনের কথোপকথন হয়, সেই দিন হইতে গণনা করিলে জানা যাইবে, তাহার পর একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময় পুনর্ব্বার কর্জ্জনের বাসায় কর্জ্জন ও মাল্‌পাস একত্র উপবিষ্ট। এপ্রেল মাস, অবিরত পশ্চিমে হাওয়া বহিতেছে, ঘরের ভিতর সেই হাওয়া প্রবেশ করিতেছে; গবাক্ষগুলি খোলা রহিয়াছে; সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, রাত্রি ৮টা। উভয়ে পরস্পর মৃদুস্বরে কথোপথন।

কর্ণেল।—এখনকার কর্ত্তব্য কি?—অতি কম পঞ্চাশবার তোমাকে আমি সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি উত্তর দিলে না; অতএব আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, এখনকার কর্ত্তব্য কি?

কর্জ্জন।—কর্ত্তব্যটা এখনও আমি ঠিক্ অবধারণ করিতে পারি নাই। লেডী স্যাক্‌ভিলী আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, চক্রজালটা অতি শীঘ্র ছিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। তিনি সন্দেহ করেন, আমি হয় তো তাঁহার কার্য্যে আলস্য করিতেছি, কিংবা হয় তো বিশ্বাস নষ্ট করিয়া প্রতিপক্ষের দলে যোগ দিয়াছি। ইতিমধ্যে এক পত্রে তাঁহাকে আমি জানাইয়াছিলাম, প্রিন্সেস্ কারোলাইনের একটা সহচরীকে আমি হস্তগত করিয়াছি, তাহার নাম জুলিয়া। প্রেমের

স্নেহকে জুলিয়া আমাকে বিশেষ ভালবাসিয়াছে, আমি কিন্তু কোন সূত্রে চক্রান্ত সংক্রান্ত কোন প্রকার গুহ্যকথা তাহার মুখ হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিতেছি না। লেডী স্যাক্‌ভিলে আমার সে কথায় বিশ্বাস করেন নাই।

কর্ণেল।—ঠিক্।—আমাকেও তিনি ঐ ভাবে এক পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্র পাঠ করিয়া আমার ভয় হইয়াছে। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন, কাজটা যদি তুমি সিদ্ধ করিতে অক্ষম হও, ইংলণ্ডে ফিরিয়া আইস; যতদিন বাঁচিবে, ততদিনের মধ্যে আর তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া দেখা দিও না।

কর্জ্জন।—অত শক্ত কথা তিনি আমাকে লেখেন নাই। আমাকে লিখিয়াছেন, শীঘ্র যদি কার্য্য সিদ্ধ করিবার সুবিধা না দেখ, তাহা হইলে যত শীঘ্র পার ইংলণ্ডে চলিয়া আইস।

কর্ণেল।—সে পক্ষে তুমি কি বিবেচনা স্থির করিয়াছ?

কর্জ্জন।—চলিয়া যাওয়াই স্থির করিয়াছি। এখানকার আমোদ-প্রমোদ আর আমাকে ভাল লাগিতেছে না। ছদ্মবেশে সামান্য বাড়ীতে বাস করিতেছি, রাজবধূর একটা সখীর কপট প্রেমে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন লুকোচুরী খেলিতেছি, আসল কাজের বিন্দুবিসর্গও হাসিল করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; তবে কেন আর এত কষ্ট সহ্য করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় ক্রমাগত লুকাচুরী খেলা? দুই এক দিনের মধ্যে আমি ইংলণ্ডেই চলিয়া যাইব।

কর্ণেল।—জুলিয়ার কপট প্রেমটা তুমি কি লক্ষণে বুঝিলে?

কর্জ্জন।—বুঝিতে কতদিন লাগে?—অনেক লক্ষণেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। মুখের কাছে নানা ছলা করিয়া জুলিয়া খুব ভালবাসা জানায়, কিন্তু কাজের কথা পাড়িলেই আস্‌কথা-পাশ্‌কথা পাড়িয়াই আমাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে।

কর্ণেল।—হাঁ, তোমার সঙ্গে পালাইবার জন্য জুলিয়া এক মাস সময় চাহিয়াছিল, তুমি তাহাকে এক মাস সময় দিয়াছিলে, সে এক মাস তো গত হইয়া গিয়াছে, এখন জুলিয়া কি বলে?

কর্জ্জন।—গত রাত্রে একটা অদ্ভুত ঘটনা হওয়াতে আমি সে কথা উত্থাপনের অবসর পাই নাই। মাস গত হইবার পর ৫।৭ দিন আমি তাহাকে সেই অঙ্গীকার পালনের জন্য পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিয়াছিলাম, সে কেবল মায়া-কান্না কাঁদে, নানা রকম ওজর করে, গলা জড়াইয়া ধরিয়া আরও যেন বেশী বেশী ভালবাসা জানায়, কাজের কথায় ধরা ছোঁয়া দেয় না।

কর্ণেল।—বটে?—গত রাত্রে অদ্ভুত ঘটনাটা কি রকম হইয়াছিল?—তোমার ঘটনার কথা শুনিয়া আমার একটা কথা মনে পড়িল। গত পরশ্ব রাত্রে আমার সম্বন্ধেও একটা অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল। কল্য আমি তোমার কাছে আসিতে পারি নাই, সেই জন্য বলা হয় নাই। আচ্ছা, বল দেখি তোমার অদ্ভুত ঘটনাটা কি রকম।

কর্জ্জন।—তোমার ঘটনা পরশ্ব রাত্রের,আমার ঘটনা গত রাত্রের; আগে-কার কথাটা তুমি আগে বল, তাহার পর আমি আমার কথা বলিব।

কর্ণেল।—কথা বড় বেশী নয়; অতি অল্প কথাতেই তোমাকে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিব। গত পরশ্ব, রাত্রি যখন ১১টা, সে সময় আমি অভ্যাসমত কুঞ্জবাটিকার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলাম। রাত্রি ভয়ানক অন্ধকার; কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার নয়, ঘোরতর মেঘাড়ম্বরে অন্ধকার। এরূপ সময়ে নিত্য আমি যখন বাগানে গিয়া দাঁড়াই, তখন এমা আসিয়া আমাকে লইয়া যায়, ইহা তুমি শুনিয়াছ। সে রাত্রে কিন্তু এমাকে আমি দেখিতে পাইলাম না;—সেই অন্ধকারে বাগানের বড় বড় গাছগুলা পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না, ক্ষুদ্র একটা মনুষ্যকে কেমন করিয়া দেখিতে পাইব?—দেখিতে পাইলাম না। দাঁড়াইয়া আছি, পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমার কণ্ঠ ধারণ করিল, মৃদু মধুরস্বরে প্রেমানুরাগের কথা কহিল; কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম এমা। পূর্ব্বে একটু একটু ভয় হইতেছিল, তখন আমার আহ্লাদ হইল। হস্তধারণপূর্ব্বক এমা আমাকে গুপ্তদ্বারের দিকে লইয়া চলিল। সেই সময় একবার চক্‌মক্ করিয়া বিদ্যুৎ চমকিল,—ক্ষণস্থায়ী চপলালোকে আমি দেখিলাম, এমার গাত্রে লাল সাটিনের লবেদা;—কিনারায় কিনারায় নকুলের লোমের সঞ্জাব, আমার একটু বিস্ময় জন্মিল। এমা আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল; সিঁড়ি বাহিয়া আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। তুমি জানো, নীচের তলা হইতে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িটা রাত্রিকালে অন্ধকার থাকে; অন্ধকার ভেদ করিয়া আমরা দোতলায় গিয়া উঠিলাম; এমা আমার হাত ধরিয়াছিল, পার্শ্বের দেওয়ালে কিংবা সিঁড়ির রেলিঙে আমার মাথা ঠুকিয়া গেল না। দোতলার সিঁড়ির চাতালে উঠিয়াই আলো দেখিতে পাইলাম। সম্মুখেই দীর্ঘ বারাণ্ডা, সমস্ত রাত্রি সেই বারাণ্ডায় একটা লণ্ঠন জলে; পরিষ্কার আলো। এ আবার কি! এমা কেবল সাটিনের ঘাগ্‌রা পরিয়াছিল,তাহা নয়,তার মুখে একটা গাঢ় সবুজ-বর্ণ অবগুণ্ঠন। সমস্ত মুখখানা ও মস্তকের উপর পর্য্যন্ত সেই অবগুণ্ঠনের অগ্র-ভাগটা টুপীর আকারে গ্রথিত। ঘাগ্‌রা দেখিয়া যেমন আমার বিস্ময় জন্মিয়া-

ছিল, টুপী দেখিয়াও তদপেক্ষা অধিক বিস্ময় কেন না, আমি জানি প্রিন্সেস কারোলাইন রাত্রিকালে ঐ রকম পোষাক পরিয়া বাগানে বেড়াইতে জান;—ঠিক্ সেই রকম ঘাঘরা, ঠিক্ সেই রকম টুপী। এমা আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তাহার শয়নঘরের নিকটে গিয়া আমার বিস্ময়টা আরো বাড়িল, মনে কেমন এক প্রকার সন্দেহ আসিল; চুপি চুপি আমি এমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই কি তুমি এমা?—আমার মুখের কাছে একটু হেঁট হইয়া চুপি চুপি এমা উত্তর করিল, "হাঁগো বোকা নাগর,—সত্য নয়তো কি ভূত?—তুমি কি আমাকে ভূত মনে করিতেছ?—চল,—ঘরে চল।"—যাইবার উদ্যম করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আর একটা দৃশ্য।—সেই বারাণ্ডার পশ্চিমপ্রান্তে একটা ঘর, হঠাৎ সেই ঘরের একটা দরজা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল, একটা মাথা বাহির হইল;—মেয়ে মানুষের মাথা, মেয়ে মানুষের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। তখনি তখনি মাথাটা সরিয়া গেল, দরজাটাও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। আমি ভয় পাইয়াছিলাম, এমাও যেন ভয় পাইল। এমার ভয়টা যে কপট ভয়, সেটা আমি তখন বুঝিলাম না, তাহার হাত ধরিয়া আমি গৃহমধ্যে যাইলাম, এমা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমরা নিরাপদ হইলাম। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই এমা শশব্যস্তে ঘাঘরাটা খুলিয়া ফেলিল, অবগুণ্ঠযুক্ত টুপীটাও খুলিয়া রাখিল। আমরা বসিলাম। পূর্ব্বসংশয়টা ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে এমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ তুমি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলে কি জন্য? আরো—প্রিন্সেসের পোষাক পরিয়াছিল কি জন্য?"—এমা বলিল, "ওটা আমার নিজের। অন্য পোষাকে বাহির হইলে দৈবাৎ যদি কেহ দেখিতে পায়, যদি চিনিতে পারে, সেই ভয়ে নূতন পোষাক পরিয়াছিলাম। আরও কি জানো—আমরা হইতেছি প্রিন্সের প্রিয় সহচরী,—গৌরবিনী সহচরী;—প্রিন্সেস্ যে পোষাকটা ছাড়িয়া রাখেন, সেটা পরিধান করিতে আমাদের অধিকার আছে।'—একটু চিন্তা করিয়া আবার আমি জিজ্ঞাসা বলিলাম, 'আজ একজন আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে আসিতে দেখিতে পাইয়াছে। কে একজন ঐ কোণের ঘরের একটা দরজা খুলিয়াছিল, মাথা বাহির করিয়াছিল, উঁকি মারিয়াছিল।'—এমা বলিল,—'সেটা কিছু নয়।'—আমি বলিলাম, 'কিছুই যদি নয়, তবে তুমি ভয় পাইয়াছিলে কেন? অবশ্যই কিছু মনে আছে।"—হাসিয়া হাসিয়া এমা বলিল, 'থামো—থামো, সেটা আর মনে করিও না।'—এমার ভয়ে আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না,—অনুরাগের ঘটা বাড়াইয়া এমা

আমাকে সকল কথা ভুলাইয়া দিল। তখন ভুলাইয়া দিল বটে, কিন্তু ভোরে যখন আমি বাহির হইয়া বাগানে আসিলাম, তখন আবার পূর্ব্ব-সংশয়টা জাগিয়া উঠিল; কি যে ব্যাপার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, এখনও পারিতেছি না। এইতো আমার আশ্চর্য্য ঘটনার কাহিনী বলিলাম, এখন তোমার আশ্চর্য্য ঘটনাটা কিরূপ, বল দেখি শুনি।

কর্জ্জন।—আমারও ঠিক্ ঐ রকম, কিছু কিছু বেশী। কল্য রাত্রি এগারটার পর আমি সেই উদ্যানে গিয়া—নিত্য যেমন যাই, সেই রকম সাবধানে জুলিয়ার অপেক্ষা করিতেছিলাম। পরশ্ব রাত্রে তুমি ঘোর অন্ধকার দেখিয়াছিলে, যথার্থই অন্ধকার ছিল, কল্য রাত্রে কিন্তু একটুও অন্ধকার ছিল না; দিব্য ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সহাস্যবদনে জুলিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল; নিত্য রাত্রে যেমন সাদা পোষাকে আইসে, সেই রকম পোষাক; বুকের উপর একখানা স্কন্ধলম্বিত রেশমী র‍্যাপার। জুলিয়া আমাকে গুপ্তদ্বার দিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল, সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলাম। একতলার সিঁড়িতে অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, দোতলায় উঠিবার সিঁড়ির চাতালে উঠিয়াই জুলিয়া আমাকে মৃদুস্বরে বলিল, 'একটু দাঁড়াও।' আমি দাঁড়াইলাম। চাতালের একধারে একটা টেবিল থাকে, তাহা তুমি দেখিয়া থাকিবে, জুলিয়া সেই টেবিলের উপর হইতে কি একটা পদার্থ তুলিয়া লইল, বারাণ্ডার আলোকটা সে জায়গায় আসে না, সাটিনের ও রেশমের খস্‌খস্ শব্দ আমার কর্ণে আসিল; জুলিয়া সেইখানে নূতন পোষাক পরিল। তাহার পর আমরা বারাণ্ডায় উপস্থিত হইলাম; লণ্ঠনের আলোতে দেখিলাম, জুলিয়ার অঙ্গে সাটিনের লবেদা, মাথায় সবুজ রেশমের মুখঢাকা অবগুণ্ঠন, অগ্রভাগটা যেন টুপী মতন। তুমি যে রকম লোমদার সজ্জাবযুক্ত ঘাগ্‌রা ও সবুজ অবগুণ্ঠন এম্মার অঙ্গে দেখিয়াছিলে, জুলিয়ার অঙ্গেও আমি ঠিক্ সেই রকম দেখিলাম। হাত ধরাধরি করিয়া আমরা জুলিয়ার ঘরের দিকে যাইতেছি, ঘরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি হঠাৎ দেখি পশ্চিমদিকের একটা ঘরের দরজা নিঃশব্দে উদ্ঘাটিত হইল, একটা মূর্ত্তি দেখা গেল। তুমি কেবল একটা মাথা দেখিয়াছিলে, আমি দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এক নারীমূর্ত্তি। বয়স অধিক, মুখখানা বিকট। মূর্ত্তিটা তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিল। জুলিয়াকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব, মনে করিতেছিলাম, জুলিয়া আমাকে অবসর দিল না, জোর করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পরে টুপী খুলিয়া জুলিয়া যখন খাটের উপর বসিল, আমিও তখন তাহার পার্শ্বে

বসিয়া প্রথমেই বলিলাম, 'এক মাগী আজ আমাদের দেখিতে পাইয়াছে!'— জুলিয়া বলিল, 'তাতে ভয় কি? সে বুড়ী খুব ভালমানুষ। সে আমাদের রাজ্ঞীর বিশ্বাসী ধোপানী; তাহার নাম মিসেস্ হবার্ড। যুবরাণী তাহাকে খুব বিশ্বাস করেন, খুব ভালবাসেন। তোমার কাছে আমার কোন কথাই গোপন নাই। শোনো একটা মজার কথা, যুবরাণী মধ্যে মধ্যে এক এক রাত্রে লাল সাটিনের লবেদা গায় দিয়া সবুজ রেশমী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বাগানে জান, একজন গুপ্তনাগরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন, লোকে এই রকম কাণাকাণি করে। আমি সেটা বিশ্বাস করি না। মিসেস্ হবার্ড সে সব কথা জানে, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে না। আজ আমাকে লাল লবেদায় আবৃতাঙ্গী দেখিয়া সে হয় তো মনে করিয়াছে, নাগর সঙ্গে করিয়া যুবরাণী আসিলেন, তাহা মনে করিয়াই শীঘ্র শীঘ্র দরজা বন্ধ করিল। আমাকে চিনিতে পারে নাই, পারিলেও সে কাহাকেও কিছু বলিবে না। তোমার ভয় নাই।'—জুলিয়ার ঐ রকম কৈফিয়ত শুনিয়া আমি তখন সেই ছদ্মবেশের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। হাসিয়া হাসিয়া জুলিয়া বলিয়াছিল, 'ঐ রকম পোষাক আমার পড়িতে সাধ হইয়াছিল, ওটা আমার নিজের';—এই বলিয়া সে আবার একটু ভূমিকা করিয়া বলিল, 'যুবরাণীর গৌরবিণী সহচরী আমি, তিনি যে পোষাকটা ছাড়িয়া রাখেন, নির্ভয়ে সচ্ছন্দে আমি সেটা পরিধান করিতে পারি।'—আর কোন কথা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম না, কিন্তু মনের সন্দেহ ঘুচিল না। চতুরা যুবতীদের দুষ্টবুদ্ধি খুব খেলে, প্রিন্সেস্ কারোলাইনের চরিত্রে কলঙ্ক ঢালিবার একটু ইঙ্গিত করিয়াই সে কেমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সামলাইয়া লইল, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। কতকটা আনন্দে কতকটা সংশয়ে জুলিয়ার ঘরে রাত্রিযাপন করিয়া উষাকালে আমি চলিয়া আসিয়াছি। রাত্রিকালে বাগানে যখন আমি গিয়াছিলাম, তখন আমার মনে হইয়াছিল, আজ যদি জুলিয়া আমার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে রাজী না হয়, তাহা হইলে আমি আর বাড়ীর ভিতর যাইব না। এক মাস গত হইয়া গিয়াছে, আর তাহার কি ওজর আছে, তাহা শুনিয়া লইব, শুনিলেও কোন আপত্তি করিব না। ভাবিয়াছিলাম ঐরূপ, কিন্তু জুলিয়ার রূপ দেখিয়া, হাসি দেখিয়া, কটাক্ষ সন্ধানের মোহিনীশক্তি অনুভব করিয়া, সে কথা তাহাকে বলিতে পারি নাই। আজ সমস্ত দিন ভাবিয়াছি, এখনও ভাবিতেছি, উপায় কিছু স্থির হইয়া উঠিতেছে না।

কর্ণেল।—উপায় একটা কিন্তু শীঘ্রই স্থির করা চাই। দুই রজনীর আশ্চর্য্য

ক্রীড়া ঠিক এক রকম, আমিও যাহা দেখিয়াছিলাম, তুমিও তাহাই দেখিয়াছ। দুইটা ছুঁড়ীর চাতুরী ঠিক এক রকম,—আমার উপর এমার ভালবাসার চাতুরী তোমার উপর জুলিয়ার ভালবাসার চাতুরী।

কর্জ্জন।—শুধু চাতুরী নয়,—চাতুরী, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামী। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে, দুই ভগ্নীতে এক যোগে, এক পরামর্শে ঐ সকল খেলা খেলিতেছে। এমার সহিত তোমার সংঘটন, জুলিয়া তাহা জানে। আমার সঙ্গে জুলিয়ার সংঘটন, এমাও তাহা জানে। দুই রাত্রে দুই জনের এক রকম ছদ্মবেশ, সেই যোগাযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ সকল বিষয়ে বেশ যোগাযোগ আছে, কিন্তু তোমাতে আমাতে দেখা হয়, তুমি যাহা কর আমি তাহা জানিতে পারি, আমি যাহা করি, তুমি তাহা জানিতে পার, এটা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। চাতুরী খেলিয়া যে প্রকার ভাব তাহারা দেখাইতেছে, তাহাতে বুঝা যায়, তাহারা তিন ভগ্নীতে যে কুচক্রের গুপ্তদূতী আমাদিগকেও সেই দলে জড়াইয়া লওয়া তাহাদের চেষ্টা। আমরা যে সেই চক্রজাল ছিঁড়িয়া ফেলিতে আসিয়াছে, স্বপ্নেও তাহা তাহারা ভাবে না। সেটী এক প্রকার ভালই হইতেছে।

কর্ণেল।—কি যে তাহারা ভাবে না, কি যে তাহারা ভাবে, নিঃসন্দেহে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। জুলিয়া তোমার সঙ্গে পলাইতে রাজী নয়, সেটা তুমি ঠিক বুঝিয়াছ?

কর্জ্জন।—তাহা তো আগেই বলিয়াছি। সে কথা তুলিলে জুলিয়া কেবল চক্ষের জল ফেলে, করযোড়ে মিনতি করে, কপট অনুরাগে বেশী মাত্রায় ভালবাসা দেখায়। সহজে সে আমার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে রাজী হইবে না, ইহা আর আমার বুঝিতে বাকী নাই।

কর্ণেল।—এমাও আমার সঙ্গে পলাইতে রাজী হইবে না। পলাইবার কথা যখন আমি বলি, সে তখন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া আমার গায়ে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে, আমার গালপাট্টার চুল ধরিয়া টানে, চটাচট করিয়া আমার দুই গালে চাপড় মারে, অনুরাগের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। ইতিমধ্যে সে এক দিন আমাকে বলিয়া রাখিয়াছে, যদি পলাইতে হয়, সে কথা এখনকার নয়; সে দিন এখনও আইসে নাই;—এই ভাবে থাকিতে থাকিতে যখন আমার গর্ভ হইবে, তখন তোমার সঙ্গে পলায়নের ব্যবস্থা করা যাইবে?

কর্জ্জন।—তবেই তো বিভ্রাট!

কর্ণেল।—বিভ্রাট তো বটেই, কিন্তু তুমি এখন কি করিতে চাও?

কর্জ্জন।—আবার সেই কথা বলিতে হইবে? অচিরেই আমি ইংলণ্ডে চলিয়া যাইব। আর আমি এ রকমে লুকোচুরী খেলিতে পারিব না।

কর্ণেল।—জুলিয়াকে ফেলিয়া?

কর্জ্জন।—সেটা এখনও বিবেচনাসাপেক্ষ।

কর্ণেল।—তোমার সঙ্গে আমিও ইংলণ্ডে চলিয়া যাইব। শীঘ্র যাইবার আরও একটী নূতন কারণ উপস্থিত। নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়াছে, অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে; নেপোলিয়ানের গুপ্তচরের হস্তে আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধের বন্দী হইব। ইউরোপের যে কোন প্রদেশেই আমরা যাই না কেন, যে কোন স্থানেই লুকাইয়া থাকি না কেন, নেপোলিয়ানের কবল হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইব না। আপাততঃ জিনেভা হইতে সরিয় যাওয়াই সুপরামর্শ। আচ্ছা,—তাহাই যেন হইল, এমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার প্রাণ চায় না, সেটাকে লইয়া যাইবার কি উপায় করা যায়?

কর্জ্জন।—ছাড়িয়া যেতে তোমার প্রাণ চায় কি না চায়, সেটা আমার জানিবার দরকার নাই, সেটা কোন কথাই নয়। আসল কথা এই যে, যুবরাজ্ঞীর বিপক্ষে যে ভীষণ ষড়যন্ত্র হইয়াছে, সেই ষড়যন্ত্রটা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে,—চক্রীদলের বলক্ষয় করিতে হইবে;—সেই জন্যই লেডী স্যাক্‌ভিলী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, এখনও পত্র লিখিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।" চক্রীদলের সহকারিণী ঐ তিনটি ভগ্নীর মধ্যে অন্ততঃ দুটিকে তফাৎ করা চাই-ই-নাই। আমিও বুঝিতেছি, এমাকে আর জুলিয়াকে তফাৎ করিতে পারিলে কেবল একটি মাত্র বাকী থাকিবে;—আগাথা। একা আগাথা তাহাদের কুচক্রের কোন প্রকার বিশেষ কার্য্যই সিদ্ধ করিতে পারিবে না।

কর্ণেল।—কিরূপে তফাৎ করিতে পারিবে, তাহার উপায় কিছু ঠিক করিতে পারিয়াছ?

কর্জ্জন।—ঠিক করাই আছে।

কর্ণেল।—কি রকম উপায়?

কর্জ্জন।—পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইল, এক রাত্রে আমি ঐ প্রশস্ত হ্রদের তীরে হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছিলাম, বেড়াইতে বেড়াইতে সেই পুরাতন জেটির একধারে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, সেই সময় দেখি, তিন জন লোক হ্রদের জলে জাল ফেলিয়া কি একটা ভারী পদার্থ টানিয়া তুলিতেছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র সুপ্রকাশ, দিব্য জ্যোৎস্না; সেই উজ্জ্বল কিরণে আমি দেখিলাম, তাহারা একটা মানুষের মৃতদেহ টানিয়া তুলিল। মহা বিস্ময়ের সঙ্গে আমার কৌতূহল

জন্মিল। তিনটি লোকের চেহারা বড় ভয়ঙ্কর। আমাকে দেখিতে পাইলে পাছে ঘাড়ের উপর পড়িয়া লাঠি চালায়, কিংবা খুন করিয়া ফেলে, প্রথমে সেই ভয় আসিল, তাহার পর সাহসে ভর করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলাম। সেই তিন জনের মধ্যে যে লোকটি সর্দ্দার, তাহার হাতে একটা গিনী দিয়া অগ্রে আত্মসাবধান হইলাম, অবশেষে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ রাত্রে তোমরা এখানে কি করিতে আসিয়াছ?"—সর্দ্দার উত্তর করিল, "আজ দুই দিন হইল, একজন খালাসী এইখানে ডুবিয়া মরিয়াছিল, জাল ফেলিয়া মরামানুষ তুলিয়া লইয়া যাওয়া আমাদের কাজ, সেই জন্য এই দেহটা আমরা ডাঙ্গায় তুলিয়াছি।"—দেহটা লইয়া লোকেরা কি করে, দেখিবার জন্য সেইখানে আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম; অগ্রে টাকা দিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা আমাকে কিছু বলিল না। একটু পরে দুই জন লোক নিকটস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একখানা গাড়ী বাহির করিয়া আনিল, গাড়ীটানা ঘোড়াও একটা আনিল, ঘোড়াটা গাড়ীতে জুতিয়া দিল; তাহার পর মৃতদেহটা গাড়ীর উপর তুলিয়া, তিন জনেই সেই গাড়ীতে আরোহণ করিল, মন্থরগতিতে গাড়ীখানা হাঁকাইয়া চলিল। জ্যোৎস্না রাত্রি, আমি একটু তফাতে তফাতে গা-ঢাকা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম; গাড়ী যে দিকে যায়, চাকার শব্দ শুনিয়া শুনিয়া আমি সেই দিকে যাইতে লাগিলাম। বাঁকা বাঁকা গলীরাস্তা ঘুরিয়া গাড়ীখানা একজন ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখে থামিল, লোকেরা নামিয়া ধরাধরি করিয়া দেহটা সেই বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। তখন আমি বুঝিলাম, গোর দিবার জন্য দেহটা তাহারা আনে নাই, ব্যবচ্ছেদের জন্য ডাক্তারের কাছে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। পাঁচ সাত মিনিট পরে দুই জন লোক বাহির হইয়া আসিয়া খালি গাড়ীতে উঠিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল, আমিও অন্য রাস্তা ধরিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

কর্ণেল।—আমাদের কাজের সঙ্গে এ গল্পটির কি সংস্রব?

কর্জ্জন।—ছুঁড়ী দুটিকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার কি উপায় আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, সেই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে; উত্তর শোনো।—জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইব। ঐ তিন জন লোককে অনেক টাকা ঘুস কবুল করিয়া, রাজী করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা সেই কার্য্যে আমার সহায়তা করিবে; তাহারাই ধরিয়া লইয়া আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে।

কর্ণেল।—বাহোবা—বাহোবা!—খুব বাহাদুর আছ!—সে বন্দোবস্তটা আবার কবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছ?

কর্জ্জন।—সেই মতলবে সম্প্রতি আর এক রাত্রে আমি হ্রদের ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, ব্যবসায়ের খাতিরে সেই লোকেরা যদি আবার সেখানে আইসে, সন্ধান লওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল। আশা বিফল হইল না, ঠিক দেখা হইয়া গেল। 'আজ আবার তোমাদের কি কাজ?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমি উত্তর পাইলাম। সর্দ্দার বলিল, 'তিন দিন পূর্ব্বে এইখানে একখানা নৌকা ডুবিয়াছিল, তিন জন নাবিক ডুবিয়া মরিয়াছে, সেই তিনটি দেহ তুলিতে আসিয়াছি।'—বহু প্রশংসা করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমরা খুব সাহসী লোক, যাহারা এই রকমে অপঘাতে মরে, তাহাদের দেহ তুলিয়া তোমরা গোর দাও, তোমাদের বেশ ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে। খুব বেশ!—আমার হাতে একটা কাজ আছে, সেটা যদি তোমরা সিদ্ধ করিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে অনেক টাকা দিব।'—এই বলিয়া আমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা খোলসা করিয়া বলিলাম, সর্দ্দার রাজী হইল। দিন স্থির করা হইয়াছে, জায়গাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কি করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিছুই বাকী রাখিয়া আসি নাই। সেই তিন জনের নামও জানিয়া আসিয়াছি;—সর্দ্দারের নাম কোবল্টে, এক জন সঙ্গীর নাম হারলালি আর এক জনের নাম ওয়ালডেন। সর্দ্দারের বাসস্থানের ঠিকানাও পাইয়াছি, এই জিনেভাতেই তাঁহার বাড়ী।

কর্ণেল।—(আহ্লাদে বগল বাজাইয়া) খুব বাহাদুর!—খুব বাহাদুর!—খুব বাহাদুর!—আইস তবে বিশেষ করিয়া পরামর্শ টা ঠিক করা যাক্।

দুই জনে দুই গ্লাস মদ খাইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শ চলুক, কুঞ্জনিকেতনের মধ্যে আর এক জায়গায় কি কাণ্ড হইতেছে, তাহাই এখন দেখিতে হইবে; পাঠক মহাশয় সেইখানে চলুন।

দ্বাবিংশ উল্লাস

মদের মজলিস্

কুঞ্জনিকেতনের যে মহলে যুবরাজ্ঞীর শয়নঘর, সাটিনের লবেদা-পরা এমার সঙ্গে কর্ণেল মাল্‌পাস্ যে বারাণ্ডা দিয়া যাইবার সময় একটা ঘরের দ্বারের পার্শ্বে একটা স্ত্রীলোকের মাথা দেখিয়াছিল, পরদিন রাত্রে লর্ড কর্জ্জন সেইরূপ ছদ্মবেশধারিণী জুলিয়ার সঙ্গে যাইতে যাইতে যে ঘরের সম্মুখে একটি নারীমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, যুবরাজ্ঞীর নিজের ধোপানী মিসেস্ হবার্ড সেই ঘরে থাকে। লর্ড কর্জ্জন যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই মাগীই হবার্ড। তাহার বয়স অনেক হইয়াছে; আকার লম্বা, মুখখানাও লম্বা, বেজীর চক্ষের ন্যায় চক্ষু। যাঁহারা মুখশ্রী দর্শন করিয়া মানুষের প্রকৃতি-নিরূপণের বিদ্যা জানেন, হবার্ডের মুখ দেখিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন, বুড়ীটা ভয়ঙ্করী পিশাচী, সকল প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতে নিয়তই তাহার প্রবৃত্তি; পরনিন্দা করিতে, পরের কুৎসা রটনা করিতে, মিথ্যা-কথাকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিতে তাহার অত্যন্ত আমোদ। ভদ্রলোকে তাহার একটা কথাও বিশ্বাস করিতে পারেন না।

যে রাত্রে লর্ড কর্জ্জনের বাসায় কর্ণেল মাল্‌পাসের সহিত তাঁহার নূতন কথোপকথন, এমাকে ও জুলিয়াকে জিনেভা হইতে তফাৎ করিবার মন্ত্রণা, সেই রাত্রি প্রভাত হইলে ঐ ভয়ঙ্করী ধোপানীর গৃহে নূতন প্রকার ঘটনা।

বেলা ১১টা। লণ্ডন হইতে মিসেস্ ডেকিন্ নামে একটা বুড়ী হবার্ডের গৃহে আসিয়াছে; সার ক্লাবলি স্পোক্ নামক একজন খামখেয়ালি বৃদ্ধ ব্যারণের বাড়ীতে ঐ ডেকিন্ একটা পরিচারিকার কার্য্য করে। ক্লাবলি স্পোক্ দেশভ্রমণে অত্যন্ত অনুরাগী, এই সময়ে তিনি জিনেভাতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, মিসেস্ ডেকিন্ তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে।

মিসেস্ হবার্ডের সহিত মিসেস্ ডেকিনের অনেক দিনের আলাপ; উভয়েরই বাড়ী ইংলণ্ডে। অনেক দিনের পর উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে আদর-অভ্যর্থণার ঘটা ও আড়ম্বর কিছু বেশী হইল। মিসেস্ ডেকিন্ নিত্য একটু একটু মদ খায়, কিন্তু লোকের কাছে বলে, সেটা কেবল ঔষধের মাত্রা, বেশী মদ তাহার পেটে সয় না। মিসেস্ হবার্ড কিন্তু বিশেষরূপে জিদ করিয়া গ্লাস্ গ্লাস

ব্রাণ্ডী খাওয়াইয়া দিয়া নানা গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। লোকের কুচ্ছ-কথনে হবার্ডের যেমন আমোদ, ডেকিনেরও সেই রকম। প্রথমে আপনাদের ঘরাও গল্পে খানিকটা সময় কাটিয়া গেলে ডেকিন্ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেমন আছ?" হবার্ড বলিল, "জায়গা ভাল, মাইনে ভাল, খাওয়া-পরা ভাল, আর মদ—সেরী বল, বিয়ার বল, ব্রাণ্ডী বল, কিছুরই অভাব নাই; যত চাই তত পাই, যত পারি, তত খাই; কিন্তু—কিন্তু—"

ডেকিন্ বলিল, "সব যদি ভাল, তবে আবার কিন্তু দিলে কেন?—কিছু কিছু অভাব আছে না কি?"

হবার্ড।—আছে বটে—আছে বটে—কিন্তু—

ডেকিন্।—কথায় কথায় কিন্তু;—বল না কিসের অভাব?—চা-চিনি?

হবার্ড।—না না, সেটা এখানে যথেষ্ট।

ডেকিন্।—তবে কি?—রবিবারে বাহির হইতে পাও না?

হবার্ড।—বাহির হবার বাধা নাই, কাজ সারা হইলে, রোজ রোজ যখন ইচ্ছা, তখনি বাহির হইয়া যাইতে পারি।

ডেকিন্।—অসুবিধাটা তবে কি?—মনের মতন সঙ্গী পাও না?

হবার্ড।—ও সব কিছুই নয়। আমি এখানে—

ডেকিন্।—তোমার কোন কথাই তো বোঝা যাচ্ছে না। খোলসা কোরে বলো, কিসে তুমি কষ্ট পাও?

হবার্ড।—রীতিনীতি—

ডেকিন্।—(প্রতিধ্বনি করিয়া) রীতিনীতি—কাদের রীতিনীতির কথা তুমি বল্‌তে চাইছো?

হবার্ড।—পৃথিবীটা বড় দুষ্টু—ভারী দুষ্টু, কিন্তু এই বাড়ীখানাতে যে রকম পাপ আছে, যে রকম দুষ্টু লোক আছে, পৃথিবীতে তার অর্দ্ধেকটাও দুষ্টুমী নেই।

থাকিয়া থাকিয়া এক একবার মদ খাইতেছে, এক একবার গ্লাস ভর্ত্তি করিতেছে, আবার তখনি তখনি উজাড় করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গল্প জুড়িতেছে। ডেকিন্ আসিয়া প্রথমে বলিয়াছিল, "মদ খাই না,—ঔষধ বলিয়া একটু একটু খাই, এখন কিন্তু তাহার হস্তে গ্লাস কামাই যাইতেছে না, গায়েও মদের গন্ধ ছুটিতেছে। একটা পাত্র হইতে লইয়া ডেকিন্ জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা বল্‌ছো?—সব দুষ্টু?—সব পাপ?—একটা কোনো নাম কোরে বল্‌তে পারো না?" (মদ্যপান)।

হবার্ড।—(একপাত্র উদরস্থ করিয়া) একজন?—একজন? —হঁ্যা—ঠিক একজন।—যেটি এই বাড়ীর গিন্নী, সেটির পেটে পাপের সাগর!

ডেকিন্।—কে?—গিন্নী?—প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্?

হবার্ড।—হঁ্যাগো দিদি—আজ সতেরো বৎসরের পর তোমার সঙ্গে দেখা,—মনের কথা বল্‌বার লোক পাই না,—দুঃখের কথা বল্‌বার বন্ধু পাই না—আজ তুমি এসেছো,—তোমার কাছে দুঃখের কথা বলি, পাপ দেখে দেখে আমার চক্ষু পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে!—বুকের ভিতর আগুন জ্বোলে উঠছে!—হবুঘড়ী গা-খানা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে!

ডেকিন।—রোজ রোজ কি এত পাপ দেখো?—আমাদের প্রিন্সেস্ অব্ ওয়েল্‌স্ কি এত পাপ করে?

হবার্ড।—করে?—শুন্‌বে?—শোনো।—বাপ্ রে!—কেমন কোরে বলি?—শোনো!—মানুষ আনে,—মানুষ আনে,—কত রকম মানুষ ঘরে আনে!—আমি দেখিছি, চক্ষে দেখিছি, কতদিন দেখিছি!—আজ আবার দিন দুই তিন হোলো, অনেক রাত্রে সাটিনের ঘাগ্‌রা পোরে, রেশমের ঘোম্‌টা পোরে মানুষ এনেছিলো!—নতুন মানুষ!—কত মানুষ গো!—একটা ধরো, বারগেমী,—সেটা তো আছেই,—তা ছাড়া আরো কত!—গুণে গুণে আমি দেখিছি, এক ডজন!—যখন আমার চোকে পড়ে, তখন পালায় না!—আমাকে যেন গ্রাহ্যিই করে না!

ডেকিন্।—(মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া) বোলো না—বোলো না—ও সব কথা বোলো না!—রাণী!—এত বড় রাজ্যের রাণী!—তাঁর নামে—

ধোপানী এই সময়ে আবার দুই গ্লাস মদ ঢালিয়া, এক গ্লাস আপনি খাইল, এক গ্লাস ডেকিন্‌কে দিল।—খাবো না খাবো না বলিয়া ডেকিন্ আর এবার আপত্তি করিল না; এক নিশ্বেসে চোঁ করিয়া গ্লাসটা সাবাড় করিল। মুখখানা লাল করিয়া হবার্ড বলিল, "বোলো না বল্‌ছো কি?—বারণ কোচ্ছো কি?—বড় কথাটা এখনো ভাঙিনি! (উদরের কাছে হস্ত লইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালন-সঙ্কেতে) এই—এই—এই এত বড়!—তুমি যদি—

কেলেঙ্কারের কথায় আমোদ থাকিলেও, লোকের কুচ্ছ-কথায় আহ্লাদ আসিলেও, ডেকিন্ এইবার শিহরিল,—সত্য সত্যই যেন কাঁপিল,—অস্থির-পদে চেয়ার হইতে উঠিয়া, বিকট-বদনে হাঁ করিয়া, দুই হস্তের দশটা অঙ্গুলি ছড়াইয়া স্তম্ভিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "বোলো না—বোলো না—বোলো না!—অত বড় পাপের কথা—"

হবার্ড।—(বুড়ীটার হাত ধরিয়া বসাইয়া) 'শেষের গোটাকতক ভালো কথা শুনে যাও।—সব পাপ—সব পাপ—সব পাপ—কেবল একটিমাত্র—হাঁা,—মিসেস্ রেঙ্গার্ ;—এই পাপের বাড়ীতে সেইটি যেনো—সেই রেঙ্গার্বুটি যেন মূর্ত্তিমতী সতীলক্ষ্মী ;—সে রেঙ্গার্ আমাকে বড় ভালবাসে,—আমিও তার গুণের কাছে মরা!—মাসকতক হোলো, সেই সতীলক্ষ্মী রেঙ্গার্ এই বাড়ীতে নতুন তিনটি সখী এনে দিয়েছে, সে তিনটিও মূর্ত্তিমতী সতী।—পাপ-গুলো ঢাকবার জন্যে তারা—

মিসেস্ ডেকিন্ আবার উঠিল ;—বলিল, "আজ আর আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না,—বেশী দেরী হোলে সেই আমার খাম্‌খেয়ালী রাস্কেল মনিবটা কড়্‌মড়্ কোরে আমার আস্ত মাথাটা চিবিয়ে খাবে! আমি চল্লুম।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কানায় কানায় আর দুই গ্লাস পূর্ণ করিয়া, বিকটবদনে হাসিয়া হাসিয়া হবার্ড বলিল,—"খাও খাও,—যাবার বেলা আর একটু মিষ্টিমুখ কোরে যাও!—আর দেখ, আবার যে দিন এ দিকে আস্‌বে, আমার সঙ্গে একবার দেখা কোরে যেও।"

মদ খাইয়া মিসেস্ ডেকিন্ চলিয়া গেল, মদ খাইয়া মিসেস্ হবার্ড চেয়ারে বসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ উল্লাস

নিশা-নাট্য—প্রথমাঙ্ক

রাত্রি ১০টা, আকাশমণ্ডল ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বৃষ্টি নাই ;—পশ্চিমদিক্ হইতে ঘন ঘন দম্‌কা হাওয়া ছুটিতেছে ;—এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি,—ঝড় উঠিয়াছে ;—গোঁ গোঁ—বোঁ বোঁ শব্দ হইতেছে ;—অদূরবর্ত্তী মনোহর হ্রদের জলে সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গ উঠিতেছে ;—মুহুর্মুহুঃ তরঙ্গ-গর্জ্জনে ভয়ানক শব্দ দূর হইতে শোনা যাইতেছে। শুক্লপক্ষ-রজনী, আকাশে চাঁদ আছে, চাঁদ কিন্তু সুন্দর রজত-জ্যোতি বিকাশ করিতে পারিতেছে না ; এক একবার এক এক স্থানে তরল মেঘের অন্তরাল হইতে মুখ বাড়াইয়া একটু একটু উঁকি মারিতেছে, একটু একটু আলো

হইতেছে, মেঘেরা তখনি তখনি আবার সেই গগন-চাঁদকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। মহা দুর্য্যোগ।

সেই দুর্য্যোগ রজনীতে আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ লবেদায় আবৃত করিয়া, একটি স্ত্রীলোক উদ্যান-সীমা হইতে বাহির হইয়া, সেই সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া, ময়দানের উপর দিয়া সহরের দিকে চলিয়াছে,—অতি সাবধানে হন্ হন করিয়া চলিয়াছে।

কে?—মিসেস্ রেঞ্জার্।—এত রাত্রে এই দুর্য্যোগে মিসেস্ রেঞ্জার্ একাকিনী কোথায় যাইতেছে?—ডাক্তার মারাভিলির বাড়ীতে।—ময়দান পার হইয়া নিশাদূতী সহরের বড় রাস্তায় গিয়া উপনীত হইল, সদর-রাস্তা হইতে বক্রগতিতে দ্রুতপদে সেই দুর্গম অন্ধকার গলী-রাস্তা ধরিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দেওয়া ছিল, কখন্ দরকার হয়, কখন্ তলব হয়, তাহাই মনে করিয়া সন্ধ্যার পর ডাক্তার আর কোথাও বাহির হন না, বাড়ীতেই থাকেন; বাড়ীতেই ছিলেন, মিসেস্ রেঞ্জার্ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইল; "সময় নিকটবর্ত্তী; এখনি যাইতে হইবে, সময়ক্ষেপ হইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে," চাপা চাপা কণ্ঠে ত্বরিতস্বরে ডাক্তারকে এই কথাগুলি বলিয়া মিসেস্ রেঞ্জার তাঁহার চক্ষে কৃষ্ণবর্ণ রেশমী রুমাল বাঁধিয়া দিল, হাত ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিল, বাঁকা বাঁকা গলী ঘুরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া আসিতে লাগিল। বাঁকাপথে কেন?—কারণ এই যে, কোন্ দিক্ দিয়া কোন্ রাস্তায় পড়িতেছেন, ডাক্তার তাহা বুঝিতে না পারেন, সেই মতলব। ডাক্তারের চক্ষু বাঁধা, বাঁকা বাঁকা রাস্তা, কিছুই তিনি ঠিক করিতে পারিবেন না, কেবল ইহাই যদি ধূর্ত্ত রেঞ্জারের আন্তরিক ভাব হইত, তাহা হইলে কুবুদ্ধি খাটাইয়া সে আরো কিছু সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিত; কেবল চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া, বাঁকাপথে লইয়া গিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত না, ইহাতেই অনুমান হয়, ডাক্তারকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ করিয়া রাখা তাহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল না।

মনে মনে হাসিয়া হাসিয়া ডাক্তার সাহেব ভাবিতেছেন, "চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া পথ ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। জিনেভাতে জন্ম, জিনেভাতেই কর্ম্ম, জন্মাবধি জিনেভানগরের চতুষ্পার্শ্বেই গতিবিধি, সঙ্গিনী তাঁহাকে ঋজু বক্র যে দিক্ দিয়াই লইয়া যাউক না কেন, অনুমানে অনুমানে রাস্তা নির্ণয় ও দিক্‌নির্ণয় করিতে তিনি অক্ষম হইবেন না, ইহাই তাঁহার

বিশ্বাস ;—তথাপি তিনি একটু কৌশল করিলেন, অন্ধকার পথে সঙ্গিনী তাঁহার একখানি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, আর একখানি হাত খোলসা আছে। চন্দ্র যখন একবার মেঘের ভিতর হইতে একটু উঁকি মারিলেন, নগরের রাস্তায় যখন অল্প অল্প আলো আসিল, ডাক্তার সেই সময় অলক্ষিতে দ্বিতীয় হস্তের দ্বারা নেত্র-বন্ধনীর একপার্শ্বে সরাইয়া চকিতমাত্রে দেখিয়া লইলেন। অদূরে কুঞ্জনিকেতনের উদ্যান, সেই উদ্যানে যাইবার রাস্তা, সঙ্গিনী তাঁহাকে সেই দিকেই লইয়া যাইতেছে। নেত্র-বন্ধনীটা আবার টানিয়া ঠিক্ করিয়া দিয়া মানসিক যুক্তি-তর্কে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "রেঞ্জার্ আমাকে কুঞ্জ-বাটিকায় লইয়া যাইতেছে ; গুপ্তকাণ্ডটা বড়ঘরের ;—যত টাকা বায়না, দিয়া রেঞ্জার্ আমাকে নিযুক্ত করিয়াছে, কার্য্য শেষ হইলে আরও তত টাকা দিবে বলিয়াছে, সওদাটা খুব ভালো। চুক্তির টাকা শোধ হইয়া গেলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে আরও কিছু ভয় দেখাইয়া আমি আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করিতে পারিব।" ডাক্তারের রোজগার ছিল বেশ, কিন্তু জুয়া-খেলার প্রেমিক, কাজেই তাঁহার অভাব ঘোচে না ; বাজে আদায়ের সুবিধার জন্য তিনি সর্ব্বদাই লোলুপ। উপস্থিত কার্য্যে তাঁহার বাজে আদায়ের পন্থা পরিষ্কার হইল, সেই উৎসাহে তিনি আনন্দিত।

উদ্যানের ফটকে মিসেস্ রেঞ্জার্ উপস্থিত। তাহার সঙ্গেই চাবী ছিল, ফটক খুলিয়া ডাক্তারকে উদ্যানে লইয়া গেল, গুপ্তদ্বার দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করাইল, গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া উপরে লইয়া গেল ; দোতালার বারাণ্ডায় আলো থাকে ; যে অংশে আগাথার ঘর, সেই অংশে গিয়া ডাক্তারকে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

চতুর্ব্বিংশ উল্লাস

নিশা-নাট্য—দ্বিতীয়াঙ্ক

রাত্রি প্রায় ১১টা। এমার শয়নাগারে এমা আর জুলিয়া একখানি সোফার উপর উপবিষ্ট। দুই ভগ্নীতে পরস্পর চুপি চুপি কথোপকথন করিতেছে। একটু বিমর্ষবদনে জুলিয়া বলিল, "কি বিপত্তি! এত শীঘ্র আগাথার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইবে, ইহা আমি ভাবি নাই; কি করা যায়? আজ হয় তো আমাদের আর তাহাদের সঙ্গে দেখা করা হইবে না।"

এমা।—আমিও তাহাই ভাবিতেছি। রেঙ্গাবু বলিয়াছে, আমাদের উভয়কে এখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে; উপস্থিত থাকা আমিও কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। ১১টা তো বাজে, ১১টা বাজিলেই তাহারা উদ্যানে আসিবে; দুই পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিলেও করিতে পারে, তাহার পর চলিয়া যাইবে। আজ আর দেখা হইবে না।

জুলিয়া।—১১টার পর তাহারা আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবে না। লর্ড কর্জ্জনকে মাঝে মাঝে আমি বলিয়া রাখিয়াছি, যদি কখনও কোন দিন ১১টার পর আমার আসিবার বিলম্ব দেখ, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়াই চলিয়া যাইও; বুঝিয়া লইও, কোন প্রকার প্রতিবন্ধক পড়িয়াছে, সে রাত্রে আর দেখা হইবে না।

এমা।—আমিও মাল্‌পাস্‌কে ঐরূপ কথা বলিয়া রাখিয়াছি। অনেকক্ষণ ১১টা বাজিয়া গিয়াছে, এতক্ষণে তাহারা নিশ্চয়ই প্রস্থান করিয়াছে। আচ্ছা জুলিয়া, কর্জ্জন তোমাকে লইয়া পলাইয়া যাইতে চায়, তুমি রাজী হও নাই, তাহা শুনিয়াছি; খবরদার—খবরদার!—কদাচ রাজী হইও না। কর্ণেল মাল্‌পাস আমাকেও বিদেশে লইয়া যাইতে বার বার আগ্রহ প্রকাশ করে, আমি তার মুখের উপর সাফ্‌ সাফ্‌ জবাব দিই, কিছুতেই সে আমাকে রাজী করিতে পারিবে না।

জুলিয়া।—মাল্‌পাস তোমাকে রাজী করিতে পারিবে না, কর্জ্জনও আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। আমি তাহাকে ভেড়া বানাইয়া রাখিয়াছি, সে এখন আমার খেলার পুতুল হইয়াছে, ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়াছে।

এমা।—ভেড়া বনিয়াছে, পুতুল হইয়াছে, ফাঁদে পড়িয়াছে, তাহাতে কি

আর সন্দেহ আছে? আমরা এখন তাহাদের দুজনকে যে দিকে লওয়াইব, সেই দিকেই তাহারা চলিয়া পড়িবে, যে গুপ্ত-চক্রে আমরা নিযুক্ত, তাহারাও সেই চক্রে আমাদের পক্ষ হইয়া সহায়তা করিবে. ইহা আমি বেশ জানিতে পারিতেছি। কেন জানো?—লর্ড কর্জ্জন একজন দেউলে লর্ড, দেনায় দেনায় তাহার মাথা পর্য্যন্ত ছাপাইয়া গিয়াছে, দেনার দায়ে. তাগাদার জ্বালায় সে লোকটা সর্ব্বদাই বিব্রত; কর্ণেল মাল্‌পাস তো একটা পতঙ্গ, একেবারে নিঃসম্বল; কোন একটি মতলবে তাহারা ইংলণ্ড হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, ছদ্ম-বেশে অতি হীন অবস্থায় জিনেভা নগরে আসিয়াছে; তাহাদিগকে বিশ্বাস কি?—কর্জ্জন যদি তোমাকে লইয়া বিদেশে পলায়, দিনকতক তোমাকে আদরে আদরে রাখিবে, গোলযোগ মিটিয়া গেলে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। তখন তুমি—

জুলিয়া।—(শিহরিয়া) অঁ্যা!—কর্জ্জন কি তবে এতই স্বার্থপর?

এমা।—নিশ্চয়।—কেবল কর্জ্জন কেন, পুরুষমাত্রেই স্বার্থপর। মনে করিয়া দেখ না, মিলান নগরে সে তোমাকে প্রথম দেখে, লুকাইয়া লুকাইয়া কত দিন তোমার পাছু পাছু ঘোরে, তাহার পর এইখানে আসিয়া তোমার প্রেমের ফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছে। আমার উপর মাল্‌পাসের ভালবাসাটাও সেই রকম। মাল্‌পাসও মিলান নগরে আমাকে দেখিয়াছিল, গোপনে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া এইখানে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। আমার কাছে তার স্বার্থ শুধুই কেবল ভালবাসা; আমিও কেবল তাহার রূপ দেখিয়া ধরা দিয়াছি। আমার ভালবাসাটা যে অন্তরের ভালবাসা নয়, কেবল চাতুরী, কেবল কপটতা. বোকা মাল্‌পাস সেটা কিছুই বুঝিতে পারে না; প্রেম-পাগলা লম্পট লোকের ঐ রকম দশাই হয়। কর্জ্জন আর মাল্‌পাস, দুই জনেই ভয়ানক লম্পট।

জুলিয়া।—আচ্ছা ভগ্নি, দুজনেই তারা জিনেভায় আসিয়াছে, দুজনে কি দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

এমা।—মনেও করিও না। পরস্পর দেখা করিতে কি তাহাদের সাহস হইতে পারে?—দুজনেই নাম বদলাইয়া, সামান্য বেশে, সামান্য অবস্থায়, লুকাইয়া লুকাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে: তাহারা কি মুখামুখী দেখা করিতে পারে? দেখা হইলেই দুজনে দুজনকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'কেন তুমি এখানে?—কেন তোমার ছদ্মবেশ?—কেন তোমার মিথ্যা নাম?'—দুজনেই দুজনের প্রশ্নে উত্তর দিতে পারিবে না; মানের খাতিরে অবশ্যই তাহাদের লজ্জা আসিবে, ভয় আসিবে। এ অবস্থায় পরস্পর দেখা করিবার কি কোন সম্ভাবনা আছে?

আমাদের ভালবাসার ফাঁদে পড়িয়া যদিও তাহারা দুজনেই এই কুঞ্জবাড়ীর বাগানে আইসে, কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়ায় না; কর্জ্জন এক জায়গায় লুকাইয়া তোমার সঙ্গে দেখা করে, মাল্‌পাস আর এক জায়গায় লুকাইয়া থাকিয়া চুপি চুপি আমার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর আইসে। সেই লুকা-চুরীটা তুমি কি বুঝিতে পার না? আমরা যে কি মতলবে তাহাদের সঙ্গে মেশামেশি করি, কি যে আমাদের মনে আছে, আমরা যে কি কুটিল চক্রের গুপ্ত-দূতী, সেটা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না, জানিতেও পারে না, ভাবিতেও পারে না। বুঝিতে পারে, কি সাধ্য?

জুলিয়া।—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) এ রাত্রে একবার দেখা করিলে ভাল হইত; কিন্তু ডাক্তার আসিয়াছে, কখন্ কি হয়, কখন্ আমাদের ডাক পড়ে, কিছুই বলা যায় না। ওঃ!—বাগানে আমি যাইতে পারিলাম না, রাগ করিয়া কর্জ্জন যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তো আমি আমার কর্জ্জনকে জন্মের মত হারাইব!

এমা।—ভয় কি?—ভাবনা কি?—গেলই বা!—জগতে কি আর কর্জ্জ-নের মত সুন্দর পুরুষ নাই?—অভাব কি?—কর্জ্জন যাক্, মাল্‌পাস যাক্, চুলোয় যাক্, আমরা আবার কত সুন্দর সুন্দর যুবা-পুরুষের লোভের সামগ্রী হইয়া পড়িব। তারা দুটোতে যত শীঘ্র সরিয়া পড়ে, ততই মঙ্গল।—এই—আমি আমার নিজের কথাই বলি;—লণ্ডনে কত সুন্দর সুন্দর পুরুষ আছে, এখানেও—এই বাড়ীতেও কত সুন্দর পুরুষ আইসে; আমার রূপ আছে কি না, আমার কটাক্ষ আছে কি না, আমার মুখে পুরুষের মন-মজানো হাসি আছে কি না, সকলেই আড়ে আড়ে আমার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, হাত-মুখ নাড়িয়া ইসারা করে, কটাক্ষবাণ সন্ধান করিয়া আমিও তাহাদের লোভ বাড়াই;—ভয় কি?—মাল্‌পাস যদি চলিয়া যায়, মাল্‌পাসের চেয়ে সুন্দর সুন্দর কত যুবা-পুরুষ আমার প্রেমের জন্য লালায়িত হইবে, আমি তাহাদিগকে লইয়া কত খেলাই খেলিব, তাহা তখন দেখিয়া লইও।

এই স্থানে আমরা আর গোটা দুই কথা বলিয়া রাখি।—ধোপানী হবার্ড এক একবার নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া বারাণ্ডার দিকে উঁকি মারিতেছে, এই রাত্রে আগাথা সুন্দরী সন্তান প্রসব করিবে, ধোপানী বুড়ীর ভারী আনন্দ;—আগাথা সন্তান প্রসব করিবে, সে আহ্লাদে আনন্দ নয়, বুড়ী জানিয়া রাখিয়াছে, প্রিন্সেস্ কারোলাইন গর্ভবতী, তাঁহাকেই প্রসব করাইবার জন্য ডাক্তার আসিয়াছে, কি হয়—কি হয়, তাহাই জানিবার উল্লাস।

আর একটি নিগূঢ় কথা।—ডাক্তারকে লইয়া কুটিলা, ধূর্ত্তা, দূতী মিসেস্ রেঞ্জার্ যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার পাঁচ মিনিট পরে একখানা রংকরা ডাক-গাড়ী—চৌঘুড়ী গাড়ী আসিয়া উদ্যানের দুই শত হস্ত দূরে দাঁড়াইয়াছিল; আরও পাঁচ মিনিট পরে দুই জন ঘোড়সওয়ার নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই গাড়ীর কাছে আইসে, ঘোড়া হইতে নামিয়া খানিকটা তফাতে একটি বৃক্ষশাখায় ঘোড়া দুটি বাঁধিয়া রাখে, তাহার পর সেই ডাকগাড়ীর ভিতর হইতে তিন জন লোক বাহির হয়; রাত্রি ঘোর অন্ধকার, মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা, সে অন্ধকারে কেহই ঐ পাঁচ জনকে দেখিতে পাইল না। প্রকাশ থাকা উচিত, সেই দুই জন ঘোড়সওয়ার অপর আর কেহই নহে, লর্ড কর্জ্জন এবং কর্ণেল মাল্‌পাস। গাড়ীতে যে তিন জন ছিল, তাহারা কে?—তাহারা সেই হ্রদের ধারের মরা-মানুষ-তোলা জেলে;—কোবণ্ট, হার্ণালি আর ওয়াল্‌ডেন।

সেই তিন জনকে সঙ্গে লইয়া লর্ড কর্জ্জন চুপি চুপি উদ্যানের প্রাচীরের ধারে আসিলেন। সেই সময় চাঁদ-ঢাকা একখানা মেঘ একটু সরিয়া গেল, ক্ষণেকের জন্য চাঁদের আলো ফুটিল; প্রাচীরের বাহিরে যেখানে একটা গাছের গুঁড়ি খাড়া ছিল, সঙ্গী তিন জনকে সেইখানে লইয়া গিয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "এই গুঁড়ির উপর উঠিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া তোমরা বাগানের ভিতর পড়, কোন একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকো, তোমাদের পায়ের শব্দ পাইয়া একটি স্ত্রীলোক এই দিকে আসিবে, তোমাদের মধ্যে একজন ছুটিয়া গিয়া তাহার মুখে চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া এই বেঞ্চের উপর বসাইয়া রাখিও; দেখিও যেন, বেশী হুড়াহুড়ি করিও না, স্ত্রী-লোকটির ঠোঁট যেন কাটিয়া যায় না, দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া যায় না।"

সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল, "এই তো গেল একজনের কথা, আর এক জন?"

কর্ণেল বলিলেন, "আর একজন ঐ বাড়ীর ভিতরের দিকের ক্ষুদ্র দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকেও ঐরূপে ধরিয়া মুখে কাপড় বাঁধিয়া বসাইয়া রাখিও, তাহার পর দুই জনকে লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিও।"

সর্দ্দার বলিল, "তোমার এই হুকুম আমরা ঠিক তামিল করিব; তোমরা ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া যাও; গাড়ী লইয়া আমরা লসেনি নগরে গিয়া তোমাদের সঙ্গে দেখা করিব; তোমরা সরাসর লসেনি নগরে চলিয়া যাও।"

চায় আবার ঢাকা পড়িয়া গেল। লর্ড কর্জ্জন এবং মাল্পাস নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া, সেই ভরম্বিত লিমান হ্রদের তীরবর্ত্তী রাস্তা দিয়া দ্রুত-ধাবনে লসেনি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ও দিকে ঐ কার্য্যটা—ঐ পরামর্শটা ঐরূপে স্থির হইয়া রহিল, এ দিকে এমার শয়নকক্ষে এমাতে জুলিয়াতে পূর্ব্ববৎ কথোপকথন চলিতেছে।

জুলিয়া বলিল, "মিসেস্ রেগ্স্রাব্ খুব পরিশ্রম করিতেছেন, খুব জোগাড় করিতেছেন, তিনি আমাদের পরম বন্ধু।

এমা।—তিনিই সকল কাজের গুরু। তিনি আমাদের পরম হিতৈষিণী। সাটিনের পোষাক, রেশমের টুপী তিনিই তো জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন; চাতুরী-ছলনায়, লুকাচুরী খেলায়, লম্পট ছুটাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলা তিনিই তো শিখাইয়া দিয়াছেন; আমাদের এখানকার সকল কার্য্যের গুরুই মিসেস্ রেগ্রাব্।

জুলিয়া।—(হাস্য করিয়া) আর সেই পুরুষ-বেশ ধরা ?

এমা।—(হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া) সেটাতে ভারী মজাই হইয়াছিল! রেগ্রারের মন্ত্রণায় পরচুলের গোঁপ-দাড়ি পরিয়া আমি বারগামী সাজিয়াছিলাম। মিসেস্ হবার্ড উঁকি মারিয়া মারিয়া আমাকে দেখিয়াছিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল, আমি যুবরাণীর ঘরে যাইব; আমি কিন্তু সে ঘরে যাই নাই; বুড়ীটা মুখ লুকাইয়া দরজা বন্ধ করিলে পর আমি আপন ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

জুলিয়া।—(ম্লানবদনে) যাহা বল, যাহা কও, আমার মনে কিন্তু বড় কষ্ট হইতেছে। আমাদের যুবরাণী আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করেন, হাসিয়া হাসিয়া প্রিয়-সম্ভাষণ করেন, দয়া-প্রকাশে কিছুমাত্র কৃপণতা করেন না; আমরা কি না তাঁহারই অহিত-চেষ্টা করিতেছি। বলিতে কি, আমার যদি টাকা থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের দুরন্ত কুচক্রিগণের হাতে ঘুস খাইয়া কখনই আমি এই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না। এখনো আমি—

দুটি ভগ্নীতে নির্জ্জনে বসিয়া চুপি চুপি এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময় কে আসিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া দ্বারের বাহিরে তিনবার টোকা মারিল, যুগল ভগ্নী চমকিয়া উঠিল। মিসেস্ রেগ্রাব্ ডাকিতেছে;—দ্বারে টোকা দিয়া সঙ্কেত করিয়া গেল, ইহা স্থির বুঝিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া, কম্পিত-গাত্রে নিঃশব্দে আগাথার গৃহে প্রবেশ করিল। গিয়াই দেখিল, র‍্যাপার-জড়ানো কি একটি পদার্থ একখানা চেয়ারের উপর রহিয়াছে। ঘরে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল, গবাক্ষে মোটা কাপড়ের দোহারা

পর্দ্দা ফেলা, বিছানায় মশারির উপর মোটা মোটা পর্দ্দা ঢাকা, মশারির উপর নব-প্রসূতি আগাথা শয্যাশায়িনী; ডাক্তার সাহেব শয্যার বাহিরে একখানা চেয়ারে বসিয়া শয্যাশায়িনীর হাত দেখিতেছেন,—নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন

এমা ও জুলিয়া প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখবর্ত্তিনী দূতী মিসেস্ রেণ্ডার্ একটু কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল, "মরা ছেলে!"

চক্ষে রুমাল দিয়া একটু কাঁদিয়া এমা বলিল, "মরা ছেলে?—আহা!—মরা ছেলে?"

জুলিয়াও সেই রকমে আক্ষেপ করিয়া, চক্ষের কোণে রুমাল দিয়া একটু অশ্রু বিসর্জ্জন করিল।

রেণ্ডারের ইঙ্গিতে ভগ্নীদ্বয় মশারির ভিতর প্রবেশ করিয়া, জানু পাতিয়া বসিয়া, প্রসূতির হস্তধারণ পূর্ব্বক করুণস্বরে বলিল, "হায় হায়!—প্রিয়তমা প্রিন্সেস্!—কি হইল!—তোমার দুঃখে—"

ডাক্তার মারাভিলি ইংরাজী কথা বুঝেন না, কেবল "প্রিন্সেস্" কথাটি বুঝিতে পারিলেন। সুযোগ পাইয়া রেণ্ডার্ তাঁহাকে বলিল, "ডাক্তার সাহেব, কাহাকে আপনি প্রসব করাইলেন, এখন বুঝিতে পারিলেন ত?—আমাদের প্রিন্সেস্ অব্ ওয়েলস্।—সাবধান!—কাহারো কাছে প্রকাশ করিবেন না।"

মিসেস্ রেণ্ডার্ ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা কহিল, ডাক্তার সাহেব তাহা বুঝিয়া নিষেধবাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। মিসেস্ রেণ্ডার্ ফরাসী ভাষায় আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রসূতিকে কেমন দেখিতেছেন?"

আর একবার ভাল করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "সুলক্ষণ;—জীবনের আশঙ্কা নাই।"

চেয়ারের উপর র‍্যাপার-জড়ানো সেই পুঁটুলীটাই মরা ছেলে—অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ভগ্নী দুটিকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে ডাক্তারের কাছে রাখিয়া, মিসেস্ রেণ্ডার্ দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিসেস্ রেণ্ডার্ কোথায় গেল?—ধোপানী হবার্ডের শয়ন-গৃহে।—ধোপানী তখনও শয়ন করে নাই, সটান জাগিয়া সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া ছিল, এক একবার দ্বারের কাছে উঁকি মারিতেছিল, মিসেস্ রেণ্ডার্ প্রবেশ করিবামাত্র ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "হয়ে গেছে?"

রেণ্ডার্ কহিল, "হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—সব ফর্সা—মরা ছেলে!"

আপশোস করিয়া ধোপানী বলিল, "আহা!—আহা!—মরা ছেলে?—আহা!—বেঁচে থাকলে পাখীর মুকুন নাপিয়ে নাপিয়ে—" বলিতে বলিতে

হঠাৎ থামিয়া—রেঞ্জারের মুখপানে চাহিয়া, স্তম্ভিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি কোনো কাজ কত্তে হবে?"

রেঞ্জার্ বলিল, "মরা ছেলেটা তফাৎ করিতে হইবে;—ডাক্তার সাহেব সেটা লইয়া যাইবেন।"

হাঁ করিয়া ধোপানী জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার মারাভিলি?"

রেঞ্জার্ বলিল, "হাঁ, ডাক্তার মারাভিলি।—মরা ছেলেটি তিনি লইয়া যাই-বেন। ডাক্তারের চক্ষু বাঁধা আছে, আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়া বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়াই, এই অবসরে তুমি একটি কাজ কর। তোমার ঘরের বাহিরের কোণের দিকে যে সিঁড়িটা আছে, যে সিঁড়ি দিয়া তেতালায় উঠিয়া তুমি কাপড় কাচো, মরা ছেলেটি আমি তোমার হাতে এনে দিচ্চি, সেইটি নিয়ে তুমি তেতালায় উঠে যাও, তেতালা থেকে বাগানে যাবার যে সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানের ফটকের কাছে গেলেই তুমি আমাদের দেখতে পাবে।"

ধোপানী রাজী হইল, লবেদায় কৃশাঙ্গ ঢাকিল, মুখে ঘোমটা দিল, মাথায় টুপী পরিল, রেঞ্জার্ বাহির হইয়া চলিল। বারাণ্ডায় সারারাত আলো জ্বলে, রেঞ্জার সর্ব্বাগ্রে সেই আলোটি নিবাইয়া দিল, আগাথার ঘরে প্রবেশ করিল। বুড়ী জানে, যুবরাণীর ঘর, রেঞ্জার্ সে ঘরে গেল না, বারাণ্ডায় আলো থাকিলে বুড়ী উঁকি মারিয়া দেখিত কোন্ ঘর। সে ভয়টা গেল, ছেলেটি আনিয়া রেঞ্জার আস্তে আস্তে ধোপানীর হস্তে দিল, পুঁটুলী লইয়া ধোপানী তেতালায় উঠিল। রেঞ্জার্ ওদিকে ডাক্তারকে ধরিয়া লইয়া বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ধোপানী তখনও নামিয়া আইসে নাই। ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন. "কৈ,—তোমার বুড়ী কৈ? বেশীক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে অন্য লোকে দেখিতে পাইবে, ঢলাঢলি হইবে, শীঘ্র ডাকো।"

ডাক্তারকে দাঁড় করাইয়া চতুরা কুট্টিনী বিবি রেঞ্জার্ শীঘ্র শীঘ্র বুড়ীকে ডাকিতে চলিয়াছে, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে এক যোড়া সুদৃঢ় হস্ত তাহাকে চাপিয়া ধরিল, মুখে কাপড় বাঁধিয়া, কোলে করিয়া তুলিয়া, সেই পূর্ব্বকথিত বেঞ্চের উপর বসাইয়া রাখিল। বাঘ যেমন ছোট ছেলে মুখে করিয়া দৌড়িয়া যায়, ভাড়া করা পালোয়ান সেইরূপে রেঞ্জারটিকে অক্লেশে শূন্যে শূন্যে তুলিয়া লইয়া গেল। একজন গুণ্ডা সেখানে বসিয়া তাহাকে চৌকী দিতে লাগিল।

তেতলার সিঁড়ি হইতে নামিয়া লবেদা-ঢাকা ধোপানী আসিতেছিল, আর এক জন পালোয়ান দ্রুত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া মুখে কাপড় বাঁধিয়া অন্য

দিকে লইয়া গেল । দুই আসামী মিলিল, পালোয়ানেরা সেই দুই জনকে লইয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া, দূরস্থিত চৌঘুড়ীতে বসাইল। ধোপানীটাকে বসাইয়া, শেষকালে রেপ্পাবুটাকে বসাইয়া দিয়াছিল, রেপ্পাবু দেখিল, গাড়ীর ভিতর আর এক জন ;—সে সময়ে মেঘের ভিতর হইতে চাঁদ বাহির হইয়াছিল, বুড়ীটাকে দেখিবামাত্র রেপ্পাবু চিনিতে পারিল, ধোপানী। দুজনেই তখন মুখবাঁধা রুমাল দুখানা খুলিয়া ফেলিল, আতঙ্কে সন্দেহে রেপ্পাবু জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটা ?"

বুড়ী উত্তর করিল, "বাগানের ভিতর পড়িয়া গিয়াছে।"

রেপ্পাবু কাঁপিতে লাগিল। চৌঘুড়ীর ঘোড়ারা টপাটপ্ শব্দে রাস্তা কাঁপাইয়া বায়ুবেগে লসেনির দিকে ছুটিয়া চলিল।

ফটকের ধারে বাগানের ভিতর ডাক্তারসাহেব আড়ষ্ট। রেপ্পাবু ফিরিল না, বুড়ীও আসিল না, দুর্ভাবনায় তাঁহার থরহরি কম্প। একটু পূর্ব্বে তিনি চক্ষের বাঁধন খুলিয়াছিলেন ; ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি চুরী করিয়া চোরেরা যেমন ছুটিয়া যায়, তিন জন লোক সেই রকমে এক জোড়া মেয়েমানুষ লইয়া গাড়ীতে তুলিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল, তাহা দেখিয়া ডাক্তারের সেই ভয় ও সেই কম্প আরও চতুর্গুণ বাড়িল ; পাছে অন্য দিক্ হইতে অন্য লোক আসিয়া তাঁহাকেও ধরিয়া ফেলে, পাছে তাঁহাকে পুলিসে দেয়, সেই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া রাস্তায় পড়িয়া ঘোড়ার মত ছুট দিলেন, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট !

পঞ্চবিংশ উল্লাস

নিশা-নাট্য—তৃতীয়াঙ্ক।

রাত্রি আড়াইটা।—লর্ড কর্জ্জন এবং কর্ণেল মাল্‌পাস সে সময় অশ্বারোহণে লসেনি নগরের পার্ব্বত্য ঢালু রাস্তায় উপস্থিত হইলেন; তথাকার একটা হোটেলে গিয়া বাসা লইলেন।

ইংরাজ অতিথি পাইলে সেখানকার হোটেলওয়ালারা বেশী আদর করে, বেশী টাকা পায়। অতিথিরা উপস্থিত হইবামাত্র হোটেলের একজন চাকর বাহির হইয়া আসিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের ঘোড়া দুটি আস্তাবলে রাখিয়া দিল, যত্নপূর্ব্বক অতিথিদ্বয়কে উপরে লইয়া গিয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষ দেখাইয়া দিল; কক্ষে চেয়ার-টেবিল ছিল, মোমবাতী জ্বলিতেছিল, মনোরম কক্ষ। একজন খানসামাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য চাকরকে অনুমতি দিয়া, লর্ড কর্জ্জন একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন, অপর দিকের চেয়ারে বসিল কর্ণেল মাল্‌পাস।

চাকর চলিয়া গেল, একজন খানসামা প্রবেশ করিল। লর্ড কর্জ্জন তাহাকে বলিলেন, "রাত্রে আমরা এই হোটেলেই বাস করিব, একটা শয়নকক্ষ স্থির করিয়া দাও, এখানে দুই বোতল শ্যাম্পেন্ আর ভোজনের সামগ্রী প্রস্তুত রাখ। আর দেখ, খানিক পরে একখানা চৌঘুড়ী আসিবে, তাহাতে দুটি স্ত্রীলোক থাকিবে, তাহাদের জন্যও একটি শয়ন-ঘর ঠিক করিয়া রাখিও। তাহারা দুটি ভগ্নী, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিছানা দিতে হইবে না, এক বিছানাতেই তাহারা দুজনে শয়ন করিবে। গাড়ী হইতে তাহারা নামিলেই তাহাদিগকে উপরে লইয়া আসিও।"

হুকুম পাইয়া, সেলাম দিয়া খানসামা বাহির হইয়া গেল। মাল্‌পাসের সহিত লর্ড কর্জ্জনের কথোপকথন আরম্ভ হইল। অগ্রে ঘড়ী দেখিয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "রাত্রি আড়াইটা, খুব শীঘ্র আসিয়াছি, ঘোড়া দুটি খুব দ্রুত-বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে। কুঞ্জনিকেতনের উদ্যানের সম্মুখ হইতে যখন আমরা রওনা হই, রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা, এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম আড়াইটার সময়;—তিন ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল পথ আসা গিয়াছে, অশ্ব দুটি অতি দ্রুতগামী।"

কর্ণেল।—ঘোড়ারা শীঘ্র আসিয়াছে, কিন্তু গাড়ীখানা আসিতে বিলম্ব হইবে; অন্ততঃ আর এক ঘণ্টার কমে পৌঁছিতে পারিবে না।

কর্জ্জন।—যতই বিলম্ব হউক, চারিটার মধ্যে আসিবেই আসিবে। যাহাই হউক, এখানে পৌঁছিয়া আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম, জিনেভায় বরং কতক কতক ভয় ছিল, এখানে সে ভয় নাই; লসেনিতে জিনেভার আইন চলে না। এখানকার আইন-কানুন স্বতন্ত্র, পুলিসের কড়াকড়িও তত নাই।

কর্ণেল।—কামিনী দুটি এখানে আসিয়া পৌঁছিলে খানসামার সাক্ষাতে আমরা তাহাদিগকে আমাদের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিব।

কর্জ্জন।—না,—সে পরিচয় দিতে হইবে না, প্রতারণা আবশ্যক হইবে না। গাড়ী হইতে তাহারা যখন নামিবে, গুণ্ডারাও অবশ্য সেই সঙ্গে নামিবে, দুটি যুবতী রমণীর ইজ্জৎ তাদৃশ বিকটাকার গুণ্ডাদের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া হোটেলের খানসামারা হয় তো আমাদিগকে ভদ্রলোক মনে করিবে না। মিথ্যাকথার দরকার কি? যাহারা বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তাহাদিগকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেওয়া এ ক্ষেত্রে মূর্খতামাত্র।

এই কথা বলিতে বলিতে লর্ড কর্জ্জন আপন পকেট হইতে একযোড়া পিস্তল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, মনে মনে কি যেন সন্দেহ করিয়া কর্ণেল মাল্‌পাস যেন কিছু শঙ্কিত-নয়নে সেই দিকে একবার চাহিল। লর্ড কর্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মাল্‌পাস্! তোমার স্ত্রীকে যদি ঐ রকম লোকের সঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক হইত, তাহা হইলে কি তুমি তোমার নিজের ইজ্জৎ-হানি মনে করিতে না?"

কর্ণেল।—আমার ইজ্জতের সঙ্গে আমার স্ত্রীর ইজ্জতের সংস্রব আমি রাখি না; স্ত্রীর মর্য্যাদার দিকে কখনই আমি দৃষ্টি রাখি না, রাখিতেও ইচ্ছা হয় না।

কর্জ্জন।—(বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া) হাঁ, সে কথা বটে! অপরের বিবাহিতা স্ত্রীর মান-ইজ্জতের দিকেই তোমার ষোল আনা দৃষ্টি! কেমন, তাই নয়?

কর্ণেল।—(টেবিলের উপরিস্থ পিস্তলের দিকে আর একবার চাহিয়া বিশুষ্ক-বদনে) কি তুমি বলিতেছ মাই লর্ড?—তোমার কথার ভাবার্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

কর্জ্জন।—(একটা পিস্তল তুলিয়া লইয়া কর্ণেলের ললাট লক্ষ্য করিয়া) কর্ণেল!—মাসাধিক কাল তোমাতে আমাতে এক অঞ্চলে যেন সখ্যভাবে

যোগে-জাগে কাটাইয়া আসিলাম, এখন ছাড়াছাড়ি হইবার সময় আগত; কল্য প্রাতেই হয় ত তোমার এমাকে লইয়া তুমি একদিকে চলিয়া যাইবে, জুলিয়াকে লইয়া আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব; শীঘ্র আর দেখা হইবে না,—একেবারেই হইবে কি না, তাহাই বা কে জানে?—এখন বল দেখি মহাবীর কর্ণেল;—আমার মুখের দিকে চাহিয়া—আমার হাতের দিকে চাহিয়া, বীরের মত পূর্ণ সাহসে বল দেখি, লেডী কর্জ্জনের সহিত তোমার কি প্রকার সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল?

কর্ণেল।—(ভয় পাইয়া) আমি—আমি—আমি—সে কথা—

কর্জ্জন।—(পিস্তলের ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সটান চাহিয়া) বল, বল, অমন করিয়া আমি আমি করিলে চলিবে না;—সত্য আমি তোমাকে গুলী মারিব না; সত্যকথা বলিলে তোমার কোন ভয় থাকিবে না;—বল, কোথায় কিরূপে তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করিয়াছিলে?—আগাগোড়া সব কথা আজ আমাকে খুলিয়া বল। ক্রমে একটা নিগূঢ় কথা যদি চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সে ভাবটা যদি আমি বুঝিতে পারি, তাহা হইলে যে আমি কি করিব, জানি না। যদি ভাল চাও, সব কথা স্পষ্ট স্পষ্ট স্বীকার কর।

কর্ণেল।—আমি—সে কথা—এমারসন—তোমার কাছে—

কর্জ্জন।—(ক্রুদ্ধ হইয়া) আবার বজ্জাতী?—আবার ন্যাকামী?—তোমার কথা—এমারসনের কথা—গেলের কথা,—জেলখানার কথা—সব আমি শুনিতে চাই। ভারী চালাক তুমি!—জিনেভার বাসায় একদিন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, লেডী স্যাক্‌ভিলী কি তোমার জেল-খালাসের টাকা দিয়াছিলেন? অস্বীকার করিয়া তুমি বলিয়াছিলে, না, তুমি নিজেই তাহা যোগাড় করিয়াছিলে। সেটাও যে ডাহা মিথ্যাকথা, তাহাও আমি তখনি বুঝিয়াছিলাম। সাবধান! এখন আর একটিও মিথ্যাকথা বলিও না;—সাফ্ সাফ্ সত্য বল, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব।

কর্ণেল।—(নিরুপায় হইয়া) বলি মী লর্ড!—বলি।—তোমার স্ত্রীর আদরিণী সহচরী জারট্রুড্, তাহার চাতুরী-কৌশলে লেডী লেক্‌মিয়ারের গুপ্ত বিলাস-মন্দিরে আমাদের প্রথম দেখা;—আমি আর এদিথা। সেই রকমে দেখা-শুনা চলে, সেই অবসরে মিসেস্ গেলের বাড়ীতে একরাত্রে এদিথার হাতে আমি খানকতক জাল বিল দিই, আরো প্রতারণা খেলিবার পরামর্শ করি, এমারসন্ সেই রাত্রে সেই বাড়ীতে গিয়াছিল, সে লোকটা লুকাইয়া

লুকাইয়া আমাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছিল। জানাজানির ভয়ে এদিথা কোন প্রকারে এমারসনের মুখ বন্ধ করেন,—এমারসনের সঙ্গেও এদিথার সংঘটন হয়, আমি তখন—

কর্জ্জন।—বস্—বস্!—সে কথাগুলা ঐ পর্য্যন্তই যথেষ্ট। এখন সেই জেল-খালাসী টাকার কথাটা আমি শুনিতে চাই,—পাঁচ হাজার গিনী কে দিয়াছিল?

কর্ণেল।—(অসঙ্কোচে) এদিথার লুকাচুরী-কাণ্ড কথাগুলা আমি প্রকাশ করিয়া দিব, সেইরূপ ভয় দেখাইয়া জেলখানা হইতে এমারসনের নামে আমি এক পত্র লিখি, এমারসন্ সেই পত্রের কথা এদিথাকে জানায়, এদিথা ভয় পাইয়া সেই পাঁচ হাজার গিনী আমার কাছে পাঠাইয়া আমাকে খালাস করিয়াছিল।

কর্জ্জন।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) এই ঠিক!—বুঝিলাম, তুমি সত্যকথা কহিতেছ। এদিথাকে ডাইভোর্স করিবার সুবিধা আমি পাইলাম। শুনিয়াছি, আমাকে ডাইভোর্স করিবার জন্য এদিথাও মোকদ্দমা তুলিবে; ছলনা করিয়া তদ্বিষয়ে সে একটা হেতু সৃষ্টি করিয়াছে;—যদিও মিথ্যা হেতু, তথাপি মোকদ্দমা করিবে। তাহার মোকদ্দমা দায়ের হইবার পূর্ব্বে আমি আগে ফরিয়াদী হইবার ইচ্ছা করি। সে মোকদ্দমায় এদিথা একাকিনী বিপদে পড়িবে না, আরও অনেক লোককে জড়াইবে,—আমিই জড়াইব। তোমার ভয় নাই, তোমাকে আমি ক্ষমা করিতে পারিব। (পিস্তল নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া) দেখ মাল্‌পাস্! আর একটা শেষ কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

কর্ণেল।—(অলক্ষিতে একটু কাঁপিয়া) সব কথা আমি বলিলাম, নূতন আবার কি কথা?

কর্জ্জন।—কথা এই যে, লেডী স্যাকৃভিলী তো তোমার উপর বেজায় চটা ছিলেন, তোমার উপর তাঁহার বিষদৃষ্টি ছিল, তবে তুমি আবার কি কৌশলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলে?

কর্ণেল।—জেল হইতে খালাস হইয়া, অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়া, লেডীর কাছে আমি একখানা মিনতিপূর্ণ খোসামোদপূর্ণ দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলাম, পূর্ব্ব-অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান, কারল্টন্ হাউসে গিয়া তাঁহার সঙ্গে আমি দেখা করি, বিস্তর দুঃখ জানাইয়া ক্ষমা পাই, বখাস করিয়া তিনি আমাকে জিনেভায় গুপ্তকার্য্যে প্রেরণ করেন।

কর্জ্জন।—(ঈর্ষা জাগাইয়া) তুমি যখন দেখা করিয়াছিলে, তখন কি তিনি তোমাকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন?—তোমার মুখপানে চাহিয়া তিনি কি তখন হাসিয়াছিলেন?

কর্ণেল।—(মুখের ভাবে কর্জ্জনের ঈর্ষাভাব বুঝিতে পারিয়া, টেবিল হইতে পিস্তল যোড়াটা তুলিয়া লইয়া) এইবার লর্ড কর্জ্জন,—এইবার আমি তোমাকে কায়দায় পাইয়াছি :—যাহা আমি এখন জিজ্ঞাসা করিব, সে প্রশ্নের ঠিক উত্তর যদি তুমি না দাও, এখনি আমি তোমাকে গুলী করিব। আমি মোরিয়া লোক, প্রাণের ভয় রাখি না, কেনই বা প্রাণের ভয় রাখিব; এ প্রাণে আর আমার আছে কি? এ প্রাণ রাখিয়াই বা দরকার কি?—তোমাকে মারিতে আমি ভয় পাইব না। তুমি বল দেখি, ভিনিসিয়ার সঙ্গে তোমার ভালবাসার কারবারটা কি রকম?

কর্জ্জন।—(কিঞ্চিৎ ভয় পাইয়া) কি হে কর্ণেল মাল্‌পাস! অকস্মাৎ তোমার যে ভারী সাহস দেখিতেছি!—অকস্মাৎ বীরমূর্ত্তি ধরিয়াছ, ব্যাপার কি?—ও পিস্তলে গুলী-বারুদ নাই।

কর্ণেল।—(গুলী-বারুদপূর্ণ আছে জানিয়া) নাই, নাই, তাই বা কি?—তোমার মুখের কাছে, ফাঁকা আওয়াজ করিয়া আমি খেলা করিব।

কর্জ্জন।—ঠাট্টা রাখো, তামাসা রাখো, পিস্তল যোড়াটা রাখিয়া দাও, যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর শ্রবণ কর। ভিনিসিয়া আমার উপপত্নী।

কর্ণেল।—যথেষ্ট—যথেষ্ট!—যাহা জানিতে আমার বাকী ছিল, তাহা জানিয়া লইলাম, আর তোমাতে আমাতে শত্রুভাব থাকিবে না।

মাল্‌পাসের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র পার্ব্বতীয় ঢালু রাস্তায় অশ্বপদধ্বনির সহিত শকটচক্রের ঘর্ ঘর্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। উভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাস্তার দিকে দুইটা গবাক্ষে মুখ বাড়াইলেন। চৌঘুড়ী আসিয়া হোটেলের কটকের সম্মুখে দাঁড়াইল, নবেদা-ঢাকা দুটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী গাড়ী হইতে নামিল, তিন জন গুণ্ডার সহিত তাহারা হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিল। গবাক্ষের নিকট হইতে সরিয়া কর্জ্জন এবং মাল্‌পাস আপনাদের চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। রমণীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিন জন গুণ্ডা। গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রথমা রমণী মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল, চীৎকার করিয়া বলিল, "ভয়ঙ্কর ভুল! ভয়ঙ্কর ভুল!"

তখনি তখনি দ্বিতীয়া রমণীও অবগুণ্ঠন খুলিল, লর্ড কর্জ্জন দেখিলেন,

দুইখানা বিকট মুখ, দুই জনেই বুড়ী। বিস্মিত-কণ্ঠে তিনিও বলিলেন, "ভুল বটে, ভুল বটে!"

গুণ্ডা সর্দ্দার কোবণ্ট অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভুলের জন্য কি আমরা দায়ী? আমাদের উপর যেমন হুকুম ছিল, তাহাই আমরা তামিল করিয়াছি।"

রমণীদের অবগুণ্ঠন-মোচনে প্রকাশ পাইল, মিসেস্ রেঙ্গার্ আর হবার্ড ধোপানী।

মিসেস্ রেঙ্গার্ ইতিপূর্ব্বে লর্ড কর্জ্জনকে দেখিয়াছিল, আলাপ-পরিচয় হয় নাই;—চিনিতে পারিয়া সে তখন একটু উগ্রস্বরে বলিল, "মাই লর্ড! যেখান থেকে এনেছে, সেইখানে যদি এরা এই মুহূর্ত্তে আমাদের পৌঁছে না দেয়, তা হ'লে তোমাকে, তোমার এই সঙ্গী লোকটাকে. আর ঐ তিনটা গুণ্ডাকে আমরা ছাড়বো না, এই রাত্রেই পুলিসে গিয়ে নালিশ করবো।"

হতাশে বিরক্ত হইয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "যাও—যাও, এই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাও"—রেঙ্গার্কে এই কথা বলিয়া, কোবণ্টের হস্তে গোটাকতক গিনী দিয়া, তিনি হুকুম দিলেন, "যাও, এই দুই স্ত্রীলোককে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া, যেখানকার লোক, সেইখানে পৌঁছাইয়া দাও।"

গুণ্ডারা সেলাম করিয়া, রমণীদ্বয়কে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

চৌঘুড়ী চলিয়া যাইবার পর প্রায় আধ ঘণ্টাকাল লর্ড কর্জ্জন এবং কর্ণেল মাল্‌পাস্ হোটেলের সেই ঘরেই বসিয়া রহিলেন; উভয়েই নিস্তব্ধ, উভয়েই চিন্তামগ্ন। অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া মাল্‌পাস জিজ্ঞাসা করিল, "এখনকার কি কর্ত্তব্য মী লর্ড?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উদাসীনভাবে লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "আমি আর ও সকল কাজের মধ্যে থাকিব না, সে সম্বন্ধে কোন কথাও কহিব না।"

কর্ণেলের প্রশ্নের ঐ উত্তর দিয়াই তিনি চঞ্চল-হস্তে ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। একজন খান্‌সামা আসিয়া হাজির হইল। খান্‌সামাকে তিনি বলিলেন,—"কোন্ ঘরে আমার শয়নের স্থান করিয়াছ, দেখাইয়া দাও।"

বাতী লইয়া খান্‌সামা অগ্রে অগ্রে চলিল, কর্ণেলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই লর্ড কর্জ্জন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করিলেন। খানিকক্ষণ একাকী বসিয়া থাকিয়া কর্ণেল মাল্‌পাসও নির্দ্দিষ্ট শয়নাগারে গিয়া শয়ন করিল।

পরদিন বেলা প্রায় ১১টার সময় কর্ণেল মাল্‌পাসের নিদ্রাভঙ্গ। জাগিয়া

উঠিয়া সে একজন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "যিনি আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি কোথায় ?"

চাকর উত্তর করিল, "শেষ রাত্রে উঠিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন।"

মাল্‌পাস বুঝিয়া লইল, লর্ড কর্জ্জন ইংলণ্ডেই চলিয়া গিয়াছেন। মনে মনে বলিল, 'আচ্ছা, আমি অগ্রে গিয়া তাহার মতলবটা ফাঁসাইয়া দিব। লেডী স্থাক্‌ভিলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্জ্জন নিজের সাউথুড়ী জানাইবে, যত কিছু দোষ, আমার ঘাড়েই চাপাইবে; আমি তাহাকে নিশ্চয়ই পরাভব করিব।'—এইরূপ স্থির করিয়া সে একজন খান্‌সামাকে ডাকিয়া বলিল, "শীঘ্র একখানা ডাকগাড়ী আনাইয়া দাও,—চৌঘুড়ী ডাকগাড়ী।"

অবিলম্বেই ডাকগাড়ী আসিল, শীঘ্র শীঘ্র সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কর্ণেল মাল্‌পাস ইংলণ্ডে যাত্রা করিল।

ষড়বিংশ উল্লাস

নিশা-নাট্য—চতুর্থাঙ্ক।

ডাক্তার মারাভিলিকে লইয়া মিসেস্ রেঞ্জার্ কুঞ্জনিকেতন হইতে বাহির হইবার পর এমা আর জুলিয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নব-প্রসূতি আগাথার শয়নকক্ষেই বসিয়া ছিল, আগাথা নিদ্রাভিভূতা। এমা ও জুলিয়ার মনে মহা উদ্বেগ; রাত্রি প্রায় তিনটা বাজে, মিসেস্ রেঞ্জার্ ফিরিয়া আসিতেছে না, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছে, কি জন্য এত বিলম্ব?—পাছে আগাথার নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় তাহারা একটিও কথা কহিতেছে না। রাত্রি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তাহাদেরও উদ্বেগ বাড়িতেছে। আর অধিকক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া, ভগ্নীর শয্যার নিকট হইতে একটু তফাতে সরিয়া গিয়া, দুইখানি চেয়ারে বসিয়া, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাহারা দুই ভগ্নীতে চুপি চুপি কথা কহিতে আরম্ভ করিল। জুলিয়া বলিল, "কি হইয়া গেল? এখনো ফিরিতেছে না কেন? না জানি কি বিপদ্ ঘটিয়াছে কিংবা কেহ হয় ত তাহাকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে!"—কোন প্রকার সন্দেহের হেতু উপস্থিত হইলে লোকের মনে—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মনে হাজার প্রকার

অমঙ্গলের আশঙ্কা উপস্থিত হয়, জুলিয়ার মনেও সেই প্রকার সহস্র সহস্র দুশ্চিন্তার তরঙ্গ খেলিতে লাগিল।

এমা বলিল, "রোসো—বোসো, আমি একবার মিসেস্ হবার্ডের ঘরটা দেখিয়া আসি, হবার্ড হয় ত কোন বিশেষ খবর রাখে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বিলম্বের কারণটা জানা যাইতে পারিবে।"

এমা বাহির হইল,—খোপানীর ঘরে গেল,—খোপানীকে দেখিতে পাইল না ;—বিছানা দিব্য পরিষ্কার রহিয়াছে, সে বিছানায় এ রাত্রে কেহ শয়ন করিয়াছিল, এমন কোন লক্ষণ বুঝিল না ; তাহার মনে নূতন ভয়ের আবির্ভাব হইল ;—হবার্ড তবে গেল কোথা ?—মিসেস্ রেঞ্জাব্ হয় ত তাহাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকিবে।

ভাবিতে ভাবিতে এমা আবার আগাথার গৃহে প্রবেশ করিল, আতঙ্কিত-কণ্ঠে জুলিয়াকে বলিল, "হবার্ড নাই !—কোথায় গিয়াছে, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় রহিয়াছে, কিছুই ত বুঝিতে পারা গেল না।"

জুলিয়ার আতঙ্ক—জুলিয়ার দুশ্চিন্তা আরও বহুগুণে বাড়িয়া উঠিল, ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীরে কম্প আসিল ;—জড়িত-কম্পিত-কণ্ঠে ভগিনীর চেয়ারের কাছে চেয়ার সরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল, "কি বিপত্তি !—নিশ্চয়ই কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে !—মিস্ রেঞ্জাব্ আসিল না, হবার্ডও ঘরে নাই, এ বিপত্তির মানে কি ? ডাক্তারের বাড়ী বেশী দূর নয়, তথা হইতে ফিরিয়া আসা বড় জোর আধ ঘণ্টার কাজ, তিন ঘণ্টার মধ্যেও ফিরিল না, ইহার ভিতর অবশ্যই কোন নিগূঢ় রহস্য আছে। দুর্য্যোগ রজনী, এখনও ঝড় হইতেছে, ; ভয়ানক অন্ধকার, হয় তো তাহাকে ডাকাতে ধরিয়াছে, হয় তো ভূতে ধরিয়াছে, কিংবা হয় তো পুলিসে ধরিয়াছে ! ডাক্তার আছে, রেঞ্জাব্ আছে, হবার্ডও হয় তো তাহাদের সঙ্গে আছে। অধিকন্তু একটা মরা ছেলে লইয়া যাইতেছে ; ভূতে ধরা কিংবা পুলিসে ধরা দুই-ই সম্ভব। এখন করা যায় কি ?—কি উপায়ে সন্ধান পাওয়া যায় ?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া চঞ্চলস্বরে এমা বলিল, "আমি একবার বাগানে যাই, বাগানটা খুঁজিয়া আসি, বাগান হইতে যদি বাহির হইয়া গিয়া থাকে, কটক অবশ্য খোলা থাকিবে, না হয় তো বাহিরদিকে চাবী বন্ধ থাকিবে। ভিতরদিকে যদি চাবী বন্ধ থাকে, তবে তো বাগানের মধ্যেই কোন না কোন স্থানে দেখিতে পাইব। আমি যাই, তুমি সতর্ক হইয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকো ; কোন ভয় নাই, শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিব।"

ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ভগ্নীর হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক ত্রস্তস্বরে জুলিয়া বলিল, "না—না—না,—আমাকে একাকিনী ফেলিয়া তুমি যাইতে পাইবে না, তুমি যাইও না;—আমি একাকিনী থাকিতে পারিব না। আগাথা ঘুমাই-তেছে, হঠাৎ যদি জাগিয়া উঠে, তুমি কোথায়, রেগ্নার্ কোথায়, এ কথা যদি জিজ্ঞাসা করে, তখন আমি তাহাকে কি বলিব?—ভয়ের উপর ভয় বাড়িবে, আমার ভয়ের সঙ্গে আগাথার ভয় একত্র হইবে, প্রবোধ দিবার লোক থাকিবে না;—তুমি যাইও না।"

এমা বলিল, "কোন ভয় নাই;—মরাছেলে প্রসব করিয়া আগাথা মনের কষ্টে ও দৈহিক কষ্টে অঘোরে ঘুমাইতেছে, শীঘ্র তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না। শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিব।"

জুলিয়ার নিবারণে চিন্তাকুলা এমা প্রবোধ মানিল না; জুলিয়ার হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া, গৃহ হইতে বাহির হইয়া, সে একবার নিজের ঘরে প্রবেশ করিল, তথা হইতে লবেদায় অঙ্গ ঢাকিয়া, স্থূল অবগুণ্ঠন মুখে দিয়া আবার আগাথার ঘরে ফিরিয়া আসিল, বার বার জুলিয়াকে অভয় দিয়া, সাবধান করিয়া চঞ্চলপদে বাহির হইয়া গেল।

বারাণ্ডা অন্ধকার। যে বারাণ্ডায় সারা রাত আলো জ্বলে, সেই বারাণ্ডা আজ অন্ধকার। মরা ছেলেটি লইয়া যাইবার জন্য মিসেস্ রেগ্নার্ যখন ধোপা-নীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আইসে, সেই সময় বারাণ্ডার লণ্ঠনের আলোটা নিবাইয়া দিয়াছিল; সেই অন্ধকার বারাণ্ডা পার হইয়া অবগুণ্ঠনধারিণী এমা নিঃশব্দপদসঞ্চারে ধীরে ধীরে গমন করিয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। জুলিয়া এ দিকে চিন্তাতঙ্কে জড়ীভূতা হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল।

সপ্তবিংশ উল্লাস

নিশা-নাট্য—পঞ্চমাঙ্ক।

কৃষ্ণবাসাবৃতা অবগুণ্ঠনবতী এমা উদ্যানে উপস্থিত হইল। নিবিড় অন্ধকার; আকাশে কিংবা ধরাতলে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, গগনাঙ্গনে একটি নক্ষত্র নাই। চারিদিক্ নিস্তব্ধ,—ঘন ঘন বায়ুগর্জ্জন, লিমান হ্রদের তরঙ্গধ্বনি এবং বৃক্ষের শাখা-পল্লবের সঞ্চালন-শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ শ্রবণপথে প্রবেশ করে না, ভয়ানক দুর্য্যোগ।

অগ্রে উদ্যানের মধ্যে অন্বেষণ করাই এমা আবশ্যক বিবেচনা করিল, উদ্যানের ভিন্ন ভিন্ন কুঞ্জপথে মৃদুগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল;—সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই ভয়,—সেই দিকেই ভীষণ ভীষণ বিকট মূর্ত্তি যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পায়,—বৃক্ষগুলা যেন দীর্ঘ দীর্ঘ বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিতে আসিতেছে, কল্পনা-চক্ষে সে যেন তাহাই দেখে;—গাছগুলা যেন ভূত,—সেই সকল ভূত যেন চতুর্দ্দিকে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কল্পনার চক্ষে এইরূপ অনুভব হয়। আতঙ্কে আতঙ্কে ঘন ঘন কম্প;—রসনা নীরস,—কণ্ঠ বিশুষ্ক, বাক্‌শক্তি তিরোহিত!

বেড়াইতে বেড়াইতে এমা দেখিতে পাইল, সম্মুখে একটি ক্ষুদ্রাবয়ব শ্বেতবর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কম্পিতা হইয়া সে মনে করিল, সাদা ভূত! পরক্ষণেই তাহার মনে আসিল, উদ্যানের শোভার নিমিত্ত যে সকল শ্বেতপাথরের পুত্তলিকা সংস্থাপিত আছে, যেটাকে সাদা ভূত মনে করিতেছিল, সেটা সেই রকমের একটা পাষাণ-পুত্তলী।—তখন তাহার মনে একটু সাহস হইল।

ধীরে ধীরে এমা বেড়াইতেছে,—পুষ্পকুঞ্জের গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—হঠাৎ এক স্থানে কি একটা পদার্থ তাহার পায়ে ঠেকিল;—চমকিয়া একটু পশ্চাতে হটিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল;—আবার কি ভাবিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া একটু হেঁট হইয়া সেই পদার্থটা দেখিল.—কি পদার্থ, ঠিক বুঝিতে পারিল না;—সাহসে ভর করিয়া সেই বস্তুর নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিল,—হস্তস্পর্শে অনুমানে বুঝিল, পশমী কাপড়;—সেই কাপড়ের ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশিত করিয়া সঘনে শিহরিয়া উঠিল;—পদার্থটা বস্ত্রমণ্ডিত

শব-শিশু ;—তাহার মুখে যেন হাত ঠেকিয়াছিল বরফের মত ঠাণ্ডা !—তখন সে মনে করিল, সেইটি তাহার ভগ্নীর গর্ভ-নির্গত মরা ছেলে !—ডাক্তার কিংবা রেগ্নার্ হয় তো কোন রকম ভয় পাইয়া সেই মরা ছেলে সেইখানে ফেলিয়া গিয়াছে।

এমার তখন আর এক প্রকার ভয় আসিল। সে ভাবিল, কি হয় ? এ ছেলে এখানে পড়িয়া থাকিলে প্রভাতে বাগানের মালীরা দেখিতে পাইবে, অন্য লোকেও দেখিবে, ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কার বাজিয়া উঠিবে !—কি হয় ?—একবার ভাবিল, বাগানের ভিতর একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিবে ;—আবার ভাবিল, টাট্‌কা মাটী খোঁড়া ; মাটী চাপা দেখিতে পাইয়া সন্দেহক্রমে মালীরা আবার সেই জায়গা খুঁড়িয়া ঐ মরা ছেলে বাহির করিবে, তাহাতেও ভয়ানক কেলেঙ্কার !—সে কল্পনা ত্যাগ করিয়া, এমা শেষকালে স্থির করিল, হ্রদের জলে ফেলিয়া দেওয়াই উত্তম পরামর্শ।—এই স্থির করিয়াই ফ্লানেল-জড়ানো ছেলেটি বগলে করিয়া লইল ;—আবার খানিকক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিল ;—ডাক্তারকে, রেগ্নারকে অথবা ধোপানীকে কোথাও দেখিতে পাইল না ; কোন লোকের একটা অস্ফুট-বাক্যও তাহার শ্রবণ-গোচর হইল না। পরিশেষে ছেলেটা বগলে করিয়া প্রাচীর-গাত্রলগ্ন সেই বেঞ্চের উপর উঠিল, তথা হইতে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই মরা গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়াইল, লম্ফ দিয়া নীচে নামিল ; যত মৃদুগতিতে এতক্ষণ বাগানের ভিতর বেড়াইতেছিল, তত মৃদুগতি আর রহিল না, দ্রুতগতিতে সেই অন্ধকারে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে হ্রদের দিকে চলিল। হ্রদ সেখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল দূর ; অল্পক্ষণের মধ্যে এমা সেই হ্রদতীরে উপস্থিত হইল।

ঝড়ের বেগ তখন একটু কমিয়াছিল, আকাশেও এক একবার একটু একটু পাণ্ডু-চন্দ্র দেখা যাইতেছিল, হ্রদের অগাধ জলরাশি অনেকটা প্রশান্ত, তরঙ্গের ততটা উৎক্ষেপ-প্রক্ষেপ ছিল না ; তীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এমার মুখের ঘোম্‌টা একটু খুলিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল, মানব-সঞ্চার জানিতে পারিল না ; কাহারও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইল না। সে তখন হ্রদতীরে বসিল, নিকটে একখানা বড়গোছের পাথর পড়িয়া ছিল, বগল হইতে ছেলেটা বাহির করিয়া, জড়ানো কাপড় দিয়া সেই পাথরের সঙ্গে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিল,—পাথরখানা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সজোরে হ্রদের জলে নিক্ষেপ করিল, ঝুপ্ করিয়া শব্দ হইল ; পাথরখানা যেখানে পড়িল, সেই স্থানের জলটা অল্প অল্প তরঙ্গিত হইয়া খানিক দূর

পর্য্যন্ত মণ্ডলাকারে ঘুরিল ; পাথর-বাঁধা মরা ছেলেটা লিমান্ হ্রদের অতলতলে ডুবিয়া গেল। এমা তখন এক রকম নিশ্চিন্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ইহার পর কি হইল?—এমা তখন ভাবিল, কি কাজ করিতে আসিয়া কি কাজ করিতেছি? যাহাদিগকে খুঁজিতে আসিলাম, তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না, বাগানেও নাই, এ দিকেও নাই, হয় তো তবে এ অঞ্চলেও নাই। তবে তারা কোথায় গেল? হয় তো সেই ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়াছে; সেই-খানে একবার সন্ধান লওয়া উচিত।

ডাক্তার মারাভিলীর বাড়ীর ঠিকানাটা এমার জানা ছিল, সেই গলীতেই যাইবে স্থির করিয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অদূরে জনকতক লোকের কলরব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, দ্রুতগামী জনকতক লোকের পদশব্দও শুনিতে পাইল, থতমত খাইয়া সেইখানে দাঁড়াইল।

যাহারা আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন সদম্ভে উচ্চচীৎকার করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "ধরেছি, ধরেছি!—পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো!"

পুলিসের লোক।—যে লোকটি ঐরূপে চীৎকার করিল, সে লোকটি নিকটবর্ত্তী থানার সার্জ্জন। স্বদলের নিকটবর্ত্তী হইয়া এমাকে তাহারা দেখিতে পাইল। একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ।" সার্জ্জন বলিলেন, "হলোই বা,—ইহার সঙ্গে যদি তাহাদের যোগ থাকে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানা দরকার।" প্রহরীকে এই কথা বলিয়া, এমার সম্মুখে গিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?—এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?—এত রাত্রে একাকিনী এখানে কি করিতে আসিয়াছ?"

সাহসে ভর করিয়া এমা উত্তর করিল, "আমার এই রকম খেয়াল। মাঝে মাঝে আমি রাত্রিযোগে এই রকমে এই দিকে বেড়াইতে আসি।"

সার্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক মিনিট পূর্ব্বে এই হ্রদের জলে ঝুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইয়াছে, জলে খানিকক্ষণ ঢেউ খেলিয়াছে, জলের মাঝখানে কি পড়িয়াছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াছ? যে জিনিসটা পড়িয়াছে, সেটা কি?"

"সেটা—সেটা—"—উপস্থিতবুদ্ধিপ্রভাবে এমা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "সেটা একখানা পাথর—সেই পাথরখানায় হোঁচট খাইয়া আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, সেই জন্য সেইখানা তুলিয়া লইয়া আমি ঘুরাইয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছি।"

একজন বুদ্ধিমান্ প্রহরী বলিল, "ঐ কথাটাই ঠিক হইতে পারে। দেখি-তেছি, এই স্ত্রীলোকটি একজন লেডী, লেডীরা মিথ্যাকথা বলেন না।"

সার্জ্জন বলিলেন, "লেডী—পরিচ্ছদে আর ভাবভঙ্গীতে বোধ হইতেছে যেন, লেডী ; কিন্তু সত্য সত্য যাহারা ভদ্রকুলের লেডী, সত্য যাহারা মর্য্যাদাশালিনী লেডী, এত রাত্রে এই দুর্য্যোগে কদাচ তাহারা একাকিনী এই বিজন পল্লীতে আইসে না,—আসিতে সাহস করে না। আমার সন্দেহ হইতেছে, ইহাকে থানায় লইয়া যাইতে হইবে, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির করিতে হইবে।"

এমার তখন ভয় হইল, ভয়ে তাহার অঙ্গ কাঁপিল না, কিন্তু কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি! আমাকে মেজেষ্টারের কাছে লইয়া যাইবে?"

সার্জ্জন বলিলেন,—"কাজে কাজে। আমাদের উপর হুকুম আছে, অধিক রাত্রে যে কোন লোকের উপর আমাদের সন্দেহ পড়িবে, পথের মাঝখানে জঙ্গলের ধারে যাহাকে আমরা দেখিতে পাইব, তাহাকেই থানায় লইয়া যাইতে হইবে। তোমার নাম কি? তুমি থাকো কোথায়?"

এমা বলিল, "তোমার কাছে সে পরিচয় আমি দিব না। আমাকে থানায় লইয়া যাইতে চাহিতেছ, লইয়া চল, আমি ভয় করি না।"

জিনেভার পুলিসের বন্দোবস্ত খুব ভাল। রাত্রিকালে কোন প্রকার ফৌজদারী অপরাধের সূত্র জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তদন্ত লইতে হইবে, সেই জন্য প্রতিরাত্রে পর্য্যায়ক্রমে একজন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নিকটস্থ থানায় আসেন, এলাকামধ্যে তাদৃশ কোন ঘটনা হইলে তিনি তদ্বিষয়ের তদন্ত করেন, সন্ধ্যাকাল হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকেন।

অবগুণ্ঠনবতী রমণীর গর্ব্বিত উত্তর শ্রবণ করিয়া সার্জ্জন সাহেব সমভিব্যাহারী প্রহরিগণকে হুকুম দিলেন, "ইহাকে লইয়া চল।"

সার্জ্জনের সঙ্গে ছয় জন প্রহরী ছিল, হুকুম পাইবামাত্র এমাকে বেষ্টন করিয়া তাহারা থানায় লইয়া চলিল। অগ্রে অগ্রে সার্জ্জন সাহেব।

থানা অধিক দূর ছিল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা থানাবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। যে কামরায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বসিয়া ছিলেন, অবগুণ্ঠনবতীকে সঙ্গে লইয়া সার্জ্জন সাহেব সেই কামরায় প্রবেশ করিলেন। হাকিম লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মুখে ঘোমটা রাখিতে নাই, ভদ্রতাশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী এমা তাহা জানিত, ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই সে ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল। যুবতী সুন্দরীর সুন্দর মুখখানা দেখিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চমকিতস্বরে সার্জ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার নামে কি অভিযোগ?"

সার্জ্জন বলিতে লাগিলেন, "অধিক রাত্রে লিমান হ্রদের কূলে কতকগুলা বদমাস লোক দলবদ্ধ হইয়া হ্রদের জল হইতে মরা মানুষ তুলিয়া লয়, মধ্যে

মধ্যে আমরা সংবাদ পাই, নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সতর্কভাবে আমরা ঘাঁটী দিয়া থাকি, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসি। আজ আমরা বেশী রাত্রে সেইখানে গিয়াছিলাম; জঙ্গলের মধ্যেই লুকাইয়া ছিলাম, হঠাৎ হ্রদের জলে—"

ক্রুদ্ধ হইয়া অধীরকণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া উঠিলেন, "ভূমিকা রাখিয়া দাও, আড়ম্বর ছাড়ো, এ রমণী কি অপরাধ করিয়াছে, তাহাই বল ?"

সার্জ্জন বলিলেন, এই স্ত্রীলোক হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া ছিল, সন্দেহক্রমে নিকটে গিয়া আমি ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি, পরিচয় দিল না, নাম-ঠিকানা বলিল না, সেই জন্যই লইয়া আসিয়াছি।"

রমণীকে সম্বোধন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি এত রাত্রে ঐ হ্রদের তীরে গিয়াছিলে ?"

রমণী বলিল, "সার্জ্জনকে তো বলিয়াছি, ঐ আমার খেয়াল, মাঝে মাঝে ঐ রকমে বেশী রাত্রে আমি ঐ হ্রদের কূলে বেড়াইতে যাই।"

পোষকতা করিয়া সার্জ্জন বলিলেন, "ঐ কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু নাম-ঠিকানা বলে নাই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট পুনর্ব্বার রমণীকে বলিলেন, "পুলিসের লোকেরা আইনানুসারে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে, গভীর রাত্রে নির্জ্জন প্রদেশে কোন লোককে দেখিতে পাইলে, সন্তোষকর পরিচয় না পাইলে, ধরিয়া আনিয়া থাকে। হাঁ, তোমার নাম কি ?—তুমি কোথায় থাকো ?"

ম্যাজিষ্ট্রেটের ভদ্রতা দেখিয়া এমার সাহস হইল, সে তখন অসঙ্কোচে উত্তর করিল, "আমার নাম এমা ওয়েন, ইংলণ্ডের প্রিন্সের অব্ ওয়েল্‌স্ ঐ অদূরস্থ কুঞ্জ-ভবনে অবস্থান করেন, তাঁহার সহচরীগণের মধ্যে আমি একজন সহচরী।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে বটে, তথাপি অসংশয়ে তোমাকে চিনিতে পারে, এমন কোন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। এ নগরে কি তোমার কোন পরিচিত লোক আছে ?"

এমা বলিল, "অনেক আছে, তাহাদের মধ্যে একজন ভাল ভাল বস্ত্র বিক্রয় করে, আমাদের পোষাক যোগায়, নগরে তাহার দোকান আছে, তাহাকে আনাইতে পারিলে সে আমাকে চিনিবে।"—এই বলিয়া এমা সেই দোকানদারের নাম ও ঠিকানা বলিয়া দিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে দুই জন প্রহরী সেই রাত্রে সেই দোকানে গিয়া, দোকানদারকে জাগাইয়া, সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

দোকানদার আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে ঠিক ঠিক কথা বলিল, এমা যাহা বলিয়াছিল, সেই কথার সঙ্গে মিলিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তখন বেকসুর এমাকে মুক্তিদান করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করিয়া, মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া, সেই দোকানদারের সঙ্গে এমা থানা হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, ডাক্তার মায়াভিলীর বাড়ীতে গিয়া মিসেস্ রেঞ্জারের অনুসন্ধান করিবার জন্য এমার যে সঙ্কল্প হইয়াছিল, সে সঙ্কল্প অপূর্ণ রহিয়া গেল; দোকানদারের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে কতক ভয়ে, কতক বিস্ময়ে, কতক দুর্ভাবনায় এমা সেই কুঞ্জ-নিকেতনের উদ্যানের ফটকের কাছে আসিল, দোকানদার বিদায় হইয়া গেল।

ঊষাকাল;—ঘোর ঘোর অন্ধকার আছে, তাহার উপর চতুর্দ্দিক্ কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন; সে সময়ে বাড়ীর ভিতর হইতে কেহই বাহির হইবে না, বাগানের ফটকেও ভিতরদিকে চাবী বন্ধ, কি করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, এমার তখন সেই ভাবনা উপস্থিত হইল। প্রাচীরের বাহিরে ধারে ধারে অন্ধকারে অন্ধকারে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গাছের গুঁড়ির উপর দিয়া, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবার পন্থা আছে, সেটাও এক একবার মনে করিতেছে, সেই সময় একটা সুবিধা হইল, প্রাচীরের প্রান্তভাগে ছোট একটা দরজা, মালীরা সেই দরজা দিয়া ভোরবেলা আবর্জ্জনা বাহির করে; একজন মালী সেই সময় সেই দরজাটা খুলিয়া রাবিসপূর্ণ একখান ক্ষুদ্র হাতগাড়ী বাহির করিয়া আনিতেছিল, গাড়ী লইয়া মালী খানিকদূর অগ্রসর হইয়া গেলে, এমা চুপি চুপি সেই দরজা দিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার গুপ্ত-দ্বারের চাবী তাহার সঙ্গেই ছিল, চাবী খুলিয়া সে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। তখন যদি বাড়ীর কোন লোক তাহাকে দেখিতে পায়, ভোরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিবে, সেই ভরসা।

গুপ্ত-সিঁড়ি দিয়া এমা নিঃশব্দে উপরে গিয়া উঠিল, কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

নব-প্রসূত আগাথার ঘরে জুলিয়া প্রায় তিন ঘণ্টাকাল চুপ করিয়া বসিয়া ভয়ে ভয়ে কতই ভাবিতেছিল, কতই দুর্ভাবনা তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে আকুল

করিতেছিল, জুলিয়াই তাহা জানিতেছিল। রেপ্পার্ গেল, ধোপানী গেল, তাহাদিগকে খুঁজিতে গিয়া এমাও রাত্রি কাটাইল, ভয়াকুলা জুলিয়া সেই চিন্তাতেই বিহ্বলা। আগাথা অচেতনে ঘুমাইতেছিল, মধ্যে একবার জাগিয়াছিল, গৃহমধ্যে জুলিয়াকে দেখিতে পাইয়া তাহার একটু ভরসা আসিয়াছিল, মিসেস্ রেপ্পার্ কোথায়, সে কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। ঘুমের ঘোর ছিল, আবার তখন তখনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

এমা প্রবেশ করিল। অস্ফুট চীৎকার করিয়া জুলিয়া তাহার গায়ের উপর ঝাপাইয়া পড়িল, চক্ষের জলে ভাসিয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদিগকে দেখিতে পাইল কি না, ব্যাকুল-কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

ঘোমটা-লবেদা খুলিয়া, ঢক্ ঢক্ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া, এমা একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল, হাঁপাইতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে একটু সুস্থ হইয়া সে তাহার বিফল নিশা-ভ্রমণের আমূল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সংক্ষেপে জুলিয়াকে বলিল; তাহাকে পুলিসে ধরিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া গিয়াছিল, সে কথাটাও পর্য্যন্ত বলিতে বাকী রহিল না; রেপ্পার্কে পাওয়া গেল না, ধোপানীরও সন্ধান পাইল না, কাঁদো কাঁদো মুখে সে কথাও বলিল।

আতঙ্কের উপর আতঙ্ক;—জুলিয়ার আতঙ্ক আরও বহুগুণে বাড়িয়া উঠিল। আগাথা তখনো জাগে নাই। দুই ভগ্নীতে বসিয়া বিষাদ-বিস্ময়ে গত রজনীর বিপদের কথা মৃদুস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল।

প্রভাত হইল। বেলা যখন ৮টা, সেই সময় মিসেস্ হবার্ড উদ্যানে প্রবেশ করিয়া শঙ্কিতনয়নে ইতস্ততঃ চাহিল, বাড়ীর কেহই তখনও উদ্যান-ভ্রমণে বাহির হয় নাই, বাগানের মালীরা অন্যদিকে কাজ করিতেছিল, তাহাদের চক্ষু বাড়ীর দিকে ছিল না। তেতালা হইতে বাগানে আসিবার যে সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি বাহিয়া ধোপানীটা উপরে উঠিয়া গেল, প্রাচীরের গুপ্তদ্বার দিয়া মিসেস্ রেপ্পার্ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে যখন আগাথার গৃহের চৌকাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণলোচনে এমা ও জুলিয়া তখন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া মিসেস্ রেপ্পার্ এক-নিশ্বাসে এক গ্লাস জল খাইল, হাঁপাইতে হাঁপাইতে চেয়ারে বসিল, রজনীর বিপদের কাহিনী এক এক করিয়া ভগ্নী দুটিকে শুনাইয়া দিল, আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ভগ্নী দুটি কাঁদিয়া উঠিল, ভয় তো ছিলই, চিন্তা তো ছিলই,

তাহার উপর নূতন একটা কুসংবাদ শুনিয়া এমা ও জুলিয়ার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, লর্ড কর্জ্জন চলিয়া গিয়াছেন, কর্ণেল মালপাস্ চলিয়া গিয়াছে, আর তাহারা জিনেভায় আসিবে না, এই সংবাদে এমার ও জুলিয়ার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইল, বিচ্ছেদ-যাতনা ভাবিয়া তাহাদের হৃদয় যেন ক্ষণেকের জন্য তুষানলে দহিল; আশ্বাস দিয়া, প্রবোধ দিয়া মিসেস্ রেঞ্জার্ তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে আর এক প্রকার সংশয় আনিয়া জুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হবার্ডকে লইয়া গিয়াছিলে, বুড়ী তো আমাদের আসল গুহ্যকথা কিছু জানিতে পারে নাই?"

রেঞ্জার্ বলিল, "কিছুমাত্র নয়। চৌঘুড়ীতে গুণ্ডারা যখন আমাদের লইয়া যায়, তখন গুণ্ডাদের সঙ্গে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা ফ্রেঞ্চ-ভাষায়। যে লোকটা গুণ্ডাদের সর্দ্দার, তাহার নাম কোবন্ট; সেই লোকটার সঙ্গেই আমার বেশী কথা হইয়াছিল; লসেনিনগরের হোটেলে কর্জ্জনের সহিত আমার যে দুই একটা কথা হইয়াছিল, তাহাও ফরাসী ভাষায়; বুড়ীটা ফ্রেঞ্চ-ভাষা জানে না, কিছুই বুঝিতে পারে নাই।"

মরা ছেলেটা হ্রদের জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই কথা শুনিয়া মিসেস্ রেঞ্জার্ আনন্দিত হইল।

তিন জনে কথা চলিতেছে, আগাথা জাগিয়া উঠিল। রাত্রের মধ্যে যত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আগাথা তাহা জানিতে পারিল না। যে দুই একটা সামান্য সামান্য কথা তাহাকে শুনাইলে হানি ছিল না, ঘোরফের করিয়া রেঞ্জার্ তাহাকে কেবল সেই কথাগুলিই শুনাইয়া দিল।

বেলা ১১টা। বেশভূষা সমাধান করিয়া প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্ ভোজনাগারে উপবিষ্ট হইয়াছেন, হাজিরাখানার আয়োজন হইয়াছে, ছয়টি সহচরী তাঁহার নিকট উপস্থিত আছে। আগাথাকে লইয়া ছয় সহচরী; গত রাত্রে আগাথা সন্তান প্রসব করিয়াছে, সে কেমন করিয়া হাজিরা-টেবিলে উপস্থিত হইল, এ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। সুচতুরা মিসেস রেঞ্জার্ সে প্রশ্ন উত্থাপনের পথ রাখে নাই। এক প্রকার বলকারক ঔষধ সেবন করাইয়া, সে ঐ নব-প্রসূতিকে সবল করিয়া তুলিয়াছে, শুষ্কমুখে সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি রং মাখাইয়া মুখের চটক ফিরাইয়াছে, গন্ধতৈলে কেশবিন্যাস করিয়া দিয়াছে, খাসা খাসা পোষাক পরাইয়া অপরূপ সুন্দরী সাজাইয়াছে। চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে আগাথার চেহারা যেরূপ মলিন হইয়া গিয়াছিল, সে মলিনতার চিহ্নমাত্র নাই।

সখীদের মধ্যে যাহারা গুহ্য খবর জানে না, আগাথার তখনকার চেহারা দেখিয়া তাহারা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। আবার আমরা বলিয়া রাখিতেছি, চাতুরী-ছলনা সম্বন্ধে—দুষ্কার্য্যসাধন-গোপন সম্বন্ধে মিসেস্ রেপ্পা-রের অসাধ্য কিছুই নাই।

এইখানে পঞ্চমাঙ্ক-পূর্ণ নৈশ-নাট্যাভিনয়ের যবনিকা-পতন।

অষ্টাবিংশ উল্লাস

বিবাহের বাগ্‌দান

পাঠক মহাশয় আবার এই সময় ইংলণ্ডের সমৃদ্ধিশালী লণ্ডন নগরে চলুন। সমৃদ্ধিশালী লণ্ডন!—সেই প্রকাণ্ড বাবিলন!—যে নগরে কোটি কোটি প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার নিত্য নিত্য সংঘটিত হয়, যে নগরের লোকেরা অপূর্ব্ব সভ্যতার গর্ব্ব করেন, অপূর্ব্ব স্বাধীনতার দোহাই দেন, যে নগরে নিরীহ প্রজাপুঞ্জের স্বাব্য স্বত্বাধিকার পদতলে দলিত হয়, যে নগরের সভ্যসমাজে নিদারুণ অসভ্য দৌরাত্ম্য বিরাজ করে, যে নগরে জনকতক ভাগ্যবান্ অলস লোকের ভোগবিলাসসাধনের নিমিত্ত কোটি কোটি শ্রমজীবী লোক দৈনিক শ্রমার্জ্জিত দৈহিক শোণিত প্রদান করিয়া ভিখারী হইয়া যায়, সেই সভ্য রাজধানীর নাম লণ্ডন!

হাঁ,—এই আমাদের সুবিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী রাজধানী লণ্ডন! যে নগরে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অননুমেয় বিশৃঙ্খলা, অতি চমৎকার বৈলক্ষণ্য এবং অদ্ভুত অদ্ভুত অসামঞ্জস্য দর্শকলোকের দৃষ্টিসম্পাতে ও একাগ্র মনোযোগ আকর্ষণে বিরত থাকে না, সেই নগরের নাম লণ্ডন!—যে নগরের স্থানে স্থানে—বড় বড় সৌধ মন্দিরে, বিলাস-বিভূষিত ভোজসভায় এবং চাক্‌চক্যশালী গিল্‌টি-করা শকটাবলীতে অকিঞ্চিৎকর জাঁকজমক ও ধর্ম্মনীতির অবমাননা স্তবকে স্তবকে ক্রীড়া করে; যে স্থানে সাধুতা ও সদ্‌গুণাবলী মৃত্তিকার গর্ভে নিহিত, ধূলিতলে বিদলিত, লহরে লহরে পাপরাশির সহিত বিদলিত, ভোগীগণের পরিণাম কারখানা-বাড়ীতে ও জেলখানায় প্রবেশ! এই নবীন বাবিলনে একটি পুরাতন দেবমূর্ত্তি আছে, তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে প্রাচীন নরপতি দুরা-দুর্গ-সন্নিহিত

সুপ্রশস্তক্ষেত্রে সেই দেবতার স্বর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; প্রতিমার নাম ধনদেব;—এখনও সেই দেবতার নাম ধনদেব;—সেই প্রতিমার নিকটে সকলে নতজানু হইয়া পূজা করে, আদেশ করিতে হয় না, নিমন্ত্রণ করিতে হয় না, জনে জনে ইচ্ছা করিয়াই সেই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়!

হাঁ। এই আমাদের গৌরবান্বিত মহা শক্তিমান্ মনোরম শ্রেষ্ঠ নগর লণ্ডন।—এখানে অতি সুন্দর সুন্দর শিল্প, সুসংস্কৃত বিজ্ঞান এবং আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া;—শিল্প-বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধিতে দিন দিন লণ্ডনের অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; এ দিকে কিন্তু অভ্যন্তরের ব্যবহার পূর্ণ বিপরীত। ব্রিটনবাসীরা গর্ব্ব করিয়া বলেন, লণ্ডন কেবল আমাদের ইংলণ্ডের রাজধানী নয়, সমগ্র জগতের রাজধানী; আমরা জগতের মধ্যে সভ্য শিরোমণি।—হাঁ,—ব্রিটনের সভ্যশিরোমণিদের সমাজ আছে।—অভিসম্পাত!—এখানকার ধর্ম্মনীতি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত,—এখানকার আইন কলঙ্কিত,—সামাজিক প্রথা নিতান্ত ঘৃণিত!—তথাপি সভ্যতাগৌরবে এই সমাজের লোকেরা সভ্য-শিরোমণি।

এক্ষণে আমাদের আখ্যায়িকার ধুরা ধরা যাউক।—যে সময়ে জিনেভার লিমান্ হ্রদের কূলে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা হইতেছিল, সেই সময়ে লণ্ডনের পিকাডিলি পল্লীতে লর্ড ফ্লোরিমেলের রম্য নিকেতনে কিরূপ ঘটনা হইতেছে, তাহাই আমরা দেখিব।

চারি মাসের অধিক হইল,ভ্যালেণ্টাইন মাল্‌ভারণ নামে এক ভদ্রকুলোদ্ভব যুবা পুরুষ হাইডপার্ক ময়দানে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অজ্ঞান হন; লর্ড ফ্লোরিমেল তৎকালে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার হৃদয় স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র, দয়া করিয়া তিনি অজ্ঞান অবস্থায় সেই ভ্যালেণ্টাইনকে নিজ নিকেতনে লইয়া যান; ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া বলেন, আহত লোকটির মস্তকের অস্থি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে, আরাম হইতে বেশী দিন লাগিবে; যত দিন আরাম না হয়, তত দিন ইহাকে স্থানান্তরিত করা উচিত হইবে না,স্থানান্তর করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা।

লর্ড ফ্লোরিমেল ডাক্তারগণের সেই কথা শুনিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক ভ্যালেণ্টাইনকে নিজ প্রাসাদেই স্থান দিয়া রাখেন, সেইখানেই চিকিৎসা হয়, চিকিৎসার ও সেবাশুশ্রূষার সমস্ত ব্যয় লর্ড ফ্লোরিমেল নিজেই নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। সুচিকিৎসার গুণে ভ্যালেণ্টাইন্ ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া উঠেন; যত দিন

পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বলাধান না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত লর্ড ক্লোরিমেল তাঁহাকে কোন স্থানে যাইতে দিবেন না, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে ভ্যালেণ্টাইন্ সেই বাড়ীতে থাকেন ; এখনও পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতেই আছেন। ক্লোরিমেল-পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁহার দিব্য ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, লর্ড বাহাদুর স্বয়ং তাঁহার প্রতি সমধিক যত্ন প্রকাশ করেন, লেডী ক্লোরিমেল —আমাদের সেই ক্লারেণ্ডন-দুহিতা পলিন্ অত্যন্ত দয়াবতী, তিনিও ভ্যালেণ্টাইনের সেবা-যত্নে একান্ত যত্নবতী ; ক্রমশঃ আত্মীয়তা-বৃদ্ধি, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতার আধিক্য। যুবা ভ্যালেণ্টাইন্ দিব্য সুশ্রী পুরুষ, সামিজিকতায় অতি অমায়িক, কথাবার্ত্তাতেও সবিশেষ বিনম্র, সামাজিক নিষ্ঠাচারে সর্ব্বজন-প্রিয় ; শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে যুবা ভ্যালেণ্টাইন্ সেই বাটীর স্ত্রী-পুরুষগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে আত্মীয়ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন।

লর্ড ক্লোরিমেলের একটি ভ্রাতুষ্পুত্রী আছে, তাহার নাম ফ্লোরেন্স ইটন ; সেই কন্যাটি দেখিতে পরম সুন্দরী, ব্যবহারেও লোকরঞ্জিনী ; সদ্‌গুণবতী, লজ্জাশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা ; বয়স উনিশ বৎসর। ভ্যালেণ্টাইনের সহিত তাঁহার দিব্য সদ্ভাব হইয়াছিল। সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকা, মিষ্ট মিষ্ট কথা কহা, অসুখের সময় সেবা করা, তাহার পবিত্র ব্রত। যুবক-যুবতীর ঐরূপ ঘনিষ্ঠতায় পরস্পর প্রেমানুরাগের সঞ্চার হইয়া থাকে, প্রায়ই সেইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; ফ্লোরেন্সের প্রতি ভ্যালেণ্টাইনের অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছিল, কুমারী ফ্লোরেন্সেরও মনে মনে সেই ভাব, কিন্তু মুখে প্রকাশ পায় না।

এক দিন অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকার সময় ঐ দুটি যুবক-যুবতী একটি বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, কুমারী ফ্লোরেন্স নিবিষ্ট-মনে একটি আরব্ধ কারুকার্য্যে সূচিকা-সঞ্চালন করিতেছে, মিষ্টার ভ্যালেণ্টাইন নিকটে বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছেন। লণ্ডনের বড়লোকেরা সচরাচর যেরূপ অকিঞ্চিৎকর বাজে গল্পে আমোদ উপভোগ করেন,—অপেরার রঙ্গভূমিতে ভারী ঘটা, কভেণ্ট গার্ডেনের নাট্যশালায় নূতন নূতন নাটকাভিনয়ের ভারী ধূম, অমুক ডচেসের বাড়ীতে নৃত্যভোজের মজ্‌লীসে চমৎকার শোভা, অমুক অমুক লর্ডের সুরম্য নাচঘরে চমৎকার আমোদ-প্রমোদ, এই প্রকার গল্পে ভ্যালেণ্টাইন্ অভ্যস্ত নহেন, লোকের বাড়ীর গুহ্য-কেলেঙ্কার প্রকাশ করিতেও তাঁহার রুচি নাই ; তবে তিনি কিসের গল্প করিতেছেন ?—ভাল ভাল কাব্য, ভাল ভাল সঙ্গীত, ভাল ভাল চিত্রপট, ভাল ভাল কারুকার্য্য এবং ভাল ভাল ভাস্করী কার্য্যের

সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম আলোচনা করা তাঁহার খোস-গল্পের সার ;—যে সকল বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য-গ্রহণে তিনি অক্ষম, জানি জানি, বেশ বুঝি, এইরূপ ভাণ করিয়া কোন বস্তুর প্রশংসা করা তাঁহার অভ্যাস নয়, যে যে বস্তুর সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মুগ্ধ হয়, সুরুচি অনুসারে তাহারই আলোচনা করা তিনি ভালবাসেন ; কুমারী ফ্লোরেন্সেরও সেইরূপ রুচি।

গল্প চলিতেছে, মাথা হেঁট করিয়া কাজ করিতে করিতে কুমারী একমনে সেই সকল গল্প শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে ; উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ জন্মিয়াছে, মুখের ভাবে, নয়নের ভঙ্গীতে অথবা কথার প্রসঙ্গে সেরূপ লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। প্রায় নিত্য নিত্যই ঐরূপ বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ গল্প চলে, প্রায় নিত্য নিত্যই দুটিতে একসঙ্গে বসিয়া ঐরূপ নির্দ্দোষ বিষয়ের আলোচনা করেন, ভিন্ন ভাব প্রকাশ পায় না, তথাপি লর্ড ফ্লোরিমেল ও বুদ্ধিমতী পলিন্ আভাসে আভাসে একটু একটু বুঝিতে পারেন। মুখে কোন কথা প্রকাশ করিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে তাঁহারা উৎসাহ দেন না, কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা করেন, দুটিতে বিবাহ হইলে ভাল হয়। ভ্যালেণ্টাইন্ রূপে-গুণে ঐ কুমারীটির যোগ্য পাত্র, ইহা তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন ; যদিও ভ্যালেণ্টাইনের তাদৃশ বংশগৌরব ও পদগৌরব নাই, কিন্তু সুশিক্ষায়, শীলতায়, সৌজন্যে ও সামাজিকতায় তাঁহাকে যুবাদলের আদর্শ বলা যাইতে পারে ; সেই জন্যই লর্ডদম্পতি উহঁাদের শুভ-মিলনে একান্ত অভিলাষী।

একদিন সন্ধ্যার পর লর্ড ফ্লোরিমেলের খাস্‌কামরায় বসিয়া ভ্যালেণ্টাইন্ মাল্‌ভারণ নানা কথাপ্রসঙ্গে কুমারী ফ্লোরেন্সের রূপগুণের প্রশংসা করিতেছিলেন, শুনিয়া শুনিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল মনে মনে তুষ্ট হইতেছিলেন। যুবকের কথাগুলি ক্ষণেকের জন্য সমাপ্ত হইলে প্রসন্নমনে মুখ তুলিয়া চাহিয়া হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্যালেণ্টাইন্! তোমার কি বিবাহ হইয়াছে ?"

কিঞ্চিৎ ম্লানবদনে ভ্যালেণ্টাইন্ উত্তর করিলেন, "না লর্ড! আপনি তো অবগত আছেন, আমার পিতার অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে আমি অতিশয় শোকসন্তপ্ত আছি, অভাবনীয়রূপে তাঁহার সেই নিরুদ্দেশে আমার অন্তরে অতিশয় বেদনা লাগিয়াছে, কোথায়, কিরূপে, কাহার অথবা কাহাদের চক্রে তাঁহার কি বিপদ্ ঘটিয়াছে, বাঁচিয়া আছেন কি দেহত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। আপনি দেখিতেছেন, আমি শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছি, পিতার কোন উদ্দেশ না পাওয়াতে শোকে অভিভূত হইয়া অগত্যা আমি ভাবিয়া লইয়াছি, তিনি আর ইহলোকে জীবিত

নাই ; সেই শোকে আমি সর্ব্বক্ষণ বিষণ্ণ হইয়া থাকি, তাহাও হয় তো আপনি দেখিতে পান ; এরূপ অবস্থায় আমার কি সুখ-বিলাসে অভিলাষ আসিতে পারে ? বিবাহের কথাটা আমি—"

গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া ফ্লোরিমেল বলিলেন, "হাঁ, সর্ব্বক্ষণ তোমাকে আমি চিন্তাযুক্ত দেখি বটে ; কিন্তু বৎস, অনিশ্চিত বিষয়ে বৃথা চিন্তায় চিত্তকে অস্থির রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে ; তুমি বুদ্ধিমান্, ভাল মন্দ বিবেক-শক্তি তোমার বেশ আছে, বিশেষ তত্ত্ব অবগত না হইয়া কেন এত অভিভূত হও ? তোমার পিতা যদি জীবিত থাকেন, শীঘ্রই হউক অথবা কিছু বিলম্বেই হউক, অবশ্যই ফিরিয়া আসিবেন ; ঈশ্বর না করুন, যদি তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলেও এককালে শোকাভিভূত হওয়া তোমার ন্যায় উপযুক্ত পুত্রের উচিত হয় না। সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে শোকের ভার দিন দিন কমিয়া আসিবে, আসিয়াই থাকে, ইহাও তুমি বুঝিতে পার, সেই জন্যই বলিতেছি, শোকটাকে মনোমধ্যে বেশী স্থান দিও না। আচ্ছা, ভ্যালেণ্টাইন্, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে বিবাহ করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় ?"

অনেকক্ষণ অধোবদনে নীরব থাকিয়া, সলজ্জ-মৃদুকণ্ঠে ভ্যালেণ্টাইন্ উত্তর করিলেন, "আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা এ কার্য্যের গুরুত্বের নিকটে অধিক কার্য্য-করী হইতে পারে না, আপনি—সত্য বলিতেছি মী লর্ড, আপনি যদি ইচ্ছা করেন,—আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহা হইলে—"

অভিপ্রায় বুঝিয়া, বাধা দিয়া, উৎসাহ-জ্ঞাপকস্বরে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, "হাঁ,—আচ্ছা,—কুমারী ফ্লোরেন্সের নিকটে তুমি এ বিষয়ের প্রস্তাব করিও ; তাহার উনিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি তাহার বিবাহার্থী হইয়া আইসে নাই, কুমারী-হৃদয়ে ভালবাসার অঙ্কুর হইয়াছে কি না, তাহাও ঠিক বলা যায় না ;—অবসর বুঝিয়া তুমি একদিন প্রস্তাব করিও ; –কুমারী যদি সম্মত হয়, তাহা হইলে তোমার শোকবস্ত্র-বর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই আমি তোমাদের শুভ-বিবাহের আয়োজন করিব ;—সত্যকথা বলিতে কি,—বৎস ভ্যালেণ্টাইন্, তুমি আমার স্নেহময়ী ভ্রাতৃ-কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব, আমার প্রেমময়ী পত্নীও বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন।"

সে কথায় আর কোন উত্তর প্রদান না করিয়া, একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া, বিমর্ষ ভ্যালেণ্টাইন্ কথাচ্ছলে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। লর্ড ফ্লোরিমেল

মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, প্রসঙ্গানুরোধে দুটি একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "বুঝিয়াছ আমার কথা?—সময় বুঝিয়া কুমারী ফ্লোরেন্সের কাছে তুমি মনের ভাব ব্যক্ত করিও; কি উত্তর পাও, আমাকে জানাইও, যাহা কর্ত্তব্য হয়, আমি তখন তাহা স্থির করিব।"

ভ্যালেণ্টাইন্ আর একটি কথা নিবেদন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় একজন আরদালী আসিয়া সংবাদ দিল, একটি ভদ্রলোক আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহিরের বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছেন।

কথা বন্ধ রাখিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল গম্ভীর-স্বরে আরদালীকে বলিয়া দিলেন, "তাঁহাকে গিয়া বল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি যাইতেছি।"

আরদালী চলিয়া যাইতেছিল, পশ্চাতে ডাকিয়া লর্ড তাহাকে বলিলেন, "আর দেখ, শীঘ্র আমার গাড়ী প্রস্তুত করিতে বল।"

অভিবাদন করিয়া আরদালী বাহির হইয়া গেল, চেয়ার হইতে গাত্রোত্থান করিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া, বসন-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বৈঠকখানায় পুনঃপ্রবেশ করিয়া ভ্যালেণ্টাইন্‌কে বলিলেন, "বাহিরে যাইতে হইবে, নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি অধিক হইবে, তুমি আহারাদি করিয়া শয়ন করিও; যাহা বলিয়া দিয়াছি, তাহা যেন ভুলিও না; উপযুক্ত অবসর পাইলে প্রস্তাব করিও।"

লর্ড ফ্লোরিমেল বাহির হইয়া গেলেন। বিষাদে বিস্ময়ে, সংশয়ে, আনন্দে, নানা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে ভ্যালেণ্টাইন্ মালভারণ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রতিদিন যেমন কুমারী ফ্লোরেন্সের সাহিত ভ্যালেণ্টাইনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, সরল অন্তরে বাক্যালাপ হয়, ঐ রজনীর পরদিন হইতে সেইরূপ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, উভয়েরই মনে মনে অনুরাগের সঞ্চার, মুখে কিছু প্রকাশ পায় না। এই সময় হইতে মিষ্টার ভ্যালণ্টাইন্ কিঞ্চিৎ সাহসের আশ্রয় লইলেন; সেই সাহস মুখের ভাবে প্রকাশ পাইল না, নয়নের লালসায় কিছু কিছু পরিব্যক্ত হইল। যখন তিনি কুমারীর দিকে সানুরাগ দৃষ্টিক্ষেপ করেন,কুমারীর চক্ষু তখন সেই দিকে থাকিলে কেমন একরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়; লজ্জিতনয়নে মাথা হেঁট করিয়া কুমারী মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। পাঁচ সাত দিন এই রকম।

ভ্যালেণ্টাইনের প্রতি কুমারী ফ্লোরেন্সের অনুরাগ জন্মিয়াছে, কিন্তু সেটা যে কি প্রকার অনুরাগ, উনিশ বৎসর বয়স হইলেও কুমারী তাহা ঠিক

বুঝিয়া উঠিতে পারে না; কেন যে ভ্যালেণ্টাইনের স্বাভাবিক দৃষ্টি-নিক্ষেপের ভাবান্তর, নিঃসন্দেহে তাহাও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না। কেন না, ইতিপূর্ব্বে কোন যুবাপুরুষ কোন প্রকার সঙ্কেতে তাহার কর্ণে প্রেমের কথা বলে নাই, নব-প্রেমের পদ্ধতি কি প্রকার, সরলা অবলা কুমারী তাহাও অবগত ছিল না; পাঁচ সাত দিন ভ্যালেণ্টাইনের দৃষ্টি-বিপর্য্যয় দর্শনে তাহার মনে চাঞ্চল্য আসিল; সে একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভ্যালাণ্টাইন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "সর্ব্বক্ষণ আমি তোমাকে বিমর্ষ দেখি, ইদানীং কয়েকদিন তোমার চক্ষের দীপ্তিতেও কেমন এক প্রকার ভাবান্তর দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? আগে আগে তুমি যে প্রকার বিনম্র-সরল-বচনে আমার সহিত আলাপ করিতে, এখন যেন সেরূপ সরলতা প্রকাশ পায় না; ইহারই বা কারণ কি?"

ম্লানবদনে ভ্যালেণ্টাইন্ উত্তর করিলেন, "কুমারি! এত দিন আমি তোমাকে বলি নাই, আজ তোমার মুখে ঐ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সেই কথাটি তোমার কাছে ব্যক্ত করিতে হইল। প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, আমার পিতা—আমার পূজনীয় পিতা হঠাৎ অভাবনীয়রূপে আশ্চর্য্য প্রকারে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন, ভাল মন্দ কোন সংবাদই আমি প্রাপ্ত হইতেছি না; পিতাকে আমি দেবতুল্য ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাকে প্রাণতুল্য স্নেহ করিতেন, অকস্মাৎ এই দীর্ঘকাল অদর্শন; সেই দুঃখে সর্ব্বক্ষণ আমি ম্রিয়মাণ থাকি, কত দুশ্চিন্তাই যে আমার মনে উদয় হয়, তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়; কোন সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া, অবশেষে অমঙ্গল স্থির করিয়া—এই দেখ না,—আমি শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছি;—হাইডপার্ক ময়দানে আমার সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হওয়াতে, তোমার সদাশয় পিতৃব্য অচেতন অবস্থায় আমাকে এই নিকেতনে আনিয়া রাখিয়াছেন, অতি যত্নে চিকিৎসা করাইয়াছেন, তোমরাও সকলে আমার আরোগ্যলাভের জন্য যথোচিত সেবা-যত্ন করিয়াছ, বাড়ীর পরিবারেরা সকলেই আমাকে ভালবাসিয়াছেন; বলিতে কি, দয়াময়ী কুমারি,—তোমার ভালবাসাই যেন সর্ব্বাপেক্ষা আমি অধিক মনে করি;—তোমার অমল কোমল রূপ দেখিয়া, তোমার মধুর মধুর কথাগুলি শুনিয়া, তোমার শীলতা, নম্রতা ও বিমলতা অনুভব করিয়া অন্তরে অন্তরে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি; তোমার সহিত একত্রে বসিয়া যখন আমি মনোরঞ্জন গল্পে আকৃষ্ট হই, যখন আমি তোমার সহিত আলাপ করি, তখন যেন পূর্ব্বচিন্তা ভুলিয়া একটু একটু অন্যমনস্ক হইয়া থাকি। সম্প্রতি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তোমার পিতৃব্যের সহিত কথা কহিতে কহিতে—"

যেন একটু চমকিতা হইয়া কুমারী বলিয়া উঠিল, "কি বলিতেছিলে ভ্যালেণ্টাইন?—আমার পিতৃব্যের সহিত তোমার কি কথা হইতেছিল?—বল না,—চুপ করিলে কেন? হঠাৎ আবার তোমার সেই পিতৃশোক জাগিয়া উঠিল না কি?"

অল্পক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভ্যালেণ্টাইন বলিতে লাগিলেন, "কেবল তোমার পিতৃব্য একা নহেন, তোমার পিতৃব্য-পত্নী স্নেহবতী লেডী ক্লোরিমেলও আমাকে একটি অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমি—"

কুমারী ক্লোরেন্স আরও যেন চমকিতা হইয়া ত্রস্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার চুপ করিলে কেন?—বল না,—কি অনুরোধ?"

মস্তকটি ঈষৎ অবনত করিয়া ভ্যালেণ্টাইন্ বলিলেন, "তাঁহারা বলেন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইলে—"

লজ্জায় লজ্জাবতী কুমারীর সুন্দর বদনমণ্ডল সহসা আরক্ত হইল,—লজ্জায় ভ্যালেণ্টাইনের মুখের দিকে সমস্নেত্রে চাহিয়া থাকিতে না পারিয়া লজ্জাশীলা কুমারী সসঙ্কোচে অধোমুখী।

ভ্যালেণ্টাইন্ বুঝিলেন, সে লজ্জায় কপটতার চিহ্নমাত্র নাই, যথার্থ ই আন্তরিক অনুরাগের লক্ষণ, লজ্জাবতীর লজ্জাকে সংশয়ের হেতু বিবেচনা না করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "তাঁহাদের অনুরোধ এই যে, তুমি আমাকে পাণিদান করিতে অভিলাষিণী আছ কি না, আমি স্বয়ং সেই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার অভিপ্রায়টি জানিয়া লই। পূর্ব্বাবধিই আমি বুঝিয়া আসিতেছি, যেন কোন মন্ত্রপ্রভাবে তুমি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছ, এক্ষণে তোমার পাণিগ্রহণে আমাকে—"

কুমারীসুলভ লজ্জা আরও অধিক বল প্রকাশ করিয়া লজ্জাশীলা কুমারীটিকে এককালে জড়ীভূতা করিয়া ফেলিল; সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল; বদন অবনত ছিল, সেইরূপ অবনতই রহিল, শিহরিয়া শিহরিয়া কুমারী নীরবে একখানি কোমল হস্ত ভ্যালেণ্টাইনের দিকে বাড়াইয়া দিল; পুলকিত অন্তরে নীরবে ভ্যালেণ্টাইন সানুরাগে সেই হাতখানি গ্রহণ করিয়া, ওষ্ঠের নিকটে লইয়া গিয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন। প্রায় দুই মিনিটকাল উভয়ের যুগল-পাণি একত্র সংলগ্ন রহিল।

আবেশে শিহরিয়া শিহরিয়া কুমারী তখন ক্ষণেকের জন্য মৌনভঙ্গ করিয়া নতবদনে মৃদুস্বরে বলিল, "ধন্যবাদ!—ধন্যবাদ!—তোমাকে শত শত ধন্যবাদ!—একটি কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নগরের শত শত

সুন্দরী কামিনীর সহিত তোমার আলাপ আছে, তাঁহাদের কাহাকেও মনোনীত না করিয়া, তুমি আমাকেই—”

আর কিছু শুনিবার প্রত্যাশা না রাখিয়াই নূতন উৎসাহে ভ্যালেণ্টাইন্ বলিলেন, “না—না—না,—আমাকে তুমি ধন্যবাদ দিও না;—আমার চক্ষে তুমি দেবকুমারী সদৃশী, আমি একজন বিত্তহীন সামান্য মানব, আমাকে—”

একটু কুণ্ঠিতস্বরে সুন্দরী বলিল, “আত্মাবমাননায় তুমি বেশ অভ্যস্ত দেখিতেছি। ধন্যবাদ দিতে আমাকে নিষেধ করিয়া তুমি যেন নিজেই আমাকে ধন্যবাদ দিতে—”

নিশ্বাস ফেলিয়া ভ্যালেণ্টাইন্ বলিলেন, “ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবার অগ্রেই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; মুখে কিছু ব্যক্ত না করিয়া, মনে মনে বাগ্‌দান করিয়া তুমি আমাকে পাণিদান করিয়াছ, ঐ পাণিখানি তাহার সাক্ষী;—তবে আমি কথা কহিতে কহিতে থামিয়াছি কেন, সেই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি জানি, অগ্রেই তুমি আমার মন হরণ করিয়াছ, আমার মন আর আমাতে নাই, তোমার মুখের কথা না শুনিয়াই আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। কথা কহিতে কহিতে থামিয়াছি কেন, সেই কথা এখন বলি। একটু অগ্রে তোমায় বলিয়াছি, আমার শ্রদ্ধাস্পদ পিতা অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যান, ৮।৯ মাসের মধ্যে ফিরিলেন না, কোন সংবাদও পাওয়া গেল না; মনে মনে অমঙ্গল ভাবিয়া আমি স্থির করিলাম, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কি রকমে মৃত্যু?—আত্মহত্যা?—না,—কোনমতেই সম্ভবে না।—কি দুঃখে তিনি আত্মহত্যা করিবেন?—ধনের তাঁহার অভাব ছিল না, সুখভোগের অভাব ছিল না, পরিবারের মধ্যে কোন অশান্তি ছিল না, সর্ব্বদা মনের সুখে, ভোগবিলাসের সুখে, প্রফুল্লবদনে আনন্দে আনন্দে দিনযাপন করিতেন; তবে কি জন্য তিনি আত্মহত্যা করিবেন?—আত্মহত্যা নয়;—যদি মৃত্যু হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই কোন দুরাত্মা কিংবা দুরাত্মারা গোপনে তাঁহাকে খুন করিয়াছে!—কাহার উপর সন্দেহ হইতে পারে, তাঁহার সহিত কাহার শত্রুতা ছিল, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না; ক্রমাগত সন্ধান লইতেছি, কোন দিকে কোন রকমে কিছুমাত্র সূত্র পাইতেছি না, যদি বাহির করিতে পারি, হত্যাকারীকে কিংবা হত্যাকারিগণকে যদি ধরিতে পারি, তবে উচিতমত প্রতিশোধ লইব, নির্য্যাতন-পিপাসা নিরন্তর আমার মনে মনে জাগিতেছে;—এখন মনে কর ফ্লোরেন্স, আমার হৃদয় দুই ভাগে বিভক্ত;—একভাগে প্রতিশোধ-পিপাসা, অপর ভাগে তোমার প্রণয়; এই ভাগাভাগির

মধ্যে কোন্ ভাগে তোমার প্রণয় স্থান পাইবে, ভাগাভাগিতে তুমি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে কি না, তাহাই ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাগ করা মনে স্থান পাইয়া তুমি তুষ্ট থাকিবে কি ?”

প্রাণে ব্যথা পাইয়া ফ্লোরেন্স বলিল, “বলিও না, ও কথা আর বলিও না। ভ্যালেণ্টাইন্! প্রণয় আমি জানিতাম না, আমি নূতন ব্রতী, তুমি আমাকে প্রণয় শিখাইবে, এই আমার আশা। বঞ্চনা করিও না, আমার প্রাণে আর যন্ত্রণা দিও না। ভাগের কথা যদি বল, তবে বুঝিয়া রাখো, আমার মনেও দুই ভাগ।—তুমি তোমার পিতৃহন্তার উপর প্রতিশোধ লইতে অভিলাষী, আমিও একটা গুহ্যতত্ত্ব জানিতে অভিলাষিণী। সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা আমার মনে জাগিতেছে, সেই মনে তোমাকে স্থান দিলাম, আমার মনও দুই ভাগ করা। যদি জিজ্ঞাসা কর, কি গুহ্যতত্ত্ব জানিতে আমার মন উৎসুক, উত্তর শোনো।”

এই প্রকার একটু ভূমিকা করিয়া কুমারী ফ্লোরেন্স বলিতে আরম্ভ করিল।—“দুই চারি মাস হইল, একদিন আমি আমার খুড়ীমার সহিত সেণ্ট-জেম্‌স্ প্রাসাদে গমন করিয়াছিলাম। প্রাসাদের শোভা-পারিপাট্য দেখিতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছিল,সেই জন্য লেডী ফ্লোরিমেল আমাকে সেই প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। দৈবাৎ সেইখানে যুবরাজের সঙ্গে আমার দেখা হইয়া পড়ে, খুড়ীমা আমার সঙ্গেই ছিলেন, আমার মুখ দেখিয়াই যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট বিস্মিত-নয়নে আমার মুখখানি দেখিয়া দেখিয়া তিনি দ্রুত-পদে আর একটা ঘরে ছুটিয়া গেলেন, সেই ঘর হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া আনিলেন, সেই ছবির সহিত আমার মুখের মিলন করিয়া সচকিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘ওহো, আমার একটি বন্ধু ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ; তাঁহার মুখখানি আর এই মুখখানি ঠিক একরকম।’—এইরূপ উক্তি করিয়াই তিনি অনিমেষ-নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ কেন চমকাইলেন, কাহার মুখের সহিত আমার মুখের মিলন বুঝিলেন, আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও আমি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। হঠাৎ আমার শরীরে কম্প আসিল, আমি যেন পড়িয়া যাই যাই, এইরূপ উপক্রম হইয়া আসিল। রাজকুমারী সোফিয়া পাশের ঘরেই ছিলেন, লেডী ফ্লোরিমেল আমাকে সেই ঘরে লইয়া গেলেন, রাজকুমারীর নিকটে অল্পক্ষণ থাকিয়া আমরা চলিয়া আসি ; আমাদের গাড়ী হাইডপার্ক পার হইয়া আসিতেছিল, বুঝিতেছ প্রিয়তম,—হাইডপার্ক দিয়া আমরা আসিতেছিলাম, সেই দিন তুমি সেই সময় ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া যাও, অজ্ঞানাবস্থায় আমার পিতৃব্য

তোমাকে এই বাড়ীতে লইয়া আইসেন।—প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ কাহার ছবি বাহির করিয়াছিলেন, কাহার মুখের সহিত আমার মুখের মিলন, সেই দিন অবধি দিবারাত্রি কেবল আমি তাহাই ভাবি। খুড়ীমাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কিছুই বলেন না, পাসকথা পাড়িয়া আমার কথা চাপা দেন, না হয় তো আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যান। ভাব দেখিয়া তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় না, একাই আমি ভাবিয়া ভাবিয়া যেন অগাধজলে ডুবিয়া যাইতেছি। যদবধি সেই রহস্য আমি ভেদ করিতে না পারি, তদবধি আমার মনে পূর্ণশক্তি আসিবে না। তাই বলিতেছি, আমার মনও দুই ভাগ করা, সে মনের অর্দ্ধাংশে তুমি স্থান পাইবে, তোমারও ভাগের মনের অর্দ্ধাংশে আমি স্থান পাইব, দুই রহস্য ভেদ হইয়া গেলে পূর্ণমনে পূর্ণ-মাত্রায় সুখভোগ হইবে। তবে আর কেন তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ? কেন অসুখী হইতেছ? আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার মনপ্রাণ তোমাকে সমর্পণ করিলাম।"

ভ্যালেণ্টাইন্ বলিলেন, "ওঃ! প্রিয়তমে ফ্লোরেন্স! এখন আমি তোমার সব কথা বুঝিলাম। আমি তোমার রহস্যভেদে সাহায্য করিব, তুমিও আমার রহস্যভেদের সহায়তা করিবে, তাহা হইলে উভয়ের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

উভয়ে এইরূপ অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইলেন, ঐখানেই বাগ্‌দান হইয়া গেল।

কুমারী ফ্লোরেন্স তৎকালে এরূপ সতৃষ্ণ-নয়নে বাগ্‌দত্ত পতির মুখপানে চাহিলেন যে, ভ্যালেণ্টাইন্ আর তখন প্রণয়-প্রসঙ্গের কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না, অন্য প্রসঙ্গ ধরিয়া অন্য প্রকার গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ঊনত্রিংশ উল্লাস

ভিনিসিয়া এবং তাঁহার গুপ্তচর।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বর্ণিত হইল, তাহার দশ দিন পরে কার্ল্‌টন প্রাসাদে অভিনব দৃশ্য। পুনর্ব্বার এই প্রাসাদের গার্হস্থ্য নাট্যশালায় নূতন নাটকের অভিনয় হইবে।

সন্ধ্যাকাল; ঘড়ীর কাঁটা ৭টার ঘরে। লেডী স্যাক্‌ভিলী অভিনয় করিবেন, নিজের ঘরে বেশ-বিন্যাস করিতেছেন, তাঁহার প্রিয়সখী জেসিকা এবং আর একটি সখী একসঙ্গে মিলিয়া তাঁহাকে সাজাইয়া দিতেছে। সুন্দরী ভিনিসিয়া নূতন বেশে সাজিয়াছেন, পাত্‌লা পাত্‌লা কাপড়ের পরিচ্ছদ; নিম্নাঙ্গের পোষাকটি জানু অতিক্রম করে নাই, ঊর্দ্ধাঙ্গের পোষাকটি উন্নত কুচযুগলকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে; কণ্ঠ, গ্রীবা এবং বাহুযুগল উলঙ্গ; মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ সর্পিণী-আকারে স্কন্ধদেশে ঝুলিতেছে; কপোলযুগলে নূতন নূতন রং মাখা। পোষাক পরা হইয়াছে, কিন্তু দর্শকেরা দেখিবেন, উলঙ্গিনী, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বসন ভেদ করিরা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিস্ফুটরূপে দৃষ্ট হইতেছে।

পোষাক পরিতে অর্দ্ধ-ঘণ্টা অতীত হইল। সময় সাড়ে সাতটা, ৮টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা। লেডীকে পোষাক পরাইয়া দিয়া সখীরা বাহির হইয়া গিয়াছিল, ক্ষণমধ্যে জেসিকা পুনঃ প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিতস্বরে বলিল, "কর্ণেল মাল্‌পাস্‌ আসিয়াছে;—বৈঠকখানায় বসিয়া আছে।"

লেডী বলিলেন, "মাল্‌পাস্‌ তবে ফিরিয়া আসিয়াছে?—আচ্ছা, এখনি আমি যাইতেছি।"

এত তাড়াতাড়ি লেডী স্যাক্‌ভিলী মাল্‌পাসের সহিত দেখা করিতে চলিলেন যে, প্রায় উলঙ্গিনীবেশ, সে কথাটা তখন মনেই থাকিল না; সেই বেশেই তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দেখিবামাত্র মাল্‌পাসের দুষ্ট রিপু উত্তেজিত হইয়া উঠিল; চকিতে চাহিয়া, গৌরব করিয়া সে বলিল, "বাঃ!—আজ তোমার রূপের কি চমৎকার খোল্‌তা হইয়াছে! তোমার এমন বিশ্বমোহন রূপ আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই।"

লেডী বলিলেন, "চুপ্‌!—আজ আমার সময় নাই, প্রাসাদে নাট্যাভিনয়; সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে; ৮টার সময় অভিনয় আরম্ভ; এখনি আমাকে

রঙ্গভূমিতে দর্শন দিতে হইবে। বসো মাল্‌পাস্, কি খবর আনিয়াছ, বল; শীঘ্র শীঘ্র সংক্ষেপে সংক্ষেপে কথাগুলি বলিয়া যাও; কল্য আবার আসিও, সেই সময় বিশেষ কথা শুনিব। কার্য্যটা সিদ্ধ করিয়া আসিয়াছ কি?"

মাল্‌পাস্।—আসল কাজের কিছুই আমি করিতে পারি নাই।

লেডী।—(ক্রোধ-বিস্ময়ে) অঁ্যা!—কিছুই না,—একেবারেই না?

মাল্‌পাস্।—কিছুই না,—একেবারেই না। আমি তোমার কাছে মিথ্যা-কথা বলিব না, প্রবঞ্চনা খেলিবার চেষ্টা করিব না; বহু চেষ্টা করিয়াও কিছুই সিদ্ধ করিতে পারি নাই।

লেডী।—(কর্ণেলের উত্তরে ও তাহার লাম্পট্যভাব দর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া) তবে যে তুমি পত্রে লিখিয়াছিলে, প্রিন্সেস্ কারোলাইনের একটা সখীকে তুমি হাত করিয়াছ?

মাল্‌পাস্।—হাঁ, সেটা সত্য, কিন্তু তাহার মুখে আমি যে গুহ্যতত্ত্ব জানিয়া লইব, সেটা উল্টাইয়া গেল, সেই সখীটাই বরং আমাকে ভেড়া বানাইয়া ফেলিল, আমাকেই বরং তাহাদের চক্রসাধনের যন্ত্র স্থির করিয়া লইল। বেশী কথা বলিব না,—লর্ড কর্জ্জন—

লেডী।—(চমকিয়া) কর্জ্জন?—সেখানে কি কর্জ্জনের সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল?

মাল্‌পাস্।—হইয়াছিল।

লেডী।—সব কথা কি তাহাকে তুমি বলিয়াছ?

মাল্।—সব।

লেডী।—(সন্দেহক্রমে) কে তোমাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাও কি বলিয়াছ?

মাল্।—হাঁ,—আমিও বলিয়াছি, কর্জ্জনও তাহা আমাকে বলিয়াছে। কর্জ্জনও একটা সখীর প্রেমের কুহকে বাঁধা পড়িয়াছিল, আসল কাজে আমার মত তাহারও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; ছুঁড়ীটার মুখে একটাও নিগূঢ় কথা বাহির করিয়া লইতে পারে নাই! ছুঁড়ীদের রূপের সাগরে পড়িয়া দুজনেই আমরা কেবল হাবুডুবু খাইয়াছি।

লেডী।—রূপে ছুঁড়ীরা কি খুব সুন্দরী?

মাল্।—(বক্র-দৃষ্টিতে লেডীর মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া) সুন্দরী বটে; কিন্তু তোমার মত নয়।—বাঃ!—কি চমৎকার রূপ তোমার!—আজ আবার থিয়েটারের পোষাকে তোমাকে যেন স্বর্গের বিদ্যাধরীর মত সুন্দরী

দেখাইতেছে!—সত্য বলিতেছি, লেডী ভিনিসিয়া, আজ তোমার এই অপরূপ রূপ দেখিয়া অনেক বড় বড় লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়া যাইবে।

লেডী।—(ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দ্বারের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সক্রোধে) দূর হয়ে যা!—এখনি ঘর থেকে বেরিয়ে যা!—তোর মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়!—পাজি—নচ্ছার—নরাধম—ভিক্ষুক!—সে দিনের কথা মনে নাই?—যে দিন তুই জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে আমার দয়া ভিক্ষা করেছিলি, খেতে পাই না বোলে কেঁদেছিলি, রাজকুমারের নামে সুপারিস চেয়েছিলি, তোর উপর আমার মর্ম্মান্তিক ঘৃণা থাক্‌লেও, সে দিন আমি দয়া কোরে তোকে একটা কার্য্যে নিযুক্ত করেছিলেম, নগদ টাকাও দিয়েছিলেম, তার বুঝি এই ফল?—নেমোখারাম!—বিশ্বাসঘাতক!—এখনি এ ঘর হইতে বেরিয়ে যা!

মাল্।—(লজ্জা না পাইয়া, অপ্রতিভ না হইয়া, সতেজ-স্বরে) তুমি আমাকে ও রকমে চোক রাঙ্গিয়ে ধমক দিও না,—ও রকমে তাচ্ছিল্য কোরে উড়িয়ে দিবার চেষ্টা কোরো না, ভেবে দেখ, তুমি আমার হাতের ভিতর! তোমাকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা না দিয়ে এ ঘর থেকে আমি বেরুবো না।—মন দিয়ে শোনো আমার কথা—স্বয়ং যুবরাজ যে গুপ্তচক্রে সংলিপ্ত, সেই চক্রটা লণ্ডভণ্ড কর্‌বার উদ্দেশে কুমন্ত্রণা দিয়ে আমাকে আর কর্জ্জনকে তুমি জিনেভায় পাঠিয়েছিলে, সে কথাটা আজই আমি রাজকুমারকে বোলে দিব, লর্ড স্যাক্‌ভিলীকেও বোলে দিব,—এককালে তোমার দফা রফা কোরে দিয়ে যাবো!

লেডী—(পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া আরক্ত-বদনে তাচ্ছিল্যভাবে উগ্র-কণ্ঠে) রাজকুমার তোর কথায় কর্ণপাত কোর্‌বেন না, একটা কথাও বিশ্বাস কোর্‌বেন না, তুই ভয়ানক মিথ্যাবাদী, ভয়ানক জালিয়াৎ, ভয়ানক ধড়ীবাজ, যুবরাজ সেটা ভালই জানেন, তোর মত বদ্‌মাস লম্পটকে তিনি ভালই চেনেন;—তুই জানিস্, রাজকুমার তোর উপর হাড়ে'হাড়ে চটা; তোর মুখ দেখ্‌লে তাঁর চক্ষে আগুন জোলে উঠ্‌বে, দরোয়ান ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিবেন, তোর একটা কথাও সত্য বোলে তাঁর বিশ্বাস হবে না; কীটাণুকীট, ঘৃণিত কীটের অধম, মনে কল্লেই আমি তোকে এখনি পদতলে দলন কোরে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি; কিন্তু না,—তা এখন আমি কোর্‌বো না;—তোর মতলব আমি বুঝ্‌তে পেরেছি;—টাকার ভিখারী, জবরদস্তি কোরে, ভয় দেখিয়ে তুই আমার কাছে টাকা আদায় কত্তে এসে-

ছিস্ ;—আচ্ছা, কত টাকা চাই ?—বল্, এখনি বল্, কল্য বেলা দুই প্রহরের সময় আসিস্, যত চাস্, তত টাকা দিয়ে তোর মুখ বন্ধ কোরে দিব। এখন আর আমি এখানে দেরী কোত্তে পাচ্চি না, পৌনে আটটা বেজেছে, অভিনয় আরম্ভ হবার আর এক কোয়াটার মাত্র বাকী, আমি চোল্লেম ;—কাল আসিস্, এখন বেরিয়ে যা !

মাল।—(দুষ্টবুদ্ধি গোপন করিয়া একটু নম্র-স্বরে) দয়া কর,—দয়া কর, দশ মিনিট—আর দশ মিনিট বোসো, আর একটিমাত্র কথা আমার বল্‌বার আছে, স্থির হইয়া শোনো।

লেডী।—(ব্যস্ত-স্বরে) শীঘ্র বল্।

মাল্।—(সদম্ভে লেডীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া মুক্তকণ্ঠে) লর্ড কর্জ্জন তোমার যৌবনভোগের গুপ্ত নাগর, সেই কথাটি আমি যুবরাজকে বোলে দিব, তোমার স্বামীর কানেও তুল্‌বো।

লেডী।—(অন্তরে অন্তরে একটু ভয় পাইয়া, একটু শান্তস্বরে) কত টাকা চাই বল্।—কর্জ্জনটা বিশ্বাসঘাতক !—উঃ !—সেই বিশ্বাসঘাতকটা সমস্ত গুহ্যকথা তোকে বলেছে !—কত টাকা চাই বল্, কল্যই পাবি।

মাল্।—(বিজয়গর্ব্বে পুনর্ব্বার হাসিয়া) টাকা ?—হাঁ,—টাকা, আমার ভারী দরকার,—টাকা তো চাই,—এবারে আর কম টাকায় চল্‌বে না,—নগদ পাঁচ হাজার গিনী।—সুধু কেবল টাকায় আমার মুখ বন্ধ হবে না, আর কিছু—

লেডী।—(কথার ভাব বুঝিয়া অন্তরে কাঁপিয়া) আরও কিছু ?—আরও তুই কি চাস্ ?

মাল্‌পাস্।—(অন্তরানন্দে ফুলিয়া) লর্ড কর্জ্জনের প্রতি তুমি যেরূপ অনুগ্রহ দেখিয়েছ, সেইরূপ অনুগ্রহ আমি চাই। মনে রেখো, তুমি আমার মুঠোর ভিতর,—সম্পূর্ণ কায়দার ভিতর ;—যদি অস্বীকার কর, হাতে হাতে প্রতিফল !

লেডী।—(নত-বদনে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) আচ্ছা,—আগামী কল্য রাত্রি ১১টার পর এই প্রাসাদের গুপ্ত-দ্বারের নিকটে তুমি আসিও, আমার প্রিয়সখী জেসিকা সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া একটা ঘর দেখাইয়া দিবে, সেই ঘরে তুমি বসিও, সেইখানে আমি যাইব ;—পাঁচ হাজার গিনীও পাইবে, আর যাহা বলিতেছ, তাহাও হইবে। এখন চলিয়া যাও, এখন চলিয়া যাও, আর আমার সময় নাই।

আহ্লাদে অট্ট অট্ট হাসিয়া, লেডীকে সেলাম দিয়া, ফন্দীবাজ লম্পট কর্ণেল মাল্‌পাস্‌ জোর জোর পদক্ষেপে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেল। ম্লানবদনে একখানি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানগর্ব্বিতা লেডী স্যাক্‌ভিলী সেই দর্পণে আপন বদনের প্রতিবিম্ব দেখিলেন; মুখখানি শুষ্ক হইয়াছিল, চক্ষু নাচিতেছিল, ওষ্ঠপুট কাঁপিতেছিল, সে অবস্থায় রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলে লোকে দেখিয়া কি ভাবিবে, কেমন করিয়াই বা তিনি অভিনয়ের মান রক্ষা করিবেন, সেই ভাবনা আসিল; ভাবিতে ভাবিতে কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে ঢালিয়া একপাত্র সুরা পান করিলেন, মেজাজে স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিল; রঙের বাক্স হইতে রং বাহির করিয়া তিনি আবার মুখের রঙের উপর নূতন রং মাখিলেন, মুখে হাসি দেখা দিল, দর্পণে সেই হাস্যের প্রতিবিম্ব পড়িল। আর তবে বৃথা বিলম্ব কেন?

ঠিক অষ্টম ঘটিকার সময় প্রফুল্লবদনা সহাস্যাননা লেডী স্যাক্‌ভিলী নাট্যমন্দিরের গ্রীণরুমে দর্শন দিলেন। সেখানে যাহারা ছিল, লেডীর রূপের চটক দেখিয়া, মানস-রঞ্জন বেশ দেখিয়া, বদনে সুমধুর হাস্য দেখিয়া তাহারা সকলেই চমৎকৃত হইল; অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে কিরূপ হইয়াছিল, কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

ত্রিংশ উল্লাস

আশ্চর্য্য প্রস্তাব।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের পর মার্‌কুইস্‌ অব্‌ লেভিসন্‌ নিজ নিকেতনে জলযোগ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় বাটীর সদর-দরজার সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর পশ্চাদ্দিকের পাওদান হইতে একজন ফুটম্যান লাফাইয়া পড়িল, সেই ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া গাড়ীর দরজা খুলিতে যাইতেছিল, গাড়ীতে যিনি ছিলেন, দরজা খুলিতে নিষেধ করিয়া তিনি সেই লোকটিকে মার্‌কুইসের বাড়ীর ফটকের ঘণ্টা বাজাইবার হুকুম দিলেন। ঘণ্টাধ্বনি হইবামাত্র বাড়ীর একজন আরদালী দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গাড়ীর নিকটে আসিল; গাড়ীর অধিকারিণী গাড়ীর খড়খড়ির ভিতর হইতে সেই

আরদালীকে চুপি চুপি কি কি কথা বলিয়া দিলেন, আরদালী দ্রুতগতি বাড়ীর ভিতরে গিয়া তাহার মনিবকে বলিল, "একটি রমণী আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমি চিনি, তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন না, হুজুরকে একবার গাড়ীর দরজার নিকটে যাইতে বলিলেন।"

কে আসিয়াছে, মার্কুইস্ তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, ভোজন সমাপ্ত হইবার অগ্রেই শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া আসিয়া গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইলেন। গাড়ীর যে ফুটম্যান ইত্যগ্রে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, সে ব্যক্তি তখনও গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, মৃদুস্বরে কথা কহিলেও সে শুনিতে পাইবে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, গাড়ীর রমণীটি মার্কুইসের সহিত কথা কহিলেন না, ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া মার্কুইসের হস্তে একটি কাগজের মোড়ক প্রদান করিলেন। ফুটম্যান সেই সময় একটু সরিয়া গিয়াছিল, অবসর পাইয়া রমণী অতি মৃদুস্বরে মার্কুইসকে বলিলেন, "আমার স্বামী এই মোড়কটি পাঠাইয়াছেন, প্রাপ্তিসংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন।"

গাড়ীতে কে?—লেডী স্যাক্ভিলী।—মোড়কটি লইয়া মার্কুইস্ শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া গেলেন, সেই ফুটম্যান আসিয়া পুনরায় গাড়ীর দরজার পাশে দাঁড়াইল। পাঁচ মিনিট পরে মার্কুইস্ সমস্ত এক্টা লেফাপা হস্তে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লেফাপার উপর শিরোনাম লেখা ছিল—"অনরেবল্ লর্ড স্যাক্ভিলী, কারন্টন হাউস।"—কথিত ফুটম্যান কটাক্ষ-দৃষ্টিতে সেই শিরোনামটা পাঠ করিয়া লইল, তাহার মনে অন্য কোন প্রকার সন্দেহ আসিল না। লেফাপাটি লেডীর হস্তে প্রদান করিয়া, সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়া, মার্কুইস্ লেভিসন্ বাড়ীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন, দ্রুতগতিতে গাড়ীখানা কারন্টন হাউসের দিকে ছুটিল।

গাড়ী চলিয়া যাইবার পর মার্কুইস্ অব্ লেভিসন্ আপন বৈঠকখানায় বসিয়া আপন মনে গুঞ্জনস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এবারে দশ মুক্তা!—এত শীঘ্র এত বেশী বেশী দরকার, এটা আমার পক্ষে এক প্রকার শুভলক্ষণ! পঞ্চদশ মুক্তা আসিল,—পঞ্চদশ সহস্র গিনী!—বাঃ!—লেডী স্যাক্ভিলী পঞ্চদশ সহস্র গিনী লইয়া গেল;—খুব বাজেখরচ করিতেছে!—এই সকল টাকা কি ভিনিসিয়া নিজেই খরচ করে?—আমার বোধ হয়, তা নয়, স্বামীর বাজেখরচ জোগায়!—সেইটাই আমার ইচ্ছা। লর্ড স্যাক্ভিলী ক্রমাগত বাজেখরচ করিয়া, বড় বড় ঘোড়া গাড়ী কিনিয়া, বেশী বেশী বাজীর জুয়াখেলায় মাতিয়া, সুন্দরী সুন্দরী বিলাসিনীদের মনোরঞ্জনে মত্ত হইয়া

নিত্য নিত্য" বেশী টাকা উড়াইয়া দেয়, শীঘ্র শীঘ্র দেউলিয়া হইয়া পড়ে, হপ্তায় হপ্তায় স্ত্রীর কাছে বেশী টাকা কর্জ্জ পায়, তাহা হইলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া একজনের উদ্দেশে তিনি আবার দন্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাহবা কাপ্তেন টাস! খুব বাহাদুর তুমি! যে কার্য্যে পরামর্শ দিয়া আমি তোমাকে লর্ড স্যাকভিলীর সর্ব্বনাশ করিতে পাঠাইয়াছি, ধীরে ধীরে অতি উত্তম কৌশলে তাহা তুমি সিদ্ধ করিতেছ। আমি তোমাকে হৃদ্দমুদ্দ খুসী করিব। ওঃ! ভিনিসিয়ার বড় অহঙ্কার!—গোপনে গোপনে কত জনকে যৌবন দান করিয়া কেবল আমার বেলাই কৃপণ হইয়াছিল;—এইবার দেখিব,—আমার একশত মুক্তা তাহার মৌখিক সতীত্বকে কিনিয়া লইতে পারে কি না, এইবার দেখিব।"

লেডী স্যাকভিলী বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া কি করিতেছেন, তাহা দেখা আবশ্যক। যখন তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী জেসিকা চুপি চুপি তাঁহাকে বলিল, "সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে বসিয়া রহিয়াছে।"—লেডী বলিলেন, "দশ মিনিটের মধ্যেই আমি দেখা করিতেছি।"

আপনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া লেডী স্যাকভিলী সর্ব্বপ্রথমে সেই বৃহৎ লেফাপাটি খুলিলেন; শিরোনামে লেখা 'অনারেবল লর্ড স্যাকভিলী, কার্লটন হাউস' এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরামর্শ করিয়া ঐরূপ শিরোনাম লেখা হইয়াছিল, সে কথা বলাও বাহুল্য। লেফাপার ভিতর হইতে বাহির হইল—দশ হাজার গিনীর ব্যাঙ্কনোট। ভিনিসিয়া সেই নোটগুলি দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের পাঁচ হাজার গিনীর নোট নিজের সিন্দুকে রাখিলেন, বাকী পাঁচ হাজারের নোটগুলি নিজের হাতবাক্সে রাখিলেন। ইহার পরেই বসন-পরিবর্ত্তন। বড়ঘরের ঘরণীরা শকটারোহণে যাইবার সময় এক প্রকার বেশ ধারণ করেন, অশ্বারোহণে অন্য প্রকার, তদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন মজ্‌লীসী বেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লেডী স্যাকভিলী যে বেশে শকটারোহণে বাহির হইয়াছিলেন, সে বেশ পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থালীবেশ ধারণ করিলেন, একটি স্ত্রীলোক দর্শনার্থিনী হইয়া যে ঘরে বসিয়া আছে, সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

কে সেই স্ত্রীলোক?—ভিনিসিয়া পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই, কে তুমি, সে কথাটি জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর লইতে হইল না, পুরোবর্ত্তিনী হইয়া, সেলাম করিয়া, সেই স্ত্রীলোক বলিল, "আপনি আমাকে এখানে

আসিবার নিমিত্ত বেলা ১১ টার পূর্ব্বে পত্র লিখিয়াছিলেন, গৌরব জ্ঞান করিয়া আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

ভিনিসিয়া তখন বুঝিতে পারিলেন, কর্ণেল মাল্‌পাসের স্ত্রী। গত রজনীর সম্ভাবিত কেলেঙ্কার উল্টাইয়া দিবার মতলবে মাল্‌পাসের স্ত্রীকে তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহার সহিত কি পরামর্শ আছে, একটু পরেই তাহা ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে কর্ণেল মাল্‌পাসের স্ত্রীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। লণ্ডনের বুচারহল লেননিবাসী একজন কসাই তাহার পিতা; সেই কসাই সঙ্গতিপন্ন লোক; বড়মানুষ নয়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তাহার অনেকগুলি কন্যা, তন্মধ্যে এইটিই জ্যেষ্ঠা। ইহার শিক্ষার নিমিত্ত কসাই ইহাকে বোর্ডিং স্কুলে দিয়াছিল, সেখানে সম্ভবমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই কসাই-কুমারী ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বাহির হয়। এক একটি বোর্ডিং স্কুলে অঙ্কুরযৌবনা ছাত্রীগণের কিছু কিছু কদাচার শিক্ষা হইয়া থাকে, এই কসাই-কুমারী সকল প্রকার কদাচার শিক্ষা করে নাই, কিন্তু সঙ্গদোষে কতক কতক শিক্ষা করিয়াছিল; গুণের মধ্যে নম্রতা, মৃদুভাষিতা ও লজ্জাশীলতা শিক্ষা হইয়াছিল, রূপেও এই যুবতী নিন্দনীয়া নহে, সৌখীনদলের বড় বড় ঘরের মহিলারা যেরূপ বেশবিন্যাস করে, যেরূপ রং মাখে, যেরূপে কেশের পরিপাট্যবিধান করে, সেইরূপ অভ্যাস থাকাতে ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছে: একটু দূর হইতে দেখিলে পরম সুন্দরী বলিয়া বোধ হয়, ইহার গতিভঙ্গীও বিলাসিনী কামিনীদের গতিভঙ্গীর তুল্য। বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইলে জনকতক যুবাপুরুষ ইহার প্রণয়ার্থী হইয়াছিল, বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল। কর্ণেল মাল্‌পাস্ এবং কাপ্তেন ট্যাস্ তাহাদের মধ্যে দুই জন। মাল্‌পাস্ অপেক্ষা কাপ্তেনের দৈহিক সৌন্দর্য্য কতকটা ভাল, কসাই-কুমারী তাহাকেই পছন্দ করিয়াছিল, কাপ্তেনের দিব্য চোমরা-চোমরা গোঁফ, গুচ্ছ গুচ্ছ গালপাট্টা; কর্ণেলের গোঁফ-জোড়াটা ছোট ছোট, গালপাট্টাতেও কম চুল, সেই কারণেও কাপ্তেনের প্রতি ঐ সুন্দরীর কিছু বেশী অনুরাগ, কিন্তু ইহার মাতা-পিতা জানিতে পারিয়াছিল, কাপ্তেন ট্যাস্ অস্থিরমতি, অর্থসঙ্গতিও অপেক্ষাকৃত অল্প, বড় বড় দলে তাহার প্রবেশাধিকার নাই; কর্ণেল মাল্‌পাস্ বড় বড় দলে মিশিয়া আপন পদগৌরবে অনেক পরিমাণে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, সামরিক পদে তাহার বেতনও ছিল বেশী, সেই সুপারিসে তাহারা তাহাকেই কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করে, কর্ণেলের সঙ্গেই ইহার বিবাহ হইয়া যায়। কাপ্তেন ট্যাস্ সে অপমান সহ্য করিতে পারে নাই, কর্ণেলের প্রতি বৈরনির্য্যাতন

করিতে সে অন্তরে আক্রোশ পোষণ করে, কর্ণেলটার প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে তাহার ঘৃণা, বিবাহের অব্যবহিত পরে কাপ্তেন ট্যাস্ সংকল্প করিয়াছিল, বুচার-হল লেনে প্রবেশ করিয়া ঐ কসাই-পরিবারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, পল্লার কতিপয় ভদ্রলোক সেই কাপ্তেনকে দুই হাজার গিনী ঘুস দিয়া তাহাকে সেই সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, টাকা পাইয়া কাপ্তেন তখন স্থির হইয়াছিল বটে, কিন্তু আন্তরিক প্রতিশোধস্পৃহা পরিত্যাগ করে নাই।

সেই কসাই-কুমারী—কর্ণেল মাল্‌পাসের স্ত্রী আজ অপরাহ্নে লেডী স্ন্যাক্‌ভিলীর বৈঠকখানায় উপস্থিত। আত্মপরিচয় দিয়া মিসেস্ মাল্‌পাস্ লেডী স্ন্যাক্‌ভিলীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল, আপন অভিসন্ধি সিদ্ধকরণাভিলাষে লেডীও তাহাকে আদর করিয়া নিজের সোফার অতি নিকটে বসাইলেন। কথোপ-কথন আরম্ভ হইল।

লেডী বলিলেন, "তোমার সহিত পূর্ব্বে আমার আলাপ ছিল না, তোমাকে আমি চক্ষেও দেখি নাই, আজকাল তোমার নিতান্ত দুরবস্থা হইয়াছে শুনিয়া কিছু উপকার করিবার অভিপ্রায়ে আজ আমি তোমাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।"

মিসেস্ মাল্‌পাস্ বলিল, "আমি শুনিয়াছি, আমার স্বামীর উপর আপনার অতিশয় ক্রোধ, অতিশয় ঘৃণা, তাহার প্রকৃত কারণ আমি অবগত হইতে পারি নাই। আমার স্বামী অত্যন্ত দুশ্চরিত্র, অত্যন্ত লম্পট, বিখ্যাত বদ্‌মাস্, তাহা আমি জানি; কিন্তু আপনি কেন তাহার উপর চটা, সে কথা কেহ আমাকে বলিয়া দেয় নাই।"

লেডী বলিলেন, "তোমাদের বিবাহের পর তোমার স্বামীর অবস্থা ফিরিয়াছিল, মারল্‌বরো ষ্ট্রীটে সে একখানা অট্টালিকা বানাইয়া তোমাকে লইয়া সেইখানে বাস করিয়াছিল, সেখানে তুমি সকল প্রকার সুখে দিন-যাপন করিতেছিলে, তাহার পর—"

সকল কথা শুনিবার অগ্রে ঐখানে বাধা দিয়া মিসেস্ মাল্‌পাস্ বলিয়া উঠিল, "আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। মারল্‌বরো ষ্ট্রীটে আমি সুখে ছিলাম বটে, সে বাড়ীর আমি কর্ত্রী ছিলাম বটে, কিন্তু স্বামীর দুর্ব্যবহারে, স্বামীর অপব্যয়ে সেই সুখভোগে আমার মানসিক তৃপ্তি ছিল না। বিবাহের পূর্ব্বে আমার একজন পিতৃব্য তাঁহার সঞ্চিত সম্পত্তি আমাকে দান করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার সম্পত্তির অপর কেহ উত্তরাধিকারী

ছিল না, তাঁহার ইচ্ছায় আমিই সেই সম্পত্তির অধিকারিণী হই, সমস্তই নগদ টাকা। আমার স্বামী সেই তথ্য জানিতে পারিয়া ফুসলাইয়া ফাসলাইয়া সেই টাকাগুলি নিজের হস্তগত করে,এক মাসের মধ্যেই সব টাকা উড়াইয়া দেয় ;— নিজের টাকাও উড়ায়, আমার টাকাও উড়ায়। ক্রমে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া জেলখানায় যায়,—কয়েদ হয়,—আমাদের বাড়ী-ঘর, জিনিসপত্র, বাড়ীর আসবাবপত্র সমস্তই দেনার দায়ে নীলাম হইয়া যায়, অগত্যা আমি পিতৃ-ভবনে গিয়া আশ্রয় লই ; এখনও পিতা-মাতার নিকটে আছি। স্বামী আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লেখে, আমি তাহা খুলিও না, রাখিও না, দূর করিয়া ফেলিয়া ফেলিয়া দিই। এই আমার অবস্থা। আজ অকস্মাৎ আপনি পত্র লিখিয়া কেন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনের কৌতূহলে আপনার আদেশ পালন করিয়াছি।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "কোন ভাবনা নাই, কোন ভয় নাই, তোমার গুণের কথা আমি শুনিয়াছি, অবস্থার কথাও শুনিয়াছি, তোমার মুখেও আজ তাহা শুনিলাম। তুমি সতী তোমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক. সেই জন্য তোমার উপকার করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। হাঁ,—তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তোমার স্বামীর উপর আমার রাগ কেন ? হাঁ,—সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমাদের মারলবরোর বাড়ীতে তোমার স্বামী এক রাত্রে অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমি গিয়াছিলাম। তুমি সে দিন বাড়ীতে ছিলে না, কুটুম্ববাড়ীতে গিয়াছিলে, তোমার স্বামী সেই রাত্রে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বহু কষ্টে বহু চেষ্টায় আমি সেই দুরাচারের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম, তাহার চরিত্রের কথা আমার অজানা ছিল না, প্রত্যক্ষে পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি আমার অত্যন্ত ঘৃণা হয়, সেই অবধি আর আমি তাহাকে ত্রিসীমায় আসিতে দিই না। সে নিজের পদগৌরবের বলে নগরের অনেক বড় বড় লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিয়াছিল, বড় বড় মজ্‌লীসেও যাওয়া আসা করিত, কিন্তু আমার নিকটে ঘেঁসিতে পারিত না,তাহার পরেই সেই দুরাত্মা দেনদার দায়ে জেলখানায় কয়েদ হইয়াছিল ; কোন অজ্ঞাত লোকের সাহায্যে দেনা পরিশোধ করিয়া কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করে ; খালাস হইবার পর তাহার অনন্ত দুরবস্থা ঘটে ; পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় ; সেই সময় আমাকে একখানা করুণা-পূর্ণ পত্র লিখিয়া, পূর্ব্বকৃত অপরাধের ক্ষমা চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বিস্তর দুঃখ জানায়, দয়া

করিয়া আমি তাহাকে একটা কার্য্যের ভার দিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দিই, সম্প্রতি সে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

চমকিত-স্বরে মিসেস্ মাল্‌পাস্ জিজ্ঞাসা করিল, "আসিয়াছে?—কবে আসিয়াছে? ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা আমি শুনি নাই, কবে আসিয়াছে?"

লেডী বলিলেন, "কল্য আসিয়া'ছ, কল্যই আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। যে কার্য্যের জন্ত আমি তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কিছুই সিদ্ধ করিয়া আসিতে পারে নাই, শুনিয়া আমি তাহাকে তিরস্কার করি, লোকটা আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বড় ভয়ঙ্কর কথা বলিয়াছে, আমার কতকগুলি গুহ্যকথা আছে, সেই পাজী লোকটা তাহা জানে, সেই জোরে আমাকে কায়দায় ফেলিয়া আমার সতীত্ব নাশ করিবে, আমি রাজী না হইলে সেই সব গুহ্যকথা প্রকাশ করিয়া দিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া গিয়াছে, নেমখারাম—বজ্জাৎ—বিশ্বাসঘাতক! মহাসঙ্কটে পড়িয়া আমি তাহার সহিত একটা গুপ্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি, সেই বন্দোবস্তটা উল্টাইয়া দিবার মত্‌লবে তোমাকে আমি ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, সেই সূত্রে তোমার উপকার করিব, এই আমার বাসনা। কি সেই মত্‌লব, স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, স্থির হইয়া শোনো। তুমি সে পক্ষে সহায়তা করিলেই নিষ্কণ্টকে দুই দিক্ রক্ষা হইবে। সহায়তা করিতে রাজী আছ কি?"

রমণী বলিল, "সম্পূর্ণ রাজী আছি। আপনি দানশীলা, দয়াময়ী, বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের ঘরণী, আপনাকে এ সঙ্কট হইতে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। কি আপনি আজ্ঞা করেন, বলুন, আমি সাধ্যমতে সে চেষ্টা করিব।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "স্থির হইয়া শোনো, শুনিতে শুনিতে বাধা দিও না, কথার মাঝখানে কোন কথা পাড়িও না, একমনে শুনিয়া যাও।—তোমাকে আমি অনেক টাকা দিব, বড়লোকের মত বড় একখানা বাড়ী করিয়া দিব, বড়লোকের মত সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিতে পার, বৎসর বৎসর হাজার গিনী করিয়া দিয়া তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিব। তোমার স্বামী আজ রাত্রে আমার কাছে আসিবে। যে কুৎসিত লোভে সেই পাপিষ্ঠটা উন্মত্ত হইয়াছে, সেই লোভ চরিতার্থ করিবে, ইহাই তাহার আশা,—ইহাই তাহার মত্‌লব। তুমিও আজ রাত্রি ১১টার পূর্ব্বে আমার কাছে আসিও, যে ঘরে আমার সহিত সেই লোকটার দেখা হইবার সঙ্কেত আমি বলিয়া দিয়াছি, সেই ঘরে তুমি থাকিও, সে ঘরে উত্তম বিছানা আছে, সেই বিছানায় শয়ন করিও। ঠিক ১১টার সময়

সে আসিবে, আমার সখী সেই ঘরে তাহাকে লইয়া যাইবে, ঘরে তাহাকে রাখিয়া সখী দরজায় চাবী বন্ধ করিয়া আসিবে। মুখে তুমি ঘোমটা দিয়া থাকিও, সেই বিছানায় আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি,ইহা মনে করিয়া আমোদে আহ্লাদে সে তোমার বিছানার কাছে যাইবে, সেই সময় মুখের ঘোমটা খুলিয়া উঠিয়া তুমি তাহার হাত ধরিয়া আদর করিয়া বিছানায় তুলিয়া লইও, অনুতাপ করিয়া চক্ষে জল আনিয়া, মায়া দেখাইয়া তাহাকে তুমি বলিও, 'কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, কেন তুমি আমার মুখ দেখ না, যদি আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা কর, আমি তোমাকে পরম যত্নে রাখিব, অকপটে ভালবাসা দেখাইব, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেরূপ কর্ত্তব্য, প্রাণপণে সে কর্ত্তব্য আমি পালন করিব। পূর্ব্বকথা ভুলিয়া, সদয় হইয়া তুমি আমাকে গ্রহণ কর। বিধাতার কৃপায় আমি এখন অনেক টাকা পাইয়াছি, আমাদের যে বাড়ীখানা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও ভাল বাড়ী তোমাকে কিনিয়া দিব, আমার পিতা বৎসর বৎসর আমাকে হাজার পাউণ্ড করিয়া বৃত্তি দান করিবেন, বড়লোকের মত খরচপত্র করিয়া তোমাকে আমি সর্ব্বসুখের অধিকারী করিতে পারিব।" এই সব কথা শুনিয়া সে অবশ্যই তোমার বশীভূত হইবে। কেমন, গুছাইয়া গুছাইয়া এই কথাগুলি তাহাকে বলিতে পারিবে ত ?"

মনে মনে কি একটু চিন্তা করিয়া, কসাই-কুমারী অন্তরে বিস্ময় রাখিয়া সচকিতে বলিল, "তাহা যেন পারিব, কিন্তু তত টাকা আমি পাবো কোথায় ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "অগ্রেই ত আমি বলিয়াছি, সব টাকা আমি দিব। আজ রাত্রেই আমি নগদ ৫ হাজার গিনী তোমার হাতে দিব ;—পাঁচ হাজার গিনীর ব্যাঙ্ক-নোট ;—সেই নোটগুলি তুমি তাহাকে দেখাইও,—তাহার হাতে দিও না, কেবল দেখাইও ; লোভী লোক তত টাকা দেখিলে কখনই তোমার কথানুসারে কাজ করিতে নারাজ হইবে না। আরও বৎসর বৎসর হাজার গিনী করিয়া আমার কাছে তুমি পাইবে, রাত্রে তুমি আসিও, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করা যাইবে। তোমারও দুঃখ ঘুচিবে, স্বামীও বাধ্য হইবে, এ কৌশলে আমিও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিব। বুঝিলে ত সব কথা ?"

আবার কি একটু চিন্তা করিয়া মিসেস্ মাল্‌পাস্ বলিল, "বুঝিলাম সব, আপনার আজ্ঞা পালন করিতেও আলস্য করিব না, কিন্তু আমার পিতা ত ঐ সব টাকার কথা কিছুই জানিবেন না, তাঁহাকে কি বলিয়া বুঝাইব ?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "তাঁহাকে বুঝাইবার কি দরকার? তাঁহাকে জানাইবারই বা কি প্রয়োজন? তোমাতে আমাতে যেরূপ পরামর্শ হইল, তাহা কেবল তুমিই জানিবে, আমিই জানিব;—বাস্—এই পর্য্যন্ত কথা, রাত্রি ১০ টার পর আসিও।"

মনে মনে আনন্দিত হইয়া লেডীকে অভিবাদন পূর্ব্বক মিসেস্ মাল্‌পাস্ বিদায় হইয়া গেল। পরামর্শ স্থির করিয়া, মাল্‌পাসের স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দিয়া লেডী স্যাক্‌ভিলী বেলা প্রায় ৪ ঘটিকার সময় আপন বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। দশ মিমিট পরেই লর্ড স্যাক্‌ভিলী ম্লানবদনে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়াই লেডীকে তিনি বলিলেন, "কৈ, আমার সে কাজটার কি হইল?—জোগাড় করিতে পারিয়াছ কি?"

ভিনিসিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া, হাত-বাক্স খুলিয়া, পাঁচ হাজার গিনীর ব্যাঙ্কনোট বাহির করিয়া আনিয়া স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন; মোহিনীকে চুম্বন করিয়া লর্ড স্যাক্‌ভিলী আনন্দে আনন্দে দ্রুতপদক্ষেপে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। লেডী স্যাক্‌ভিলী অট্ট অট্ট হাস্য করিলেন।

একত্রিংশ উল্লাস

গালিচার নীচে চাবী।

রাত্রি সাড়ে দশটা। রাজকুমারের ভোজনাগারে এক টেবিলে বসিয়া রাজকুমার, লর্ড স্যাক্‌ভিলী এবং কাপ্তেন ট্যাস্ তিন জনে এক সঙ্গে মদ খাইতেছেন, তাস খেলিতেছেন;—লম্বা লম্বা বাজী রাখিয়া তাসখেলা।

ছয় পাত্র মদিরা উজাড় হইয়াছে, তিন হাত খেলা হইয়া গিয়াছে, এমন সময় প্রাসাদের একজন কিঙ্কর প্রবেশ করিয়া লর্ড স্যাক্‌ভিলীর হস্তে একখানা চিঠি দিল। স্ত্রীলোকের হাতের লেখা, শিরোনামা দেখিয়াই কাপ্তেন ট্যাস্ মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বাহোবা!—মেয়েমানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ!—চিঠিখানিতে গোলাপী আতরের সুবাস বাহির হইতেছে।—লর্ড স্যাক্‌ভিলীর ভাল ভাল।"

হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়াই, লর্ড স্তাকৃভিলী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াই-লেন। যুবরাজ বলিলেন, "যাও যাও, শীঘ্র যাও, এ রাত্রে আর তুমি ফিরিতে পারিবে, এমন বোধ হয় না! খেলার প্রথম বাজীতে আমি তোমার হাজার গিনী জিতিয়া লইয়াছি!"

স্তাকৃভিলী বলিলেন, "আবার খেলায় বসিলে কত হাজার গিনী আমার পকেটে আসিবে, ঝোঁকের খেলার হার-জিত আমি বেশ জানি।"

প্রিন্স পুনর্ব্বার বলিলেন, "শীঘ্র চলিয়া যাও, বিলম্ব হইলে তোমার প্রাণ-প্রেমিকা হয় ত রাগ করিবেন।"

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আর এক পাত্র মদিরা কণ্ঠস্থ করিয়া, লর্ড স্তাকৃভিলী বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজ ও কাপ্তেন ট্যাস্ খেলা বন্ধ রাখিয়া মদ্য পান করিতে লাগিলেন। পাত্রেব উপর পাত্র, ঘন ঘন গাত্রঘূর্ণন, উপর্য্যুপরি মদ্যপান।

প্রমোদে গল্প করিতে করিতে যুবরাজ সহসা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ—ভাল কথা,—আজ বৈকালে একটি স্ত্রীলোক উপরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে-ছিল, তুমি সেই সময় উঠিয়া আসিতেছিলে, সেই স্ত্রীলোক তোমাকে দেখিয়া সেলাম করিল, তুমিও মাথা নোয়াইলে, সে স্ত্রীলোকটা কে?—প্রিভি কাউন্সি-লের গৃহ হইতে আমি তখন বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, তোমাদের মাথা নাড়ানাড়ি ঘাড় নাড়ানাড়ি আমি দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকটি কে?"

কাপ্তেন।—বল্‌বো তবে?—বল্‌বো তবে?—কর্ণেল মাল্‌পাসের স্ত্রী।

প্রিন্স।—অ্যাঁ—সেই বদ্‌মাস্‌টার স্ত্রী?—পাজী—নরাধম—নরকের কীট, সেই মাল্‌পাসের স্ত্রী?—স্ত্রীলোকটা কিন্তু দেখিতে মন্দ নয়,—যদিও একটু দূর হইতে আমি দেখিয়াছি, তথাপি ঠিক দেখিয়াছি—অবয়বের গঠন দিব্য সুন্দর, মুখখানিও বেশ, তোমাকে সেলাম করিবার সময় একটু হাসিয়াছিল, হাসিটুকুও বড় মিষ্ট,—চলনের ভঙ্গীও বড়ঘরের মহিলাদের মত।

কাপ্তেন।—ছোট ঘরে জন্মিয়াছে বটে, বদ্‌মাস্ লোকের সঙ্গে বিবাহ হই-য়াছে বটে, স্ত্রীলোকটা কিন্তু পছন্দসই সুন্দরী:—মুখ ভাল, চক্ষু ভাল, চুল ভাল, গঠন ভাল, দাঁতগুলি মুক্তার মত শাদা, সব ভাল!—সুন্দরী মেয়েদের সুন্দর সুন্দর দাঁত আমি বড় ভালবাসি;—বন্দুকের সঙ্গীন আর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ছোরা যেমন আমার প্রিয়, সুন্দরী মেয়েদের সুন্দর সুন্দর দাঁতগুলিও আমার সেই রকম প্রিয়;—কিন্তু অনেকক্ষণ আমাদের খেলাটা বন্ধ রহিয়াছে, খেলা চলিবে না?

প্রিন্স। (অন্যমনস্ক হইয়া) না, মেয়েমানুষের কথা উঠিয়াছে, এখন

আর তাসখেলা ভাল লাগে না। কি বলিতেছিলে তুমি?—সুন্দরী?—খুব সুন্দরী?—আচ্ছা, এ দিকের রীতি-চরিত্র কেমন?—ধরা যায়?

কাপ্তেন।—রীতি-চরিত্র আমি যত দূর জানি, তাতে জোরে নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, স্ত্রীলোকটি সতী।

প্রিন্স।—(সবিস্ময়ে) সতী?—নরাধম মাল্‌পাসের স্ত্রীটা সতী?—বশীভূত করা যায় না?—সেটাকে একবার পরীক্ষা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; যথার্থই একান্ত ইচ্ছা;—ধরিয়া ফেলিবার সুবিধা হয় না?

কাপ্তেন।—(এক পাত্র মদ্য পান করিয়া) সত্য যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, আমি চেষ্টা করিতে পারি। তাহার যখন বিবাহ হয় নাই, তখন আমার সঙ্গে ভাব হইয়াছিল, আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। যদিও লজ্জাশীলা, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা;—গায়ে হাত বুলাইয়া দুটি চারিটি মিষ্ট কথা বলিলেই বশীভূত হইতে পারে, তাহার প্রকৃতি সেই রকম, ইহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

প্রিন্স।—(মদ্যপান করিয়া) তাহা যদি বুঝিয়া থাকো, তবে গোপনে গোপনে চেষ্টা করিয়া দেখ।

যুবরাজের শেষ কথায় কান না রাখিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ ব্যস্তভাবে চেয়ার হইতে উঠিল, ইতস্ততঃ চাহিয়া চাহিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল; চঞ্চলস্বরে বলিল, "লর্ড স্যাকৃভিলী তাঁহার সিগারের বাক্সটা কোথায় রাখিয়া গেলেন, খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

যুবরাজ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, এই রকম গল্পের সময় সিগার বড় দরকারী। খোঁজো খোঁজো, দেখ দেখ, তাকের উপর, আলমারীর উপর, অন্য অন্য চেয়ারের উপর, ড্রাজের ভিতর, ভাল করিয়া অন্বেষণ কর, আর এক পাত্র মদ খাও,—ভাল করিয়া অন্বেষণ কর; নেসার মুখে গোটাকতক সিগার কিংবা সিগারেট চাই-ই চাই, অন্বেষণ কর।"

যুবরাজকে এক পাত্র মদ্য প্রদান করিয়া, নিজেও এক পাত্র উদরস্থ করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ গৃহমধ্যে নানা স্থান অন্বেষণ করিল, সিগারের বাক্সটা কোথাও দেখিতে পাইল না; রাজপুত্রকে বলিল, "পাওয়া গেল না।"

যুবরাজ বলিলেন, "তুমি যদি আমার তোষাখানায় একবার যাও, তাহা হইলে সেই ঘরের তাকের উপর আমার সিগারেটের বাক্স আছে, এখনি লইয়া আসিতে পার। না না,—তুমি পারিবে না,—আমি ঘণ্টা বাজাইয়া একজন চাকর ডাকি।"

ট্যাস্ বলিল, "না না, চাকর ডাকিতে হইবে না,—আমি নিজেই যাই-তেছি।"

প্রিন্সের সম্মতি না লইয়াই কাপ্তেন ট্যাস্ চঞ্চলপদে গৃহ হইতে বাহির হইল; বারাণ্ডা দিয়া যুবরাজের মহলের দিকে খানিক দূর গিয়াছে, এমন সময় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, লেডী স্যাকৃভিলীর গৃহ হইতে দুটি স্ত্রীলোক অতি সাবধানে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে। দেখিয়াই সে একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল; স্ত্রীলোক দুটিও কাপ্তেনকে দেখিতে পাইয়াছিল, সম্মুখ-দিকে আর অগ্রসর না হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া আবার সেই পূর্ব্ব-গৃহে প্রবেশ করিল। কাপ্তেন একটু দূরে ছিল, কে তাহারা, মুখ দেখিতে না পাইয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিল, আজ রাত্রে কি একটা রঙ্গ আছে, হয় ত কি একটা কাণ্ড বাধিবে;—দেখা চাই।—এই ভাবিয়া বারাণ্ডার এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখিল, কোন দিকেই লুকাইয়া থাকিবার স্থান নাই। বারাণ্ডায় দিব্য আলো ছিল, সে আবার এ পাশ ও পাশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, যেখানে সে তখন দাঁড়াইয়াছে, তাহার বামদিকে একটা দরজা;—হস্ত-স্পর্শ করিবামাত্র দরজা খুলিয়া গেল। কাপ্তেন দেখিল, একটা ঘর, বারাণ্ডার লণ্ঠনের আলো সেই ঘরে একটু একটু প্রবেশ করিতেছিল, সেই অল্প আলোতে সে একবার চক্ষু ঘুরাইয়া দেখিয়া লইল, ঘরের ভিতর একখানা খাট, তাহার উপর বিছানা, দেয়ালের নাগদন্তে স্ত্রীলোকের ঘাগ্‌রা, কোর্ত্তা, টুপী ও রুমাল ইত্যাদি ঝুলি-তেছে; একধারে একটা তাক আছে, তাকের উপর কি কি জিনিস রহিয়াছে, তাহা দেখিবার সময় হইল না, শীঘ্র শীঘ্র দরজা ভেজাইয়া, ছিদ্র-পথে চক্ষু রাখিয়া, এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরটা অন্ধকার, অপর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে, সে ভয় রহিল না।

পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত। ওৎ করিয়া যেখানে ট্যাস্ লুকাইয়া ছিল, তাহার ঠিক সম্মুখদিকে আর একটা ঘর। সেই ঘরের দরজার ধারে খস্ খস্ করিয়া স্ত্রীলোকের ঘাগ্‌রা-ঘর্ষণের শব্দ হইল, কাপ্তেন উঁকি মারিয়া দেখিল, সেই দুটি স্ত্রীলোক, একজন খুট্ খুট্ করিয়া সেই ঘরের দ্বারের চাবী খুলিল, অতি সাবধানে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটিও এ দিক্ ও দিক্ চাহিতে চাহিতে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল; বামদিকে যখন যায়, কাপ্তেন তখন তাহার মুখের আধখানা দেখিতে পাইয়াছিল; দেখিয়াই শিহরিয়াছিল। কে সেই সঙ্গিনী? মিসেস্ মাল্‌পাস্। কাপ্তেন ভাবিল, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!—মাল্-পাসের স্ত্রী এই রাজপ্রাসাদে দুইবার আসিল; বৈকালে একবার আসিয়াছিল,

আবার এই রাত্রিকালে আসিয়াছে! কি ব্যাপার? লেডী স্যাক্ভিলীর সঙ্গে ইহার কি এতই ঘনিষ্ঠতা,—এতই আত্মীয়তা? যিনি চাবী খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, তিনিই হয় ত তবে লেডী স্যাক্ভিলী। বেশ, দেখা যাক্, কি রঙ্গ হয়।

স্ত্রীলোক দুটি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতরদিকে দ্বার রুদ্ধ করিল; ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিল;—সাম্না-সাম্নি ঘর, অপ্রশস্ত বারাণ্ডামাত্র ব্যবধান, চুপি চুপি কথা হইলেও কথাগুলি কাপ্তেন ট্যাসের কর্ণে স্পষ্ট স্পষ্ট প্রবেশ করিল। কাপ্তেনের তখন সন্দেহ ঘুচিল;—ঠিক বুঝিল, লেডী স্যাক্ভিলী আর মিসেস্ মাল্পাস্। পোষাক খুলিয়া, রাত্রিবাস পরাইয়া মিসেস্ মাল্পাসকে শয্যায় শয়ন করিতে বলিয়া লেডী স্যাক্ভিলী বাহির হইয়া আসিলেন, বাহিরদিকে চাবী দিয়া এক মিনিটকাল সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকাঠের বাহিরে একখানা ক্ষুদ্র গালিচা পাতা ছিল, চাবীটা সেই গালিচার নীচে লুকাইয়া লেডী স্যাক্ভিলী নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কাপ্তেন ট্যাস্ তখন বুঝিয়া লইল, মাল্পাসের স্ত্রী এ রাত্রে এই রাজ-প্রাসাদেই রাত্রিযাপন করিবে, অবশ্য কেহ আসিবে; কে আইসে, দেখিতে হইবে। কি একটা ফাঁদ পাতা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু আমি সেই ফাঁদে অন্য প্রকার খেলা খেলিব।

লেডী স্যাক্ভিলীর পদধ্বনি যখন্ আর শুনা গেল না, কাপ্তেন তখন সেই অন্ধকার ঘর হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া, দরজাটা ভেজাইয়া রাখিয়া, সম্মুখের ঘরের চৌকাঠের কাছে গেল, গালিচার নীচে হইতে চাবীটা তুলিয়া লইয়া নিজের পকেটে রাখিল; এই কার্য্য করিয়াই নিঃশব্দ-দ্রুতপদে যুবরাজের কাছে ছুটিয়া গেল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে এক নিশ্বাসে বলিল, "রাজকুমার! আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে!—ঘরে বসিয়াই পূর্ণ;—মাল্পাসের স্ত্রী এই প্রাসাদের মধ্যেই আছে, অতি নিকটেই আছে, যদি দেখা করিতে হয়, আসুন, শীঘ্রই আসুন।"

অবিশ্বাস করিয়া যুবরাজ বলিলেন, "তুমি কি পাগল না মাতাল?—রাত্রি-কালে মাল্পাসের স্ত্রী রাজপ্রাসাদে আসিবে, ইহা কি কখন সম্ভব হয়?—তুমি যেমন সিগারেট আনিতে গিয়া বিশ মিনিট কাটাইলে, সেই রকমেই আমার বাড়ীতে মাল্পাসের স্ত্রীকে দেখিয়াছ, ইহাই নিশ্চয়।"

কাপ্তেন বলিল, "আমি পাগলও নই, মাতালও নই, সম্পূর্ণ সজ্ঞান। আপনি শীঘ্র আসুন,—মিসেস্ মাল্পাস্ এই রাত্রে প্রাসাদেই নিদ্রা যাইবে।

যদি আপনি বিলম্ব করেন, তবে হয় ত কোন প্রকার বাধা পড়িতে পারে ; অন্য কেহ একজন আসিবে, এইরূপ আমার মনে লয়।"

কতক অবিশ্বাসে কতক বিশ্বাসে লম্পট যুবরাজ একপাত্র মদ্য পান করিয়া কাপ্তেন ট্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ হইতে বাহির হইলেন ; বারাণ্ডার যে ঘরে চাবী বন্ধ, সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন ; পকেট হইতে চাবী বাহির করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ আস্তে আস্তে তালা খুলিল, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সংশয়ে সংশয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহিরদিকে চাবী বন্ধ করিয়া, চাবীটা নিজের পকেটে রাখিয়া, কাপ্তেন আবার পূর্ব্বোক্ত অন্ধকার-গৃহে গিয়া পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রহিল।

প্রিন্স যে গৃহে প্রবেশ করিলেন, সেই গৃহের টেবিলের উপর দুটি মোম-বাতী জ্বলিতেছিল, বিছানায় মশারি ফেলা ছিল, মশারির ভিতর কে শুইয়া আছে, তাহা দেখিবার উল্লাসে মশারিটা একটু ফাঁক করিয়া উঁকি মারিয়া যুবরাজ দেখিলেন, দিব্য একটি স্ত্রীলোক হাত-পা ছড়াইয়া অচেতনে ঘুমাই-তেছে। এ দেশের স্ত্রীলোকেরা রজনীযোগে যে প্রকার বসন পরিধান করে, তাহা লিখিয়া দিতে লজ্জা হয় ; যে স্ত্রীলোকটি ঘুমাইতেছে, তাহাকে উলঙ্গিনী বলাই ন্যায়সঙ্গত।

লেডী ষ্টাকৃভিলীর উপদেশমতে মিসেস্ মাল্‌পাসের কপট-নিদ্রা, পাঠক মহাশয় ইহা জানিয়া রাখুন। ঘুমাইলে সুন্দরী স্ত্রীলোকের রূপের কিছু বেশী খোল্‌তা হয়, সেই জন্যই লেডী ষ্টাকৃভিলী ঐ স্ত্রীলোকটিকে কপট-নিদ্রায় আলুথালু হইয়া থাকিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। যুবরাজ সেই উলঙ্গিনী মূর্ত্তি অনিমেষ-নেত্রে দর্শন করিতেছেন, মুহুর্ম্মুহুঃ তাঁহার দুষ্ট রিপু উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। রমণী কিন্তু তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে না, অনেক-ক্ষণ কপট-নিদ্রায় ভাণ। সাধ মিটাইয়া, প্রাণ ভরিয়া, চক্ষু জুড়াইয়া লম্পট যুবরাজ সেই মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন ; রমণী যদি হঠাৎ জাগিয়া উঠে,তাঁহাকে দেখিলেই আতঙ্কে চীৎকার করিবে, প্রাসাদের সমস্ত লোক সেই দিকে ছুটিয়া আসিবে, ভয়ানক ঢলাঢলি হইবে, এই ভাবিয়া তিনি টেবিলের কাছে গিয়া, ফুৎকার দিয়া বাতী দুইটা নিবাইয়া দিলেন, গৃহমধ্যে ঘোর অন্ধকার। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ সেই অন্ধকারে বিছানার নিকটে গিয়া, কপট-নিদ্রাভিভূতা যুবতীর একখানি হস্ত ধারণ করিলেন, ধীরে ধীরে ওষ্ঠের নিকটে লইয়া গিয়া, সেই হাতখানি চুম্বন করিলেন। যুবতী একটু শিহরিল, কিন্তু কথা কহিল না। দুই মিনিট পরে যুবরাজ পুনরায় সেইরূপে তাহার হস্ত চুম্বন ও সেই সঙ্গে

অধর চুম্বন করিলেন। হঠাৎ যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল, কপটে সেই ভাব জানাইয়া, অন্ধকারে চাহিয়া, ধীরে ধীরে সুমধুর-কণ্ঠে রমণী বলিতে লাগিল, "বাতী নিবাইয়া দিলে কেন,—কত দিনের পরে আসিয়াছ, আমি তোমার মুখ দেখিতে পাইতেছি না; অন্তরে আহ্লাদ হইতেছে, কিন্তু সে আহ্লাদ যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছে;—আলো নিবাইলে কেন? আজ আমার বড় শুভ দিন!—বহু দিনের পর তোমার সহিত আমার পুনর্মিলন হইল, আবার তোমাকে আমি পাইলাম, আমার হৃদয়ে সে আহ্লাদ ধরিতেছে না!—লম্পট-স্বভাবে তুমি আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছ, ঘৃণা করিয়া অবহেলা করিয়াছ, তোমার কুব্যবহারে আমি অনেক যাতনা ভোগ করিয়াছি, তুমিও সামান্য যাতনা পাও নাই। ক্রমাগত অপব্যয়ে যথাসর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়া, জেলখানায় তুমি কয়েদ হইয়াছিলে, খালাস পাইয়া মনের দুঃখে বিদেশে পলাইয়াছিলে, বিদেশে গিয়া তুমি বেশ ভালমানুষ হইয়া আসিয়াছ, পূর্ব্বের কুস্বভাব শুধরাইয়া গিয়াছে, ভালমানুষ হইয়া তুমি আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, পরম সৌভাগ্য আমার!—আলো নিবাইলে কেন?—তোমার পূর্ব্বের কুব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার কাছে মুখ দেখাইতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে?—আলোতে আমার মুখ দেখিতে কি তোমার সাহস হইতেছে না?—এসো,—বিছানার কাছে এসে বোসো,—কি ভাবিতেছ?—আমি লেডী স্তাকভিলী নই, আমি তোমার সেই অভাগিনী স্ত্রী, আমার কাছে এসে বোসো, মন খুলিয়া কথা কও;—ঘরে আসিয়া আপন স্ত্রীর সহিত কথা কহিতে লজ্জা কি? ভাগ্যক্রমে আমি এখন অনেক টাকার অধিকারিণী হইয়াছি, বাবা আমাকে পাঁচ হাজার গিনী নগদ দিয়াছেন, ব্যাঙ্কনোটগুলি আমার সঙ্গেই আছে, ঘরে আলো থাকিলে এখনি আমি তোমাকে দেখাইতে পারিতাম। যদি পারো, আলো জ্বালো, নোটগুলি দেখ, হৃদয়ে আনন্দ আসুক। আমি তোমাকে আবার ভালরকম নূতন বাড়ী কিনিয়া দিব, ভাল ভাল আসবাবপত্র কিনিয়া দিব, নানারকম সুখের সামগ্রী কিনিয়া দিব, আগেকার মত আবার তুমি বড় বড় লোকের মজ্‌লীসে আদর-সম্মান পাইবে, আর তোমার কোন অভাব থাকিবে না, কোন দুঃখ থাকিবে না; মনেও কোন প্রকার যাতনা থাকিবে না, আমাকে লইয়া রম্য অট্টালিকায় তুমি রাজার মত সুখে থাকিতে পারিবে। কৈ, একটিও কথা কহিতেছ না যে?—এই রকমে আমাকে যাতনা দিবার জন্যই কি তবে তুমি আমার কাছে আসিয়াছ? কৈ, একটিও উত্তর দিতেছ না যে?—আলো নাই বলিয়া কি তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?—

লেডী ভাক্ভিলীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, আমি লেডী ভাক্ভিলী নই—আমি তোমার স্ত্রী।”

ক্ষণেকের জন্য যুবরাজ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। মাল্পাসের স্ত্রী আমাকে মাল্পাস্ মনে করিয়াই ঐ সকল কথা বলিতেছে, ইহা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; নিকট হইতে একটু তফাতে সরিয়া গেলেন, একবার ভাবিলেন, ইহার আশা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাই. আবার ভাবিলেন, আমাকে ঘরের ভিতর রাখিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ দ্বারে চাবী দিয়া গিয়াছে, বাহির হওয়া অসম্ভব। কি করা কর্ত্তব্য?—রমণীর নিকট সত্যকথা প্রকাশ করি, আত্ম-পরিচয় দিয়া উহার আসক্তি বাড়াই, কাপ্তেন বলিয়াছে, স্বভাব খুব ঠাণ্ডা, মিষ্ট-কথা বলিলেই, আদরে আদরে সোহাগ করিলেই বশীভূত করা যাইবে; তাহাই পরীক্ষা করা যাক্, বিছানার নিকটেই যাই।

মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া লম্পট রাজকুমার পুনর্ব্বার শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, নিকটে একখানা চেয়ার ছিল, আন্দাজে আন্দাজে সেইখানা টানিয়া লইয়া শয্যার অতি নিকটে বসিলেন; অল্পক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শয্যার উপরে উঠিলেন; রমণীকে বক্ষে পেষণ করিয়া ললাটে বদনে বারংবার চুম্বন করিলেন। রমণীর আনন্দ হইল; কিন্তু কি একটা সন্দেহ হওয়াতে মনে আবার আতঙ্ক আসিল। বক্ষে বস্ত্রাবরণ ছিল না, যুবরাজ সেই বক্ষের উপর হেঁট হইয়া যখন আলিঙ্গন করেন, তখন কি একটা শীতল পদার্থ যুবতীর বক্ষে সংস্পর্শ হইয়াছিল, সেই পদার্থে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া যুবতী বুঝিল, নক্ষত্রপদক;—প্রিভি কাউন্সিল-গৃহ হইতে বৈকালে যুবরাজ যখন বাহির হন, সেই পদকটি তখন তাঁহার বক্ষেই ছিল, তখনো তাহাই রহিয়াছে; ইহা স্থির বুঝিতে পারিয়া, শঙ্কাকম্পিতা মিসেস্ মাল্পাস্ বক্ষের উপর হইতে যুবরাজকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। যুবরাজ তখন আবার শয্যা হইতে নামিয়া, চেয়ারে বসিয়া, শয্যার দিকে একটু হেঁট হইয়া, চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, “তুমি ভয় পাইতেছ কেন, আমি রাজকুমার, আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি, তুমি কি আমার ভালবাসা পাইতে ইচ্ছা কর না? একদিন আমি তোমাদের রাজা হইব, তুমি আমার মনোমোহিনী প্রাণতোষিণী হইলে আমি তোমাকে রাজরাণীর মত সুখে রাখিব, বহু সম্পদের অধিকারিণী করিব, সে সুখভোগ করিতে কি তোমার অভিলাষ হয় না? আমি মাল্পাস্ নই, সেই নীচাশয় নরপিশাচের আশা তুমি ছাড়িয়া দাও, আমার হও।”

সোহাগে সোহাগে ঐ সকল কথা বলিয়া, যুবরাজ আবার যুবতীকে বক্ষে

ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া, তাঁহার সুন্দর অধরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। যুবতীর মন মজিয়া গেল; হৃদয় গলিয়া গেল, অলসে, আবেশে সে তখন আপন ইচ্ছায় যুবরাজের কোলে বসিয়া বারংবার তাঁহার অধরে চুম্বন করিল।

ঠিক সেই সময় দ্বারের বাহিরে মানুষের পদশব্দ, মৃদুস্বরে চাপা চাপা কথা; মিসেস্ মাল্‌পাস্ একমনে কান পাতিয়া সেই শব্দ শুনিল, ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিয়া দ্বারের নিকটে আসিল, স্তম্ভিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "আমি—আমি জেসিকা; কর্ণেলকে এনেছি।"

অন্তরে স্থিরসংকল্প আনিয়া পূর্ব্ববৎ স্তম্ভিতকণ্ঠে গৃহমধ্য হইতে মিসেস্ মাল্‌পাস্ বলিল, "কর্ণেলকে ফিরিয়া যাইতে বল; আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

দ্বারের বাহিরদিকে চাবী বন্ধ ছিল, ভিতরে প্রবেশ করিয়া যুবরাজও ভিতরদিকে চাবী বন্ধ করিয়াছিলেন। জেসিকাকে ঐ কথা বলিয়া মিসেস্ মাল্‌পাস্ পুনরায় শয্যার উপর উঠিয়া যুবরাজের কোলে বসিল, চুম্বনাস্লিন চলিতে লাগিল।

জেসিকা ওদিকে গালিচার নীচে চাবী খুঁজিল, চাবী পাইল না; মনে করিল, লেডী স্যাক্‌ভিলী হয় ত অন্যমনস্ক হইয়া চাবীটা নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন; এই ভাবিয়া চুপি চুপি কর্ণেলকে বলিল, "ক্ষণকাল চুপ করিয়া এইখানে দাঁড়াইয়া থাকো, কথা কহিও না; কেহ যদি তোমাকে দেখিতে পায়, কেহ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে বলিও, লর্ড স্যাক্‌ভিলীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া কংবা এই প্রাসাদের অন্য কোন আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা করিতে চাও, যেটা ভাল হয়, চিন্তা করিয়া রাখো, আমি আসিতেছি; এখনি আসিব। চাবীটা কোথায় আছে, লেডীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

জেসিকা চলিয়া গেল, কর্ণেল মাল্‌পাস্ সেই দরজার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

বামদিকের অন্ধকার ঘরে কাপ্তেন ট্যাস্ লুকাইয়া থাকিয়া ঐ সব রঙ্গ দেখিতেছিল, ঐ সব কথা শুনিতেছিল, আর অধিকক্ষণ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না; পাঠক মহাশয়েরা জানেন, কর্ণেল মাল্‌পাসের উপর কাপ্তেন ট্যাসের ভয়ানক রাগ, ভয়ানক আক্রোশ; প্রতিহিংসা-সাধনার্থ বহুদিনাবধি কাপ্তেন তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, গত পাঁচ মাস মাল্‌পাস্ লণ্ডনে ছিল না, কাপ্তেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, সুতরাং নির্য্যাতনের অবসর পায়

নাই ; এই রাত্রে উত্তম সুযোগ পাইয়া, সে যেন বাঘের মত লম্ফ দিয়া কর্ণেল মাল্‌পাসের ঘাড়ের উপর পড়িল, গলা টিপিয়া ধরিল ; বাঘ যেমন ক্ষুদ্র মেষ-শাবককে মুখে করিয়া লইয়া যায়, কর্ণেলটাকে শূন্যে শূন্যে তুলিয়া কাপ্তেন ট্যাস্‌ সেই রকমে সেই অন্ধকার গৃহমধ্যে লইয়া গেল, ভিতর-দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

কর্ণেলের গলা ছাড়িয়া দিয়া, পকেট হইতে বৃহৎ একখানা জবাইকরা ছোরা বাহির করিয়া, সম্মুখে ধরিয়া, সগর্জ্জনে ট্যাস্‌ বলিল, "অন্ধকার, ছোরা-খানা তুই দেখ্‌তে পাচ্চিস্‌ না ; জবাইকরা ছোরা ; টাট্‌কা শাণ দেওয়া ; খুব ধারালো ; তুই যদি এখানে চেঁচাস্‌ কিংবা আমার অনুমতি বিনা এখান থেকে এক পা নড়িস্‌ কিংবা নড়্‌বার চেষ্টা করিস্‌, তা হোলে এই ধারালো ছোরা দিয়ে তোকে আমি কুচি কুচি কোরে কাট্‌বো!"

ভূমে জানু পাতিয়া, করযোড়ে মিনতি করিয়া, কর্ণেল মাল্‌পাস্‌ সভয়-কম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "মেরো না, মেরো না—দোহাই তোমার—আমাকে তুমি প্রাণে মেরো না, পরমেশ্বরের নামে আমি দিব্য কোরে বল্‌চি, লেডী আকৃভিলীর উপর আমি আর কোন প্রকার দৌরাত্ম্য কোর্‌বো না, দয়া কোরে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।"

এই সময় বাহিরের বারাণ্ডায় আবার মানুষের পদধ্বনি ও অস্ফুট কণ্ঠ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। কর্ণেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কাপ্তেন ট্যাস্‌ বলিল, "দশ সহস্র বজ্র! দশ সহস্র কামান! যদি একটিও কথা কবি, তখনি আমার এই সুতীক্ষ্ণ ছোরা তোর গলা কেটে মুণ্ডটা উড়িয়ে দেবে! চুপ্‌!"

মহাভয় পাইয়া কাপুরুষ কর্ণেল মাল্‌পাস্‌ মাথা হেঁট করিয়া যেন নির্জ্জী-বের ন্যায় চুপ করিয়া রহিল।

দ্বাত্রিংশ উল্লাস

নারীবেশ।

চাবী কোথায় আছে, গালিচার নীচে নাই, কোথায় রাখিয়াছেন, সেই কথা জানিবার জন্য জেসিকা চুপি চুপি ভিনিসিয়ার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল; লেডীকে বলিল, "চাবী পাওয়া গেল না, সেখানে না রাখিয়া হয় ত তুমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ, ভুলিয়া গিয়াছ, অন্যমনস্ক হইয়া সঙ্গে আনিয়াছ কি?"

লেডী বলিলেন, "ভুলিব কেন, অন্যমনস্ক হইব কেন, পাটীর নীচে ঠিক রাখিয়া আসিয়াছি।"

জেসিকা বলিল, "অনেক খুঁজিয়াছি, পাওয়া গেল না; যখন তুমি রাখো, তখন হয় ত গোপনে থাকিয়া আর কেহ দেখিয়া থাকিবে, সে লোক হয় ত সরাইয়া রাখিয়াছে; ইহাই ত আমার মনে হইতেছে।"

উন্মনা হইয়া চঞ্চল-স্বরে লেডী বলিলেন, "আমি জানি না?—আমি জানি না? আমার ঠিক মনে আছে, গালিচার নীচে রাখিয়া আসিয়াছি।"

জেসিকা নিরুত্তর হইল; লেডীর মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। লেডী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ণেলকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

জেসিকা উত্তর করিল, "দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। চাবী পাওয়া গেল না, আমি তখন সেই রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়াছিলাম; কর্ণেল আসিয়াছে, সেই কথা বলিয়াছিলাম। ভিতরের স্ত্রীলোক দ্বারের নিকট আসিয়া চুপি চুপি বলিয়াছিল, 'কর্ণেলকে ফিরিয়া যাইতে বল, আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।'—সে কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।"

আরও অধিক চঞ্চলা হইয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "যাও, শীঘ্র যাও, কর্ণেলকে বিদায় করিয়া দাও গে, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যদি তাহাকে কেহ দেখিতে পায়, ভয়ানক ঢলাঢলি হইবে, শীঘ্র বিদায় করিয়া দিয়া আইস, বলিয়া আইস, আজ আর দেখা হইবে না, যাহা হয়, কল্য রাত্রে হইবে।"

জেসিকা চলিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল, যেন কিছু শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিল, "কর্ণেল সেখানে নাই, কোথায় গেল, বলিতে পারি না, সামনের সেই অন্ধকার ঘরে দুই জন পুরুষমানুষের জোর জোর কথা শুনিতে পাইলাম, বোধ হইল, তাহারা কলহ করিতেছে।"

কোন প্রকার অশুভ ঘটনা কল্পনা করিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "কর্ণেলটা কোথায় গেল, সন্ধান কর, তাহাকে না পাইলে এখনি একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিবে। শীঘ্র যাও।"

জেসিকা বলিল, "তবে হয় ত পলায়ন করিবার জন্ম গুপ্তদ্বারের দিকে চলিয়া গিয়া থাকিবে, সেইখানে গিয়াই দেখি।"

জেসিকা আবার দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। দশ মিনিট বিলম্ব হইল, তথাপি ফিরিল না, ভিনিসিয়ার মনে সন্দেহ বাড়িল, নিঃশব্দপদসঞ্চারে তখন তিনি নিজেই বারাণ্ডার দিকে চলিলেন. দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনিও বামদিকের ঘরে দুই জনের গণ্ডগোল শুনিতে পাইলেন, আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, তৎক্ষণাৎ আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

কিসের গণ্ডগোল, কাহাদের হুড়াহুড়ি, পাঠক মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন;—কর্ণেল মাল্‌পাস্ আর কাপ্তেন ট্যাস্। বারাণ্ডায় হঠাৎ কে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, কর্ণেল মাল্‌পাস্ প্রথমে তাহা জানিতে পারে নাই। গলা টিপিয়া ধরিয়া যখন তাহাকে শূন্যে শূন্যে তুলিয়া ঘরের দিকে লইয়া যায়, তখন একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর চৌগোঁফ্‌কা কাপ্তেন ট্যাসের মুখখানা,—তখনি তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর কাপ্তেন ট্যাসের মর্ম্মান্তিক আক্রোশ, ভয়ানক রাগ, সে তাহা জানিত; না জানি আজ কি হয়, সেই ভয়ে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া, জবাই-করা ছোরা বাহির করিয়া কাপ্তেন যখন তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইল, সে তখন জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল, ভিনিসিয়ার প্রতি আর কোন দৌরাত্ম্য করিবে না, এই অঙ্গীকার করিয়া বার বার বলিতে লাগিল, "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, কাটিয়া ফেলিও না, আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, রক্ষা কর!"

কাপ্তেন তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে যে কেন তাহাকে ঐরূপে ধরিয়া ফেলিয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, কর্ণেল মাল্‌পাস্ মনে মনে ভাবিল, "ভয়ঙ্কর ফাঁদ। তাহাকে খুন করিবার জন্ম লেডী ভিনিসিয়া কোন প্রকার ষড়্‌যন্ত্র করিয়া থাকিবেন।' মনোমধ্যে সেই ধারণাটা বদ্ধমূল হওয়াতে হতভাগা বদ্‌মাস্ আবার-কাকুতি-মিনতি করিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "ছোরাখানা ফেলিয়া দাও, ক্ষমা কর, কাটিয়া ফেলিও না। দোহাই তোমার, প্রাণে মারিও না। বুঝিতেছি, এখন যেন তুমি ঠাণ্ডা হইয়াছ, যাহা বলিয়া ভয় দেখা-

হইতেছিলে, তাহা যেন তোমার মনের কথা নয়, সত্য সত্য তুমি আমাকে কাটিবে না, এখন আমার এইরূপ ভরসা হইতেছে। লেডী স্যাক্‌ভিলীর কুমন্ত্রণা শুনিয়া, তুমি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছ। আবার আমি অঙ্গীকার করিতেছি, ভিনিসিয়ার উপরে আর কোন অত্যাচার করিব না, দয়া করিয়া ছাড়িয়া দাও।"

ভিনিসিয়ার সহিত কর্ণেলের কিরূপ বচসা হইয়াছিল, কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কাপ্তেন ট্যাস্ তাহা কিছুই জানিত না, তাহার নিজের প্রতিহিংসা-সাধন করিবার জন্যই কর্ণেলটাকে ধরিয়াছিল; এখন তাহার মুখে বার বার ভিনিসিয়ার নাম শুনিয়া মনে একটা সন্দেহ আসিল;—ভাবিল, ইহার ভিতর কি একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড গুপ্ত আছে। ভাবটা গোপন করিয়া রাখিয়া, কর্ণেলের শেষবাক্যে কাপ্তেন ট্যাস্ বিকটস্বরে বলিল, "আমি তোকে কাটিব না, ছোরা-খানা ফেলিয়া দিব, এই যে এক অনিশ্চিত ভরসা তোর মনে আসিতেছে, সেটা ভুল;—ইচ্ছা করিলেই এখনি তোকে আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারি।"

ভরসাটা ডুবিয়া যায়, কাপ্তেনের হাতেই বুঝি প্রাণ যায়, এই সাংঘাতিক আশঙ্কায় পুনর্ব্বার কর্ণেলের অন্তরাত্মা কাঁপিল, হঠাৎ একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল, মিনতি করিয়া করুণস্বরে সে বলিতে লাগিল, "কি হইলে তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিতে পার, কি পাইলে তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হও, নাম কর—নাম কর,—তাহাতেই আমি রাজী আছি,—তাহাই আমি তোমাকে দিব, তুমি আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও!"

ভ্রূকুটিভঙ্গী করিয়া কাপ্তেন বলিল, "ঘুস?—ঘুস খাইয়া তোকে আমি ছাড়িব?—ওঃ! সেটা বড় শক্ত কথা! বাঃ! তোর কথাগুলো আমার কানে আজ বড় মিষ্ট লাগিতেছে! তোর চেহারাখানাও বোধ হয়, ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে! ঘরে যদি আলো থাকিত, তোর সুন্দর চেহারাখানা আমি একবার দেখিয়া লইতাম!"

উল্লাসে উৎসাহে ব্যগ্রকণ্ঠে কর্ণেল মাল্‌পাস্ বলিয়া উঠিল, "জালো, জালো, দয়া করিয়া একটা আলো জালো;—আমিও তোমাকে দেখি, তুমিও আমাকে দেখ।"

কাপ্তেনের মনে নূতন একটা কৌতূহল আসিল, আলো জালিবার ইচ্ছা হইল। সে যখন প্রথমে ঐ অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে, দরজা বন্ধ করিবার অগ্রে বারাণ্ডার আলোকদীপ্তিতে সে তখন শীঘ্র শীঘ্র চক্ষু ঘুরাইয়া দেখিয়া লইয়াছিল, দেয়ালের গায়ে একটা তাক, সেই তাকের উপর গোটা-কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস,—এই সময় আন্দাজে আন্দাজে সেই তাকের উপর

হাত বুলাইতে বুলাইতে একটা চক্‌মকীর বাক্স পাইল, বাক্সটা নামাইয়া, ইস্পাতের যন্ত্র দিয়া চক্‌মকীর পাথরখানা ঠুকিল, আগুন বাহির হইল, সেই আগুনে একটা বাতী ধরাইয়া লইল, বাতীর আলোতে কর্ণেলের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিল; দেখিয়াই সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, "বাঃ—বাঃ—বাঃ! এই যে, গোঁফ-জোড়াটা কামাইয়া ফেলিয়াছিস্! দিব্য রূপের বাহার হইয়াছে, চমৎকার খোল্‌তা হইয়াছে,—ঠিক যেন দিব্য একটি সুন্দরী মেয়েমানুষ!—বেশ—বেশ—বেশ! এইমাত্র তুই না আমাকে ঘুস দিবার কথা বলিতেছিলি? এইবার ঠিক হইয়াছে; টাকা দিতে হইবে না, ঘুসের টাকা তুই এখন কোথায় পাবি? তুই এক কাজ কর্, মেয়েমানুষের মত রূপ হইয়াছে, মেয়েমানুষের বেশ ধর্।—ঐ দেখিতেছিস্, দেয়ালে গজদন্ত-দণ্ডে ঘাগ্‌রা ঝুলিতেছে, জামা ঝুলিতেছে, রিবণ-বাঁধা টুপী ঝুলিতেছে, আয়, আমি তোকে মেয়েমানুষ সাজাই।"

এই বলিয়া সুরসিক সুচতুর কাপ্তেন ট্যাস্ হাসিতে হাসিতে দেয়ালের নিকটে গিয়া একটা ঘাগ্‌রা আর একটা টুপী পাড়িয়া আনিল।

হতবুদ্ধি হইয়া কর্ণেল মাল্‌পাস্ লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। কাপ্তেন ট্যাস্ হাসিতে হাসিতে লজ্জাবনত কর্ণেলের সেই লজ্জাকে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দিল না, ব্যগ্রহস্তে তাহার ওভারকোট এবং ওয়েষ্টকোট খুলিয়া ফেলিয়া গাউন পরাইয়া দিল;—দাসীদের পরিধেয় সূতী গাউন; মাল্‌পাসের অঙ্গে সেই গাউনটি বেশ মানাইল; কাপ্তেন মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া তারিফ করিতে করিতে নূতন গাউনধারিণীর মাথায় একটা বিবিয়ানা টুপী একটু বাঁকা করিয়া পরাইয়া দিল, পশ্চাদ্দিকে সবুজবর্ণ রিবণ ঝুলিতে লাগিল; কর্ণেল মাল্‌পাস্ দিব্য একটি বিবি মাল্‌পাস্ সাজিল। ঘরের দরজা খুলিয়া কাপ্তেন সেই সময় তাহাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া উরুদেশে এক লাথি মারিয়া বারাণ্ডায় বাহির করিয়া দিল, হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "যাঃ শালী যা, বারাণ্ডা দিয়া হেলিতে দুলিতে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া যা!—একমুহূর্ত্ত যদি বিলম্ব করিস্,—জবাই-করা ছোরা আমার পকেটে আছে, জানিস্ তো, এক মুহূর্ত্ত যদি বিলম্ব করিস্, তখনি তোকে কুচি কুচি ক'রে কেটে খণ্ড খণ্ড কোরে ফেল্‌বো!"

নূতন বিবি টলিতে টলিতে বারাণ্ডা বাহিয়া চলিল। কাপ্তেন এ দিকে বাতীটা নিবাইয়া সেই অন্ধকার ঘরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ দরজা ভেজাইয়া লুকাইয়া রহিল।

নারীবেশে কর্ণেল মাল্‌পাস্ বারাণ্ডা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, যে ধারে লেডী স্ক্যাক্‌ভিলীর ঘর, সেই দিক্ দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, সেই সময় লেডী স্ক্যাক্‌ভিলী আপন ঘরের দরজা খুলিয়া বারাণ্ডার বাহির হইতেছিলেন, জেসিকা অনেকক্ষণ গিয়াছে, কেন ফিরিয়া আসিতেছে না, তাহাই জানিবার অভিপ্রায়ে গুপ্তদ্বারের দিকে গমন করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন ; হঠাৎ এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখিলেন, একটা স্ত্রীলোক সেই দিক্ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, নিজের বাড়ীর দাসী মনে করিয়া তিনি একটা নাম ধরিয়া ডাকিলেন ; ডাকিয়াই আপন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দাসীর নাম ধরিয়া ভিনিসিয়া যখন ডাকিলেন, দাসীবেশধারিণী মাল্‌পাস্ সেই সময় পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া ভিনিসিয়াকে দেখিয়াছিল ; ক্রোধে বিস্ময়ে ভাবিয়াছিল, 'সত্যই ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র!—লেডী স্ক্যাক্‌ভিলী সঙ্কেত-ঘরে যায় নাই, নিজের ঘরেই আছে, আর কোন স্ত্রীলোককে সঙ্কেত-ঘরে চাবী দিয়া রাখিয়াছে। আচ্ছা, ষড়্‌যন্ত্র আমি ভাঙ্গিয়া দিব।'

মাল্‌পাস্ ফিরিল, মনে মনে হাসিতে হাসিতে ভিনিসিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিল, প্রবেশ করিয়াই ভিতরদিকে চাবী বন্ধ করিয়া দিল, টুপীটা আর ঘাগ্‌রাটা খুলিয়া ফেলিয়া লেডীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া, অট্ট হাস্য করিয়া বলিল, "ভিনিসিয়া! এইবার! এখন তুমি আমার কায়দায়! তুমি আমাকে খুন করিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছিলে, জাল ছিঁড়িয়া, ছদ্মবেশ ধরিয়া আমি বাহির হইয়া আসিয়াছি, এখন তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন কর।"

ভিনিসিয়া দেখিলেন বেগতিক ;—কি করিয়া এ দুরাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, একটু চিন্তা করিয়া তিনি দুই লম্ফে একটা টেবিলের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন, টেবিলের উপরে একখানা ফল-কাটা ছুরী ছিল, সেইখানা হাতে করিয়া পুনরায় মাল্‌পাসের সম্মুখে আসিলেন। মাল্‌পাস্ বিকটবেগে লম্ফ দিয়া সেই ছুরীখানা কাড়িয়া লইল, আস্ফালন করিতে করিতে বলিল, "মিষ্ট কথা বলিয়া তোমাকে হাত করিতে পারা গেল না, ভয় দেখাইয়া আমি আমার বাসনা পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া লেডীকে আঘাত করিবার জন্য ছুরীখানা নাচাইতে লাগিল।

লেডী তখন সত্য সত্যই ভয় পাইলেন, চীৎকার করিলে বাড়ীর লোকেরা জাগিয়া উঠিবে, সখীরা সব এইখানে আসিয়া জড়ো হইবে, রাত্রি দ্বিপ্রহর বাজিয়া গিয়াছে, ভয়ানক ঢলাঢলি হইবে ; দুর্জ্জনটা দ্বারে চাবী বন্ধ করিয়াছে, পলাইবারও উপায় নাই। কি করি?

ভয়ে কম্পিতা হইয়া সুন্দরী ভিনিসিয়া নতাস্ত ম্লানবদনে একখানি সোফায় গিয়া বসিলেন, বিলক্ষণ জয়লাভ হই। মনে করিয়া বিজয়ানন্দে হাসিতে হাসিতে দুরাশয় লম্পট মাল্‌পাস্ তাঁহাকে বাহুপাশে আলিঙ্গন করিল।

পাঁচ মিনিট প:রই দ্বারে করাঘাত ; প্রায় অবরুদ্ধ-নিশ্বাসে স্ত্রীকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "আমি জেসিকা।"

দ্বারের নিকটে আসিয়া ভিনিসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আজ রাত্রে আর কোন কাজ নাই, তুমি গিয়া শয়ন কর।"

প্রেমোল্লাসে ভিনিসিয়াকে বাহুপাশে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বদ্‌মাস মাল্‌পাস্ পুনঃ পুনঃ তাঁহার অধরোষ্ঠ চুম্বন করিতে লাগিল। মাল্‌পাস্‌টা মেয়েমানুষ সাজিয়াছিল কেন, লেডী ভিনিসিয়া সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাইলেন না।

ত্রয়স্ত্রিংশ উল্লাস

স্বামীর প্রত্যাগমন।

কারল্‌টন প্রাসাদে যুবরাজের ভোজনাগারে মদ খাইতে খাইতে—তাস খেলিতে খেলিতে লর্ড ম্যাক্‌ভিলী একখানি চিঠি পান, প্রাসাদের আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাহির হইয়া আইসেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল :—

"প্রিয়তম হোরেস্! আজ রাত্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার একান্ত আবশ্যক ; তোমাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, আমার স্বামীর নিকট হইতে আমি একখানা পত্র পাইয়াছি, আগামী কল্য রাত্রে তিনি গৃহে আসিবেন লিখিয়াছেন। আমার অতিশয় ভয় হইয়াছে, কি উপায় করিব, তোমার সহিত পরামর্শ না করিলে তাহা স্থির হইবে না। এখন রাত্রি ৯টা, তুমি একটু সত্বর হইয়া রাত্রি ১১ টার পূর্ব্বে কিংবা ১১ টার সময় নর্থ অড্‌লী ষ্ট্রীটে অবশ্য অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সেইখানেই আমি থাকিব। বুঝিয়াছ ?

"যদি কোন গতিকে আজ রাত্রে আসিতে না পার, আগামী কল্য রাত্রে কোন্ সময়ে কোথায় দেখা হইবে, আমাকে লিখিয়া জানাইও।

অনুরাগিণী

এদিথা।"

পত্র পাঠ করিয়া লর্ড স্যাক্‌ভিলী পেল্‌মেল্‌ ষ্ট্রীটে একখানা ঠিকা-গাড়ী ভাড়া করিয়া অড্‌লী ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলেন, তথায় গাড়ী হইতে নামিয়া কিয়দ্দূর পদব্রজে চলিলেন। সদর-রাস্তা হইতে ছোট একটা গলী-রাস্তায় যাইতে হয়, সেই গলীতে প্রবেশ করিয়া একখানা বাড়ীর পাশ-দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঠুক্ ঠুক্ করিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। বাড়ীখানা লেডী লেচমিয়ারের কুৎসিত কার্য্যের আড্‌ডা, পাঠক মহাশয় ইহা অবগত আছেন। দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গ লবেদা-ঢাকা একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। লেডীদের যেরূপ লবেদা ও অবগুণ্ঠন থাকে, এ রমণীর সেরূপ নয়, বেশ দেখিয়া বুঝা হইল, সহচরীর বেশ। সেই সহচরী-বেশ-ধারিণীকে সঙ্গে লইয়া, দুজনে হাত-ধরাধরি করিয়া, লর্ড স্যাক্‌ভিলী আবার সেই ঠিকা-গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন; কোচম্যানকে হুকুম দিলেন, "অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে চালাও।"—গাড়ীখানা অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে ছুটিল।

এইখানে প্রকাশ থাকুক, একজন যুবাপুরুষ প্রচ্ছন্নভাবে একটু তফাতে তফাতে সেই গাড়ীখানার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; গাড়ী গিয়া অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে পৌঁছিল; সেই ষ্ট্রীটের পার্শ্বে সোহো স্কোয়ার। রমণীকে নামাইয়া লইয়া লর্ড স্যাক্‌ভিলী সেই স্কোয়ারের রাস্তায় প্রবেশ করিলেন, গাড়ী লইয়া গাড়োয়ান বিদায় হইয়া গেল। অতি নিকটে বিবি গেলের সৌখীন আবাস, বিশেষ বিশেষ যুবক-যুবতী সেই গুপ্ত আবাসে জমা হয়; সেখানে তাহারা কি করে, তাহা যাহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিয়া লইবেন। রমণীকে লইয়া লর্ড স্যাক্‌ভিলী সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঠিকা-গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটি অলক্ষিতে আসিতেছিল, সে লোকটিও একটু দূরে দূরে চলিয়া আসিয়া তাঁহাদের গতিক্রিয়া দেখিল, বাড়ীখানা চিনিয়া রাখিল।

রমণীসহচারী লর্ড স্যাক্‌ভিলীকে লইয়া অডলী ষ্ট্রীট হইতে ঠিকা-গাড়ী যখন অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে ছুটিয়া চলে, তাহার দুই মিনিট পরেই লেডী লেচমিয়ারের বাড়ীর সদর-দুরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইল, একজন স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। দ্বারে যিনি করাঘাত করিয়াছিলেন, সেই স্ত্রীলোক

তাঁহাকে চিনিত ; চিনিতে পারিয়াই পথ ছাড়িয়া দিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেডী বাড়ীতে আছেন ?"—দাসী বলিল, "আছেন।"—প্রশ্নকর্ত্তা আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেডী কর্জ্জন এখানে আসিয়াছেন ?"—দাসী বলিল, "আছেন মী লর্ড !"

দাসীর সহিত যাঁহার কথা হইল, তিনি অপর কেহ নহেন, মহাসম্ভ্রমশালী লর্ড কর্জ্জন। এই বাড়ীর দিকে তিনি আসিতেছেন, উপর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, লেডী লেচমিয়ার সেই সময় তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল ; কর্জ্জনকে দেখিয়াই প্রথমে তাহার বিস্ময়বোধ হইল,—বিস্মিত ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া সে ত্রস্ত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আসিয়াছেন ? কখন্ আসিয়াছেন ?—আসুন আসুন, বাড়ীর ভিতর আসুন।"—এই বলিয়া লেডী লেচমিয়ার তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর একটি বৈঠকখানায় বসাইল, দরজা বন্ধ করিয়া দাসী সরিয়া গেল। কর্জ্জনের সহিত লেচমিয়ারের কথোপকথন।

লেচ।—আপনি কখন্ আসিয়াছেন ?—আমি শুনিয়াছিলাম, আগামী কল্য রাত্রে আপনি আসিবেন, আজ রাত্রে হঠাৎ আসা হইল, ইহার হেতু কি ?

কর্জ্জন।—আগামী কল্যই আসিবার কথা ছিল বটে, কিন্তু একটা বিশেষ কাজ পড়িল, একটা সুবিধাও হইল, সেই জন্যই অদ্য আসিতে হইয়াছে।

লেচমিয়ারের সহিত লর্ড কর্জ্জনের কথাবার্ত্তা চলুক, আমরা এই স্থলে পূর্ব্বের গুটিকতক কথা বলিয়া রাখি। লর্ড স্যাক্‌ভিলী যে রমণীটিকে ঠিকা-গাড়ীতে তুলিয়া অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে লইয়া গেলেন, তিনি আমাদের গৌরবিণী তেজস্বিনী লেডী কর্জ্জন। গাড়ীতে বসিয়া, স্যাক্‌ভিলীকে চুম্বন করিয়া, একটু শঙ্কিতভাবে তিনি বলিলেন, "আমার বড় ভয় হইতেছে। আমার স্বামী কল্য রাত্রে লণ্ডনে আসিবেন, তাঁহার পত্রে সেই সংবাদ আমি জানিতে পারিয়াছি। পত্রখানা ডাকে আইসে নাই, একজন লোক আসিয়া দিয়া গিয়াছে।"

স্যাক্‌ভিলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে পত্র লিখিয়াছে ?"

এদিথা বলিলেন, "ডোভার হইতে।"

স্যাক্। তুমি ভয় পাইতেছ কেন ?

এদিথা। তুমি কি জানো না ? আমি গর্ভবতী ; আরও তিন মাস অগ্রসর হইয়াছে। স্বামী যখন বিদেশে যান, তখন গর্ভের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি একটু একটু সন্দেহ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ মাস তিনি ওংলাই

ছাড়া; এখন আসিয়া গর্ভের উপচয় জানিতে পারিলে কদাচ তিনি আমার গর্ভজাত সন্তানের পিতা বলিয়া পরিচয় দিবেন না, স্বীকারই করিবেন না। কলঙ্কে আমার বংশের নাম ডুবিয়া যাইবে;—যে কলঙ্কে আমার অনেক কুটুম্বিনী কলঙ্কিনী হইয়া রহিয়াছে, সেই কলঙ্ক-সাগরে আমিও ডুবিব! বল দেখি মাই লর্ড—বল দেখি প্রিয়তম, এখন আমার উপায় কি?

স্যাক্। (হঠাৎ ভয় পাইয়া) তাই ত!—তাই ত!—বড়ই সঙ্কটের কথা বটে! লর্ড কর্জ্জন হঠাৎ বিদেশে গিয়াছিলেন, কি করিতে গিয়াছিলেন, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত; ছিলেন সেখানে সাড়ে চারি মাস। হঠাৎ আবার চলিয়া আসিতেছেন। ওঃ! আমার মনে একটা অমঙ্গলাশঙ্কা আসিতেছে। কল্য রাত্রে তিনি আসিয়া পৌছিবেন লিখিয়াছেন, কিন্তু কে যেন আমাকে বলিয়া দিতেছে, আজ রাত্রেই তিনি আসিবেন,—হয় ত এতক্ষণ আসিয়া পৌছিয়া থাকিবেন। বড়ই সঙ্কটের কথা। আমার বোধ হয়, তিনি বিদেশে যান নাই, লণ্ডনেই কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া ছিলেন, সহসা আসিয়া গণ্ডগোল বাধাইবেন। গোপনে হয় ত কি একটা ফন্দী খাটাইয়া কোন রকম কুচক্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। জানো প্রিয়তমা এদিথা, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ মনোবাদ চলিতেছে, ফাঁদে ফেলিয়া তোমাকে নষ্ট করা তাঁহার গুহ্য মত্‌লব; পাছে এই উপলক্ষে সেই মত্‌লব সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, আমার মনে সেই ভয়!—আচ্ছা চল, যেখানে যাইতেছি, সেইখানে নির্জ্জনে বসিয়া পরামর্শ স্থির করা যাইবে।

গাড়ীতে তাঁহাদের ভয়ে ভয়ে ঐরূপ কথোপকথন। সোহো স্কোয়ারে কিরূপ পরামর্শ হয়, উপযুক্ত অবসরে তাহা জানা যাইবে। এখন, পাঠক মহাশয় চলুন, লেচমিয়ারের সহিত লর্ড কর্জ্জনের কিরূপ আলাপ হইতেছে, শ্রবণ করা যাক্।

আগামী কল্য আসিবার কথা ছিল, অদ্য আসিলেন কেন, লর্ড কর্জ্জন তাহার হেতুবাদ ব্যাখ্যা করিয়া ত্বরিত-স্বরে লেডী লেচমিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন?"

লেচ।—আসিয়াছেন; এইখানেই আছেন; আমি তাঁহাকে কন্যার মত স্নেহ করি; আপনি এখানে ছিলেন না, মধ্যে মধ্যে তিনি আমার কাছে আসিয়া রাত্রি কাটাইয়া যান।

কর্জ্জন।—তাঁহার সহিত আমি দেখা করিব।

লেচ।—তাঁহাকে আমি উপরে পাঠাইয়া দিয়াছি।

কর্জ্জন।—আমাকে উপরে লইয়া চলুন।

লেচ।—তাঁহার অসুখ করিয়াছে।

কর্জ্জন।—হঠাৎ অসুখ? এই ত এক কোয়াটার পূর্ব্বে তিনি এখানে আসিয়াছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ এমন কি অসুখ? আপনি আমাকে লইয়া চলুন, স্ত্রীর অসুখ করিয়াছে, অবশ্যই আমি দেখিব

লেচ।—তিনি ঘুমাইতেছেন। জাগাইতে বারণ।

কর্জ্জন।—কাহার বারণ?

লেচ।—ডাক্তারের।

কর্জ্জন।—অঁ্যা? এত বড় অসুখ? ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল? এক কোয়াটারের মধ্যে এত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে? চলুন চলুন, শীঘ্র আমাকে লইয়া চলুন, অত বড় অসুখ, অবশ্যই আমার দেখা উচিত। কত দিন পরে দেশে আসিয়াছি, তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল; তিনিও হয় ত আমাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; প্রায় পাঁচ মাস পরে স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতে কি বিলম্ব করা যায়? তাহার উপর আবার অসুখ; লইয়া চলুন, লইয়া চলুন; শীঘ্র আমাকে লইয়া চলুন।

লেচ।—না না না,—ডাক্তার তাঁহাকে ঘুমের ঔষধ দিয়াছেন, লেডী ঘুমাইতেছেন, আমি তাঁহাকে জাগাইতে পারিব না, আপনিও জাগাইবার চেষ্টা করিবেন না। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, জাগাইলে অসুখ বাড়িবে।

কর্জ্জন।—আমি জাগাইব না, পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের ভিতরে যাইব, নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া একবার তাঁহাকে দেখিব, তুমি আমাকে লইয়া চল; আমি হুকুম করিতেছি, শীঘ্র আমাকে লইয়া চল।

লেচ।—আমি পারিব না।

কর্জ্জন।—আচ্ছা,—বেশ,—যদি তুমি না পার, আমি নিজেই উপরে উঠিয়া যাইব।

লেচ।—কিছুতেই আমি তোমাকে যাইতে দিব না। এটা তোমার নিজের বাড়ী নয়, এখানে গোলমাল করিও না। উপরে সব দাসীদের শোবার ঘর আছে, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে, দাসীরা কি মনে করিবে?

কর্জ্জন।—(ব্যঙ্গ-হাস্য করিয়া) বল কি লেডী লেচমিয়ার!—দশ পনেরো বৎসর পূর্ব্বে হইলে বরং তোমার ও কথাটি সাজিত; এখন তোমার চল্লিশের কোঠা পার হয়, এখন কি আর ও সব কথা খাটে?

লেচ।—কি বল মাই লর্ড,—তুমি কি আমাকে বুড়ী মনে করিতেছ?

কর্জ্জন।—(শ্লেষ-উক্তি করিয়া হাসিয়া) না না,—বুড়ী কেন?—তুমি পূর্ণ-যুবতী!—আচ্ছা,—একাকিনী আমাকে লইয়া যাইতে যদি লজ্জা বোধ কর, তবে একটি দাসীকে সঙ্গে লও।

লেচ।—তাহাও আমি পারিব না;—তিন জনে গিয়া গোলমাল করিলে এখনি তিনি জাগিয়া উঠিবেন;—রোগ বাড়িবে, ডাক্তার আমাকে তিরস্কার করিবে।

কর্জ্জন।—(অল্প ক্রোধে) তবে তুমি পারিবে না?

লেচ্।—না।

কর্জ্জন।—আচ্ছা,—তবে আমি নিজেই চলিলাম। (যাইতে অগ্রসর)

লেচ।—(সম্মুখে হস্তবিস্তার করিয়া বাধা দিয়া) যাইও না, যাইও না; আবার আমি বলিতেছি, এটি তোমার নিজের বাড়ী নয়, আমার বাড়ী, এখানে তোমাকে আমার ইচ্ছায় কাজ করিতে হইবে।

বুড়ী সেই সময় এত রাগিয়াছিল যে, হাতে অস্ত্র থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কর্জ্জনকে কাটিয়া ফেলিত।—রাগটা চাপিয়া রাখিয়া, সে আর একটা বুদ্ধি খাটাইয়া, গম্ভীর-বদনে বলিল, আরো—আরো—উপরে যাইবার পথ তুমি চিনিতে পারিবে না।"

কর্জ্জন।—(ক্রোধে হাস্য করিয়া) কি?—চিনিতে পারিব না?—এই দেখ তবে,—এই শোনো তবে;—দোতলায় উঠিবার একটি সিঁড়ি, তেতলায় উঠিবার আর একটি সিঁড়ি, তাহার পর বারাণ্ডা—কার্পেট-মোড়া বারাণ্ডা; বারাণ্ডার ধারে ধারে সারি সারি ঘর;—একটা ঘরের পাশ দিয়া বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে নীচে নামিবার আর একটা সিঁড়ি; সেই সিঁড়ির মাথায় একটা ঘণ্টা আছে;—কেমন,—এই ত ঠিক?

লেচ।—(যেন হতবুদ্ধি হইয়া) এ সব খবর তোমাকে কে দিল?—তুমি ত কখন আমার বাড়ীর উপরে যাও নাই, কাহার মুখে শুনিলে?

কর্জ্জন।—(আরক্ত-বদনে) শুনিবে তবে?—শোনো, আমার স্ত্রীর মত গুপ্ত পেসাগীর—বড় বড় ঘরের অনেক মেয়েমানুষ,—অনেক রকম লম্পট পুরুষ এখানে আসে। আমার স্ত্রীর একজন উপপতি কর্ণেল মাল্‌পাস্—তারই মুখে আমি এই সব খবর পেয়েছি।

লেচ।—(ক্রোধে কম্পিত হইয়া) উঃ! সেই নরাধমটা—সেই বদ্‌মাস লোকটা!—উঃ! মাল্‌পাস্‌টা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক! (মনে মনে কি একটু ভাবিয়া) আচ্ছা, চল তবে!—দেখিও, লেডীকে যেন জাগাইও না।

লেডী লেচ্‌মিয়ার অগ্রগামিনী হইল, পশ্চাতে চলিলেন লর্ড কর্জ্জন। বড় বড় দুইটি সিঁড়ি পার হইয়া দুজনে তেতলায় গিয়া উঠিলেন। বারাণ্ডার খানিক দূরে গিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ অদূরে একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া, লেচ্‌-মিয়ার বলিল; "ঐ ঘর। আমি কি তোমার সঙ্গে যাইব?"—কর্জ্জন বলিলেন, "আর তোমাকে যাইতে হইবে না, আমি একাই যাইতেছি।" লেচমিয়ার বলিল, "তবে যে আমাকে সঙ্গে আসিতে বলিয়াছিলে?" কর্জ্জন বলিলেন, "ঘর পর্য্যন্ত আসিতে বলি পাই, এই পর্য্যন্ত আসিলেই যথেষ্ট হইবে, ইহাই আমার মনের কথা।"—এই কথাগুলি বলিয়া চঞ্চল-দৃষ্টিতে কর্জ্জন একবার পাশের ঘরগুলার দিকে চাহিলেন. পার্শ্বের একটা ঘরের দরজা খোলা, সেই ঘরে দৃষ্টি পড়িল, মৃদু হাসিয়া লেচমিয়ারকে তিনি বলিলেন, "লেডী লেচমিয়ার! আমার একটি উপকার কর,—এই ঘরের ভিতর তুমি প্রবেশ কর।"— লেচ-মিয়ার জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য?" কর্জ্জন বলিলেন, "এক ঘণ্টার জন্য এই ঘরে তোমাকে আমি কয়েদ রাখিব, বাহিরদিকে চাবা বন্ধ করিব। কেন জানো?—অনেক দিনের পর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, জাগাইব না, নিজে যদি তিনি জাগিয়া উঠেন, দুই চারিটা সুখ-দুঃখের কথা কহিব। বাহিরে থাকিলে যদি তুমি হঠাৎ সে ঘরে অনধিকারপ্রবেশ কর, আমাদের কথায় বাধা পড়িয়া যাইবে, সেই জন্য সাবধান হইয়া এই ঘরে আমি তোমাকে কয়েদ রাখিব।"

ম্লান-বদনে পাষাণের মত দাঁড়াইয়া লেচমিয়ার কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল, কথা না শুনিলে কর্জ্জন পাছে জোর করিয়া ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া দ্বারে চাবী লাগাইয়া দেয়, অপমান হইবে, মান বাঁচাইবার জন্য ইহার কথামত কাজ করাই ভাল; এই বুদ্ধি স্থির করিয়া বুড়ী সুড় সুড় করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, লর্ড কর্জ্জন যেন দিগ্‌বিজয়ী বীরের ন্যায় সাহসে সেই গৃহদ্বারে চাবী বন্ধ করিলেন, চাবীটা নিজের পকেটে রাখিয়া দিলেন।

লর্ড কর্জ্জন জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী এখন সে বাড়ীতে নাই, সখীর লবেদা গায়ে দিয়া ঠিকা-গাড়ীতে উঠিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পোষাক পরিয়া সেই ধূর্ত্ত কুটিনী কুলটা জাবৃট্রেড ঐ ঘরে আছে; আজ আমি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দিব। এই যুক্তি স্থির করিয়া, তিনি নির্দ্দিষ্ট কক্ষের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, দ্বার ভেজানো ছিল, আস্তে আস্তে ঠেলিলেন, নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, নিঃশব্দে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করি-লেন। সত্যই তাই!—তিনি দেখিলেন, লেডী কর্জ্জনের মখমলের পোষাক পরিয়া সখী জাবৃট্রেড্‌ একখানা সোফার উপর হেলান দিয়া শুইয়া রহিয়াছে;

বক্ষোবস্ত্রের অর্দ্ধেকটা শিথিল হইয়া গিয়াছে, রূপের চটক প্রেমলালসার উদ্দীপক। লেডী লেচমিয়ারের বন্দোবস্ত ভাল, যে ঘরে তাহার মক্কেল মক্কেল মেয়েরা একাকিনী থাকে, সে ঘরে অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। জারট্রুড সেই ভরসায় আপন মদগর্ব্বে ফুলিয়া নিজের বুকের দিকে চাহিয়াছিল; নিঃশব্দে গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল; সে হয় ত তাহা জানিতে পারে নাই কিংবা হয় ত লেচমিয়ার প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া মুখ ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহে নাই। লর্ড কর্জ্জন নিঃশব্দে একটু দূরে দাঁড়াইয়া সুসজ্জিতা দুষ্টা সখীটার অপরূপ রূপখানি দেখিয়া লইলেন; প্রতিফল দিবার জলন্ত বাসনার সঙ্গে প্রেমলালসা বাড়িয়া উঠিল।

বাস্তবিক এদিথার সখী রঙ্গিণী জারট্রুড পরম সুন্দরী যুবতী, তাহাকে দেখিলে বড়ঘরের লেডী বলিয়া ভ্রম হয়। লর্ড কর্জ্জন ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সোফার পার্শ্বে ছোট একটা টেবিলের উপর এক জোড়া মোমবাতী জ্বলিতেছিল, হঠাৎ তাঁহার পা ঠেকিয়া টেবিলটা উল্টাইয়া পড়িল, জ্বলন্ত বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, গৃহটা ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত। টেবিলটা হঠাৎ উল্টাইয়া পড়িল, এই কথা বলা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে; চতুর লর্ড কর্জ্জন ইচ্ছা করিয়াই অলক্ষিত-পদাঘাতে সেটা উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ঘোর অন্ধকার;— সেই অন্ধকারের ভিতর প্রতিহিংসাকাঙ্ক্ষী লর্ড কর্জ্জন পায়ে পায়ে অগ্রসর হইয়া সোফার উপরে গিয়া বসিলেন, সুন্দরী সখীটাকে কোলে করিয়া লইলেন; মুখে চুম্বন দিয়া, আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমা প্রেয়সি! আজ তোমাকে আমি পরম সুন্দরী দেখিয়াছি, প্রায় পাঁচ মাস তোমাকে দেখি নাই, এই অল্পসময়ের মধ্যে তোমার রূপের জ্যোতি বড় চমৎকার ফুটিয়াছে! এ কি, তুমি কাঁপিতেছ কেন? কথা কহিতেছ না কেন?—আমি চুম্বন করিতেছি, তুমি আমাকে চুম্বন করিতেছ না কেন?"— আদরে আদরে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে সখীটাকে তিনি বুকে চাপিয়া ধরিলেন, বুকে বুকে, মুখে মুখে সমান হইয়া গেল, চুম্বনে চুম্বনে তিনি সখীটার অধর, ওষ্ঠ, চক্ষু, ললাট অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। জারট্রুড এতক্ষণ চুম্বন করে নাই, কিন্তু মুখে মুখে ঘর্ষণ হওয়াতে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; নবীন অনুরাগে উন্মাদিনী হইয়া নাগরের ওষ্ঠ ও কপোলে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল। অধিক আদর করিয়া কর্জ্জন বলিলেন, "প্রেমময়ী এদিথা!—প্রাণময়ী এদিথা! আজ তুমি আমাকে যেরূপ সুমধুর প্রেমে সুমধুর

স্নেহে অভ্যর্থনা করিলে, সত্য আমি এরূপ আশা করি নাই। তুচ্ছ কারণে ইতিপূর্ব্বে আমাদের যে একটু মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, আজিকার আদর দেখিয়া নিঃসংশয়ে তাহা আমি বুঝিলাম। মনোমোহিনী এদিথা! আর কখনো তোমাতে আমাতে মনের অমিলন হইবে না, আজ আমি তোমাকে বক্ষে লইয়া যে সুখের অধিকারী হইলাম, বিবাহ হইয়া অবধি একদিনও বোধ হয়, আমার এরূপ সুখসম্ভোগ হয় নাই। ডিয়ার—ডিয়ার—ডিয়ারেষ্ট এদিথা! তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, পূর্ব্বে আমার যে একটু একটু দোষ ছিল, তাহা তুমি ক্ষমা করিয়াছ, তোমারও যে গোটাকতক সামান্য সামান্য খেয়াল ছিল, তাহাও আমি ক্ষমা করিলাম। প্রিয়তমা এদিথা! আমার সঙ্গে তুমি কথা কহিতেছ না, প্রেমের আবেগে বোধ হয় তোমার কণ্ঠরোধ হইতেছে, একপ্রকার ভালই হইতেছে; গড় গড় করিয়া কথা কহিলে এমন সুখে—এমন নির্ব্বিঘ্নে আমি তোমাকে চুম্বন করিতে পারিতাম না। প্রাণাধিকা এদিথা! তোমাকে হৃদয়ে লইয়া আজ আমার হৃদয় জুড়াইল! দীর্ঘকাল প্রবাসের পর তোমার প্রেমালিঙ্গনে আমি যেন অমরাবতীর সুখানুভব করিলাম! আমি বিদেশে ছিলাম, সেখানে কি করিয়াছি, তুমি লণ্ডনে ছিলে, তুমি এখানে কি করিয়াছ, উভয়ে আমরা তাহা মনেও আনিব না, ভ্রমেও ভাবিব না,—জানিতেও চাহিব না।"

অনুরাগের সহিত বাক্য-লহরী ছুটাইয়া প্রেমানুরাগী লর্ড কর্জ্জন নিজ পত্নীর প্রিয় সহচরীকে গাঢ়—গাঢ়—গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন।

কাঁপিতে কাঁপিতে জারট্রুড ভাবিতেছে, "এ কি হইল!—সত্যই কি ইনি আমাকে এদিথা স্থির করিয়াই এইরূপ রসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন? সত্যই কি এদিথা ভাবিয়াই ইনি আমাকে নূতন অনুরাগে এত আদরের কথা বলিতেছেন? সত্যই কি নিজের স্ত্রী মনে করিয়া ঘন ঘন আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন?—তাহাই সম্ভব।"

একজনের ভাবনা অপরে বুঝিতে পারে না, লর্ড কর্জ্জন সেই অবসরে সেই চিন্তাময়ী সহচরীটাকে বুকের উপর আরও অধিক চাপিয়া চাপিয়া ধরিলেন, আরও গাঢ়ানুরাগে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন।

মনিবের সহিত নির্জ্জনে এইরূপ রহস্যরঙ্গে লীলাখেলা করা জারট্রুডের এই প্রথম নহে, ইহার পূর্ব্বে আর একবার—আর একরাত্রে গ্রসভেনর নিকেতনে এইরূপ লীলা হইয়াছিল। লেডী কর্জ্জন সে রাত্রে বাড়ীতে

ছিলেন না, সখীর অঙ্গে রসবতী গৃহিণীর পোষাক পরা ছিল, গৃহিণীর মান বাঁচাইবার অভিলাষে প্রেম-কৌতুকে বিহ্বলা হইয়া রসিকা সহচরী সে রাত্রেও এইরূপে লীলা-খেলা করিয়াছিল। এ রাত্রেও জার্ট্রুডের অঙ্গে লেডীর পোষাক পরা। বাতী-নির্ব্বাপনের পূর্ব্বে লর্ড কর্জ্জন কেবল পোষাকের দিকেই চাহিয়া ছিলেন, মুখের দিকে চাহেন নাই; কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্থির করা অসম্ভব ছিল; কেন না, জার্ট্রুড একটিও কথা কহে নাই।

লীলা সাঙ্গ হইল। লর্ড কর্জ্জন একটু সরিয়া বসিয়া, শ্লেষের ভঙ্গীতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এদিথা! বারোটা বাজে;—আমি শুনিয়া আসিয়াছি, বারোটার সময় তুমি তোমার গাড়ী আনিতে হুকুম দিয়া রাখিয়াছ; গাড়ী হয় ত এতক্ষণে দরজায় আসিয়া খাড়া হইয়াছে; চল,—লবেদা গায় দাও, ঘোম্‌টাতে মুখ ঢাকো, চল, শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া যাই।"

লেডী কর্জ্জনের লবেদাটা আর মুখাবরণ টুপীটা সেই ঘরের তাকের উপরেই ছিল, অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে জার্ট্রুড খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা পরিয়া লইয়া লেডীবেশে সাজিল, ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইল। কর্জ্জন বলিলেন, "প্রিয়তমে! এসো, আমার হাত ধর।"

জার্ট্রুড তাঁহার হাত ধরিল। উভয়ে বারাণ্ডায় বাহির হইলেন। অল্পদূর অগ্রসর হইয়া—যে ঘরে লেডী লেচমিয়ার কয়েদ, সেই ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া কর্জ্জন বলিলেন, "এদিথা! একটু দাঁড়াও।"

থতমত খাইয়া জার্ট্রুড দাঁড়াইল। বারাণ্ডায় আলো ছিল, জার্ট্রুড কিন্তু কর্জ্জনের দিকে না চাহিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। কর্জ্জন সেই অবকাশে আস্তে আস্তে চাবী খুলিয়া বুড়ীটাকে বাহির করিলেন;—আবার সখীটার একখানা হস্ত বগলে করিয়া লইলেন, আর এক বগলে বুড়ীটার একখানা হাত। দক্ষিণকক্ষে জার্ট্রুড, বামকক্ষে লেচমিয়ার। সেইরূপে দুই জন স্ত্রী-লোককে দুই বগলে লইয়া লর্ড কর্জ্জন নীচে নামিয়া আসিলেন।

লেচমিয়ারের একজন চাকর নীচের হলঘরে উপস্থিত ছিল। সেইখানে উপস্থিত হইয়াই লর্ড কর্জ্জন স্ত্রীলোকটার দুটি হাত ছাড়িয়া ছিলেন। জার্ট্রুডের মুখে অবগুণ্ঠন, লেচমিয়ারের মুখ খোলা। লেচমিয়ারকে সম্বোধন করিয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "লেডী লেচমিয়ার! তোমার বাড়ীতে আজ রাত্রে আমি আমার এদিথাকে লইয়া পূর্ণ একঘণ্টাকাল যে সুখসম্ভোগ করিয়াছি, নিজের বাড়ীতে একদিনও আমি সেরূপ সুখের আস্বাদন পাই নাই। আজ রাত্রে এদিথা আমাকে অপ্রত্যাশিত দাম্পত্যসুখে সুখী করিয়াছেন। আমাদে

পূর্ব্ব-মনোমালিন্য সমস্তই দূর হইয়া গিয়াছে ; এখন অবধি আমরা উভয়ে অবিচ্ছেদে নিত্যসুখে দিনযাপন করিতে পারিব। লোকে আমাদের এখনকার সুখসৌভাগ্য দেখিয়া নিশ্চয়ই গৌরব করিয়া বলিবে—আদর্শ-দম্পতি।"

দম্পতিই বটে!—যুগলের মধ্যে যেটি রমণী, তিনি মনোহর বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া প্রতি রজনীতে ভিন্ন ভিন্ন কুঞ্জে পরপুরুষ লইয়া আমোদ করেন, যিনি পুরুষ, তিনিও প্রতি রজনীতে নির্ব্বাচিত কুঞ্জে কুঞ্জে পরস্ত্রী-মিলনে সুখী হন! নগরের বড় বড় সৌখীনদলে প্রায় সকল দম্পতিই এইরূপ সুখে আপনাপন গৌরব বজায় করেন! লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "লোকে তাঁহাদিগকে বলিবে, আদর্শ-দম্পতি।"—ঠিক কথা!—এমন আদর্শ-দম্পতি জগতে অতি বিরল!

লেডী লেচমিয়ারের মুখে কথা নাই। অবগুণ্ঠনবতী সখীটাও কম্পিত-কলেবরে নিস্তব্ধ। সখীটাকে সম্বোধন করিয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন,"এদিথা! তোমার কি গরম লাগিতেছে না?—এপ্রেল মাসের শেষ ভয়ানক গরম; এই গরমে তুমি এত মোটা কাপড়ের ঘোম্‌টা টানিয়া কেমন করিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছ?" অলক্ষিতে হাস্য করিয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার কল্পিত এদিথার মুখের অবগুণ্ঠনটা টানিয়া ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। প্রকাশ পাইল—এদিথার প্রিয় সহচরী জারট্রেড্‌।

অস্ফুট চীৎকারধ্বনি করিয়া লেডী লেচমিয়ার সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চাকরটা অবাক্ হইয়া, ফ্যাল্-ফ্যাল্-চক্ষে চাহিয়া একধারে অচলবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। হিষ্টিরিয়া-রোগে যুবতী সুন্দরীরা যেমন ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, দুশ্চারিণী জারট্রেডের সেইরূপ অবস্থা।

লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "এ কি! এদিথা নয়!—পরিচ্ছদে এদিথাবেশে জারট্রেড! নিত্যই বোধ হয় তবে ইহাদের এই রকম বেশ-বদল—এইরূপ লীলাখেলা চলে!"

পাঠক মহাশয় হয় ত জানিতে চাহিবেন, লেচমিয়ারটা কে?—লেচমিয়ার এই সহরের একটি বড়ঘরের কন্যা, একজন লর্ডের সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল, সেই সুপারিসে লেচমিয়ারের উপাধি হইয়াছে লেডী। যৌবনকালে এই লেডী লেচমিয়ার মনোরঞ্জন পুরুষগণকে লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছিলেন, এক্ষণে এই বৃদ্ধাবস্থায় সহরের অনেক বড় বড় ঘরের নরনারীগণের কুট্টিনী-বৃত্তি করিতেছেন!

লেডী লেচমিয়ার মূর্চ্ছিতা, এদিথার সখীটা অধোবদনে কম্পিতা, নির্ব্বাকে চাকরটা একদিকে আড়ষ্ট; এমন সময় লেডী কর্জ্জনকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য লর্ড কর্জ্জনের গাড়ী পৌছিল, গাড়ীর কোচম্যান ও ফুট্‌ম্যান সেই হলঘরের দরজার পাশে আসিয়া উঁকি মারিল। তাহাদিগকে দেখিয়া সহাস্যবদনে লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "তোমাদের লেডী এ বাড়ীতে নাই, কোথায় আছেন, আমি স্বয়ং বাহিরে গিয়া তাঁহার অন্বেষণ করি।"

এই বলিয়া, হলঘর হইতে বাহির হইয়া লর্ড কর্জ্জন এক লম্ফে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, হুকুম পাইয়া কোচম্যান অশ্বপৃষ্ঠে চাবুক মারিয়া বায়ুবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল, ফুটম্যান লম্ফ দিয়া গাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, গাড়ী গড় গড় শব্দে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দিকে ছুটিল।

চতুস্ত্রিংশ উল্লাস

সোহো,—বিবি ধরা

কর্জ্জনের গাড়ী অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে উপস্থিত। কর্জ্জন লম্ফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, পদব্রজে সোহো স্কোয়ারের পাশের রাস্তা ধরিয়া, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, সহসা একটি যুবাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যে যুবাপুরুষ ইতিপূর্ব্বে গুপ্তভাবে লর্ড স্যাক্‌ভিলীর ঠিকা-গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল, এই সেই যুবাপুরুষ। তাহাকে দেখিয়াই সাগ্রহ-চঞ্চলকণ্ঠে কর্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর থিওডোর?"

পাঠক মহাশয় বুঝিলেন, নীচাশয় বিল্‌ব্রোকার এমারসনের আফিসের হেড কেরাণী এই থিওডোর্ ভেরিয়ান। লর্ড কর্জ্জনের প্রশ্নে ভেরিয়ান উত্তর করিল, "এইখানেই আছে;—দুজনেই এইখানে।"

চঞ্চলস্বরে কর্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমারসন?"

থিওডোর বলিল, "দূর হইতে সেটা আমি ঠিক দেখিতে পাই নাই; হুজুরের আদেশমতে অডলী ষ্ট্রীটের মোড় হইতে আমি একখানা ঠিকা-গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম, গাড়ী এইখানে থামিয়াছিল, একজন সাহেব আর একটি বিবি এখানে নামিয়াছিল, পদব্রজে এই গলীর ভিতর গিয়াছে, যে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও আমি দেখিয়াছি। চলুন, দেখাইয়া দিই।"

লর্ড কর্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমার্সন কি না, তাহা তুমি ঠিক চিনিতে পার নাই?"

থিওডোর বলিল, "আজ্ঞে না। আমি একটু দূরে ছিলাম, তাহারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কেবল তাহাই মাত্র দেখিয়াছি।"

কর্জ্জনকে সঙ্গে লইয়া থিওডোর ভেরিয়ান অগ্রবর্ত্তী হইয়া একখানা বাড়ীর পাশদরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, মৃদুস্বরে বলিল, "এই বাড়ী।"

মিসেস্ গেল সেই বাড়ীর অধিকারিণী; বাড়ীতে কি কি কাণ্ড হয়, কর্জ্জন তাহা জানিতেন, জোরে জোরে দ্বারে করাঘাত করিলেন, একটা দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, তাঁহারা উভয়ে সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দ্বার রুদ্ধ হইল।

প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কর্জ্জন সেই দাসীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন. "লেডী কর্জ্জন এখানে আছে?"

দাসী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিতেছিল, "লেডী—লেডী—রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, এত রাত্রে এখানে—বিশেষতঃ এক ঘরে একজন বিসপ একটি কামিনী লইয়া আমোদ করিতেছে, এক ঘরে একজন পাদরীসাহেব একটা রঙ্গিণী লইয়া রঙ্গ করিতেছে, আর এক ঘরে একটি লেডী—সহরের গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় নিত্য যাহার সুনাম-সতীত্বের প্রতিধ্বনি হয়, সেই ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী সওয়ার-দলের একটা সামান্য সৈনিকের সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছে; অন্যান্য ঘরে সেই রকমে আরও কত রকম রঙ্গ চলিতেছে; কেমন করিয়া আমি -"

ভাব বুঝিতে পারিয়া লর্ড কর্জ্জন অলক্ষিতে দাসীর হস্তে একমুঠা গিনী দিয়া হুকুম করিলেন, "কোন্ ঘরে আছে, আমাদের দুই জনকে সেইখানে লইয়া চল।"

টাকার খাতির বড় খাতির, দাসী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাদের উভয়কে উপরে লইয়া গেল, যে ঘরে লেডী কর্জ্জন, সেই ঘরটা দেখাইয়া দিল।

দাসী সরিয়া যাইবার পর লর্ড কর্জ্জন জোরে জোরে সেই দ্বারে আঘাত করিলেন, ভিতরদিক্ বন্ধ, কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না; অব্যবহিত পরে দুই জন স্ত্রীপুরুষের সন্দিগ্ধ-শঙ্কিত বাক্য তাঁহার শ্রবণ-গোচর হইল; সজোরে পদাঘাত করিয়া দরজাটা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, নির্ভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। খট্টার উপর দুটি বিগ্রহ উপবিষ্ট;—একটি নর, একটি নারী। দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া থিওডোর ভেরিয়ান দেখিল, এমার্সন নহে, আর একজন। তাহা দেখিয়াই ভেরিয়ান তথা হইতে সরিয়া, উপর

হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া একটা অন্ধকার কক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

গৃহমধ্যে লর্ড কর্জ্জন। টেবিলের উপর দুটি বাতী জ্বলিতেছিল, পরিষ্কার আলোক-দীপ্তিতে তিনি দেখিলেন, লেডী কর্জ্জন তাহার উপপতির সহিত আতঙ্কে জড়সড় হইয়া খট্টার উপর উপবিষ্ট।

কে সেই উপপতি?—এমারসন নহে,—তবে কে?—সেই গৌরবিণী মোহিনী রূপবতী ভিনিসিয়ার স্বামী লর্ড স্যাকৃভিলী।

শশব্যস্তে খট্টা হইতে নামিয়া কর্জ্জনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিকৃতকণ্ঠে লর্ড স্যাকৃভিলী বলিয়া উঠিলেন, "এ রাত্রে এই বাড়ীর মধ্যে কোন প্রকার গোলমাল করিও না, কল্য দিবাভাগে যাহা তুমি জানিতে চাহিবে, স্পষ্ট স্পষ্ট উত্তর দিয়া আমি তোমাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিব।"

লর্ড কর্জ্জন আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, এমারসনকে সেই ঘরে ধরিবেন, সে আশায় নিরাশ হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। খাটের উপর লেডী কর্জ্জন দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

লর্ড স্যাকৃভিলীকে আপন পত্নীর পার্শ্বে এক শয্যায় আসীন দেখিয়া লর্ড কর্জ্জনের মনে তাদৃশ বিস্ময়ের উদয় হয় নাই; কেন না, তিনি আপন মনে ভাবিয়া লইলেন, "আমি নিজে যখন লর্ড স্যাকৃভিলীর স্ত্রীর উপপতি হইয়াছি, তখন স্যাকৃভিলী কেনই বা আমার স্ত্রীর উপপতি হইতে পারিবে না? এ সমস্যা সহজ; ভাবিতে গেলে ঈশ্বরের এই বিচার খুব ভাল। এই ভাবিয়া লর্ড কর্জ্জন কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ।

মনস্তাপে ও অনুতাপে ব্যথিত হইয়া লর্ড স্যাকৃভিলী মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখ লর্ড কর্জ্জন! তোমাতে আমাতে যেরূপ বন্ধুত্ব, তাহা স্মরণ করিলে তুমি হয় ত এমন ভাবিতে পারিবে না যে, আমিই কোন প্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া তোমার স্ত্রীকে এই পথে আনয়ন করিয়াছি। বাস্তবিক সেরূপ কুকার্য্য আমি করি নাই।"

উপস্থিত-বুদ্ধির সাহায্য লইয়া, মৌনভঙ্গ করিয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "হাঁ মাই লর্ড! যাহা তুমি বলিলে, সেই ভাবেই আমি তোমার বর্ত্তমান ব্যবহার উপলব্ধি করিতে পারিতেছি; এক্ষণে যেরূপ ব্যবস্থা করিলে সন্তোষকররূপে এ বিষয়ের সমাপ্তস্থ হইতে পারে, এখনি তাহা স্থির করা যাইবে।"—স্যাকৃভিলীকে এই কথা বলিয়া, এদিথার দিকে ঈর্ষা-পূর্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক

তিনি বলিতে লাগিলেন, "লেডী এদিথা! আজ আমি তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি! তোমার সখী জারট্রেড আজ লেচমিয়ারের বাড়ীতে তাহার চাকরের সম্মুখে আর আমার—"

অর্দ্ধ-উলঙ্গিনী অবস্থায় খট্টা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, সম্মুখদিকে সুগোল বাহুযুগল বিস্তার পূর্ব্বক লেডী কর্জ্জন বিকম্পিত-ভঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ!- তবে তো কেলেঙ্কারের আর ঢলাঢলির কিছুই বাকী নাই!"—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর সহসা সতেজ হইয়া উঠিল, আবার তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বেশ হইল মাই লর্ড! আমাকে এই ঘরে এই ভাবে ধরিয়া ফেলিয়া তোমার বড়ই আহ্লাদ হইতেছে, নিশ্চয়ই তুমি আপনাকে রণ-বিজয়ী মনে করিতেছ! কিন্তু মাই লর্ড, বিবেচনা করিয়া দেখ, কাহার দর্প তুমি চূর্ণ করিয়াছ!—একজন ক্ষীণবুদ্ধি অবলা চঞ্চলমতি স্ত্রীলোকের!—ইহা ত তুমি করিয়াছ, কিন্তু এমন দিন অবশ্য আসিবে, যে দিনে তুমি নিজেই এই ভাবে অপরের সঙ্গে ধরা পড়িবে! হাঁ—একপক্ষে তোমার জয়লাভ হইল, শান্তি-লাভের আশা আসিল, তোমার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার উত্তম সুযোগ তুমি পাইলে,—কিন্তু মাই লর্ড! আর একপক্ষ চিন্তা কর; তোমার স্ত্রী এ পথে কেন আসিল?—অবশ্য তুমি ভাবিতে পারিবে, প্রথম প্রথম আমি তোমাকে প্রাণ তুল্য ভালবাসিয়াছিলাম, কোমল-প্রকৃতিতে অকপটে আমি তোমাকে আদর-যত্ন করিয়াছিলাম, চিরদিন সেই ভাব বজায় রাখিব, ইহাও আমার মনে ছিল; কিন্তু তুমি রাখিতে পারিলে কৈ?—পরস্ত্রী-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নিত্য নিত্য তুমি আমাকে অযত্ন করিতে আরম্ভ করিলে, যার পর নাই যন্ত্রণা দিতে লাগিলে, অপব্যয়ের তুফানে পড়িয়া ঋণগ্রস্ত হইলে, আমাকে প্রতিপালন করিবার সামর্থ্যও তোমার রহিল না; কাজেই আমাকে দায়ে পড়িয়া অন্য পন্থা অন্বেষণ করিতে হইল;—সেই অন্য পন্থাই এখন এই।"—বলিতে বলিতে চঞ্চলগতিতে চক্ষু ঘুরাইয়া, একবার পতির মুখপানে, একবার উপপতির মুখপানে, আবার পতির মুখপানে বিশাল কটাক্ষ-সন্ধান করিয়া, তেজস্বিনী অসতী রমণী তীব্রস্বরে বলিলেন, "বেশ!—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, এ কথা বেশ!—আমিও আমার নিরাপদের জন্য এই লণ্ডন নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইব, জন্মের মত হয় ত ইংলণ্ড ছাড়িয়াই চলিয়া যাইব।—কিন্তু মাই লর্ড, দেখিও, সাবধান থাকিও, আমার মত তোমাকেও যেন দুর্লভ জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিতে না হয়!"

কষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিয়া লর্ড কর্জ্জন তাঁহার বিপথগামিনী স্ত্রীর এই দীর্ঘ

বক্তৃতা শুনিলেন; পরিশেষে বলিলেন, "কি করিলে কি হয়, কি করিলে কি হইবে, তাহার বিচারকর্ত্তা আমি নিজেই!"

সংক্ষেপে সগর্ব্বে এই কথা বলিয়াই, দর্পিত লর্ড কর্জ্জন সদম্ভে পদক্ষেপ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, হঠাৎ আবার ফিরিয়া লেডীকে তিনি বলিলেন, "এদিথা! তোমার গাড়ী এখন লেডী লেচমিয়ারের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, তোমার হুকুমমতে তোমার ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যাইবে।"

লেচমিয়ারের বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, এই কথা শুনিয়া লেডী কর্জ্জন উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ!—তবে তুমি আর ঢলাঢলি করিবার কিছুই বাকী রাখ নাই। তোমার সহিস কোচম্যানের সাক্ষাতেও এই কেলেঙ্কারটা তুমি প্রকাশ করিয়া দিয়াছ। বিধিসঙ্গত তিরস্কার হইলেও আমি ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না!"—কিছু পূর্ব্বে এদিথার কণ্ঠস্বরে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা সূচিত হইয়াছিল, কিন্তু এবারে আর সেরূপ নহে,—এ বারের কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইল, বিজাতীয় ঘৃণা ও দুর্জ্জয় ক্রোধ।

কুলকলঙ্কিনী ভ্রষ্টা রমণীর ঐরূপ ঘৃণা-মিশ্রিত রোষ-কলুষিত বিদ্বেষোক্তি শ্রবণ করিয়া, লর্ড কর্জ্জন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন, "এদিথা! এইবার গেলে আমার শেষ কথা।—লেডী লেচমিয়ারের বাড়ীতে আমি গিয়াছিলাম; তুমি সেই বাড়ীতে আছ, ইহাও শুনিয়াছিলাম। 'উপরের ঘরে আছে, অসুখ করিয়াছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুম ভাঙ্গাইতে ডাক্তারের নিষেধ' এইরূপ বিস্তর মিথ্যাকথা বলিয়া লেডী লেচমিয়ার আমাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; বজ্জাতী বুঝিতে পারিয়া, সেই ভ্রষ্টা কুট্টিনীর সকল কথা অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি তেতলায় উঠিয়া যাই; কুট্টিনীকে একটা ঘরে চাবী দিয়া কয়েদ রাখিয়া, যে ঘরটি তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করি; গিয়াই দেখি, তোমার সেই ধূর্ত্ত কুট্টিনী চতুরা সহচরী পাপীয়সী জাবুট্রুড্ তোমার মখমলের পোষাক পরিয়া একখানা সোফার উপর শুইয়া আছে; চালাকের উপর চালাক আমি—কৌশল করিয়া সেই ঘরের বাতীজোড়াটা নিবাইয়া দিয়া দুষ্ট জাবুট্রুডের সঙ্গে এক ঘণ্টাকাল আমি নানা রকম কৌতুক করিয়াছি; তাহার পর তোমার লবেদা টুপী পরাইয়া সেই দুষ্টাকে আর সেই কুট্টিনী লেচলিয়ারকে নীচের ঘরে নামাইয়া সেইখানে তাহাদের সমস্ত নষ্টামী ভাঙ্গিয়া দিয়াছি; লেচমিয়ারটা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, তোমার প্রিয়সখী জাবুট্রুড যেন হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত হইয়া থরথরে কাঁপিতেছে আর অস্ফুটস্বরে পাগলের মত বকিতেছে!"

আরও অধিকতর রোষান্বিতা হইয়া লেডী কর্জ্জন উগ্রস্বরে বলিলেন, "সেই কেলেঙ্কারের বাড়ীতে আমার গাড়ী আনাইয়া তুমি নির্লজ্জ কাপুরুষের কাজ করিয়াছ! ছি—ছি—ছি লর্ড কর্জ্জন, তোমার কি একটুও মান-সম্ভ্রমের ভয় নাই?—তোমার কি কিছুমাত্র লোকলজ্জার ভয় নাই?"

দারুণ ঘৃণায় হাস্য করিয়া, ভ্রষ্টা স্ত্রীর সেই সরোষ বাক্যের ঐ হাস্য মাত্র উত্তর দিয়া লর্ড কর্জ্জন চঞ্চলপদে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া, সিঁড়ির পাশের ঘরে থিয়োডোর ভেরিয়ানকে দেখিতে পাইয়া লর্ড কর্জ্জন তাহার সঙ্গে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, একটু দূরে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, গাড়ীর ফুটম্যানকে তিনি বলিলেন, "তোমাদের লেডী একটা উপপতি লইয়া মিসেস্ গেলের কুৎসিত কুঞ্জে বিরাজ করিতেছে, তুমি ছুটিয়া গিয়া, সাহস করিয়া জোরে জোরে কপাটে আঘাত কর, জোর করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর; একটা দাসীর দ্বারা উপরের ঘরে তাহার কাছে খবর পাঠাইয়া দাও, গাড়ী প্রস্তুত, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষায় গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।"

ফুটম্যানকে ঐরূপ হুকুম দিয়া সহচর ভেরিয়ানের সঙ্গে লর্ড কর্জ্জন পদব্রজে দ্রুতগতিতে বড় রাস্তায় উপস্থিত হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে ভেরিয়ান বলিল, "এমাবৃসন্‌টাকে জব্দ করিবার কি উপায় হইবে মাই লর্ড! ধর্ম্মপ্রমাণে আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, সাধ্যমতে এমাবৃসনের সর্ব্বনাশসাধনে যত্নবান্ হইবেন, সে অঙ্গীকারপালনের আর কত বিলম্ব মাই লর্ড?"

কর্জ্জন বলিলেন, "অধিক বিলম্ব হইবে না। তুমি আমার বিস্তর উপকার করিয়াছ, তোমার কৌশলে অভাবনীয়রূপে পাঁচ হাজার গিনীর ব্যাঙ্কনোট আমার হস্তগত হইয়াছিল, কখনই সে উপকার আমি ভুলিব না। শীঘ্রই আমি এমাবৃসনের নামে আর লর্ড স্যাকৃভিলীর নামে গুপ্ত ব্যভিচারের দাবীতে ফৌজদারী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। হাঁ—আর একটা কথা।—পরচাবী দিয়া এমাবৃসনের ডেস্ক খুলিয়া তুমি একখানা চিঠি দেখিতে পাইয়াছিলে, সেই কথা বলিয়া আমাকে—"

ভেরিয়ান বলিল, "হাঁ মাই লর্ড! সে কথা আমার মনে আছে, কদাচ আমি তাহা ভুলিব না। চিঠিখানা আমি পড়িয়াছি। তাঁহাতে যাহা লেখা আছে, তাহাতে আপনার দুঃশীলা স্ত্রীর অপরাধ সপ্রমাণ হইতে—"

কর্জ্জন বলিলেন,"সেই সময় তুমি আরও বলিয়াছিলে,তোমার উপর এমার্সনের সন্দেহ হইবে, সেই ভয়ে সে চিঠিখানা তুমি হস্তগত করিতে পার নাই।"

ভেরিয়ান বলিল, "হাঁ মী লর্ড, সে ভয়টা এখন আর আমি রাখি না। নরাধম পাষণ্ড এমার্সনকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য গত চারি পাঁচ মাসের মধ্যে আমি ভয়ানক ভয়ানক যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছি, অতি শীঘ্রই আমি সেই পাপিষ্ঠ লোকটার সংস্রব ত্যাগ করিব।"—বলিতে বলিতে একটু থামিয়া, ভেরিয়ান আবার বলিল, "হাঁ, হুজুর যদি সেই চিঠিখানা পাইতে ইচ্ছা করেন, আগামী কল্য অথবা পরশ্ব আপনি নিশ্চয়ই তাহা পাইবেন, কদাচ অন্যথা হইবে না।"

এইখানে কর্জ্জনের সহিত ভেরিয়ানের ছাড়াছাড়ি হইল; কর্জ্জন গেলেন গ্রস্‌ভেনর ষ্ট্রীটে নিজ নিকেতনে, ভেরিয়ান গেল তাহার নিজের বাসায়।

লর্ড কর্জ্জন কেমন সুন্দর বিবিধরা ফাঁদ পাতিয়াছিলেন, কেমন সাহসে, কেমন সুন্দর কৌশলে বিবটিকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদ-পাঠে পাঠক মহাশয়েরা তাহার সুন্দর পরিচয় পাইবেন।

পঞ্চত্রিংশ উল্লাস

কাপ্তেনের আমোদ

অড্‌লী ষ্ট্রীটে এবং অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে সোহো স্কোয়ারে ঐ সকল কাণ্ড হইয়া গেল, এ দিকে সেই রাত্রে কার্লন-হাউসে কি হইতেছে, দেখিতে হইবে। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় ঘটিকা। কাপ্তেন ট্যাস্‌ তখনও পর্য্যন্ত সেই অন্ধকার ঘরে লুকাইয়া ছিল; মাল্‌পাস্‌টা প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, মনে মনে ইহা স্থির করিয়া সে এখন বারাণ্ডার বাহির হইল। সম্মুখের ঘরে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ আর মিসেস্‌ মাল্‌পাস্‌; ঘরে চাবী দেওয়া, সে ঘরের তত্ত্ব লইতে কাপ্তেনের তখন ইচ্ছা হইল না, সে আপন মনে সরাসর যুবরাজের ভোজনাগারে প্রবেশ করিল; সে ঘরে তখন কেহই ছিল না, মগ্ন আবশ্যক, অতএব সে তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজাইয়া দিল; সুরাভাণ্ডারের ভাণ্ডারী অবিলম্বে আসিয়া হাজির হইল। কাপ্তেন তাহাকে হুকুম দিল, "অর্দ্ধ ডজন স্যাম্পিন্‌ লইয়া আইস;

লর্ড স্তাকৃভিলী যতক্ষণ ফিরিয়া না আইসেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে এখানে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; ততক্ষণে স্তাম্পিন্ যদি ফুরাইয়া যায়, তোমাকে আবার জাগাইয়া বিরক্ত করা আমার উচিত হইবে না, সেই জন্ত এককালে ছয় বোতল চাহিতেছি।"

মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া ভা ·· অবিলম্বে ছয় বোতল স্তাম্পিন্ আনিয়া হাজির করিল। তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া, বিস্কুটের বাক্স নিকটে রাখিয়া, চোম্রা গোঁফে তা দিতে দিতে মহাবীর কাপ্তেন ট্যাস্ বড় বড় গ্লাসে স্তাম্পিন্ ঢালিতে লাগিল, গ্লাসগুলা ঘন ঘন উজাড় হইতে লাগিল; মদ্যপানের ছোট ছোট গ্লাস এই কাপ্তেনের মনে ধরে না, বড় বড় গ্লাসেই বড় আমোদ। ঘরে আর কেহই নাই, পান-প্রমত্ত ঐ কাপ্তেনই তখন সেই গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা; যাহা মনে করিবে, তাহাই করিতে পারিবে, সেই আহ্লাদে তাহার মুখে অট্ট অট্ট হাস্য।

ছয় বোতল প্রায় উজাড় হইয়া গেল, একটি বোতলে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিল। বিস্কুট চর্ব্বণ করিতে করিতে কাপ্তেন ঘন ঘন সতৃষ্ণ-নয়নে সেই বোতলটার দিকে চাহিতে লাগিল; যেটুকু আছে,—ছোট গ্লাসের এক গ্লাস হওয়াই ভার—মাতালের মদ ফুরাইলে বড় ভাবনা হয়,—ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল, একটা গ্লাস-কেসে আধ বোতল ব্রাণ্ডী আছে, অস্থির-পদে উঠিয়া সে তৎক্ষণাৎ সেই বোতলটা বাহির করিয়া আনিল, অবশিষ্ট স্তাম্পিনের সহিত ব্রাণ্ডী মিশাইয়া বড় বড় দুই পাত্র গলায় ঢালিয়া দিল। যে লোক · য, তাহাকে মদের পিপে বলে, কাপ্তেন ট্যাসের পেটে যে কত পিপে আছে, কেহ তাহা দেখে না।

তিনটা বাজিল। কাপ্তেন ট্যাস্ আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডী খাইয়া ঢুলু-ঢুলু-চক্ষে ইতস্ততঃ চাহিতেছে, এমন সময় দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দ হইল, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন লর্ড স্তাকৃভিলী। কাপ্তেন ট্যাসের চক্ষু ঢুলু-ঢুলু, চক্ষের পাতা ভারী ভারী, মুখখানা রক্তবর্ণ; লর্ড স্তাকৃভিলীর মুখখানি কি যেন গভীর চিন্তায় পাণ্ডুবর্ণ, অত্যন্ত বিষণ্ণ। ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া, এক-খানা চেয়ারে বসিয়া, মুখে একটু কাষ্ঠহাসি আনিয়া, কাপ্তেনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, গ্লাসগুলা যে খালি দেখিতেছি, খাইতেছ না কিছু?"

কাপ্তেন।—(উদর চাপড়াইয়া) যৎসামান্তই ছিল, ক্ষণেকের মধ্যে সেটুকু এই উদরেই প্রবেশ করিয়াছে।—তোমার মুখখানি এমন মলিন দেখিতেছি কেন?

স্যাক্।—(রুমালে ললাটের ঘর্ম্ম মার্জ্জন করিয়া) রাত্রি-জাগরণে মুখ একটু ম্লান ম্লান দেখায়, তাহাও বটে,—তা ছাড়া, হঠাৎ একটা দুর্ভাবনা জুটিয়াছে—

কাপ্তেন।—দুর্ভাবনা ?—কিসের দুর্ভাবনা ?—কোন মেয়েমানুষের জন্যে বুঝি ? যে রঙ্গিণীর সঙ্গে তোমার রঙ্গভঙ্গ, সে বুঝি জাতিকুলের ভয় করে ?—খুলেই বল না, তার সঙ্গে আমার রবিনের বিয়ে দিয়ে জাতকুলটি খুব জাঁকিয়ে দিয়ে ফেল্‌বো।

স্যাক্।—(ম্লান-বদনে) কি রঙ্গই কর !—এ সময়ে কি তামাসা ভাল লাগে ?

কাপ্তেন।—(গম্ভীরবদনে) সত্যই কি তবে তোমার গভীর দুর্ভাবনা ?—বল দেখি শুনি, বল দেখি শুনি, ভাবনাটা কি রকম ?—যদি কোন শত্রু তোমার পাছু লাগিয়া থাকে, এক কোপে কাহার গলা কাটিয়া ফেলিব—যদি আট দশটি শত্রু হয়, সঙ্গীনের খোঁচা মারিয়া তাহাদের বুক চিরিয়া ফেলিব,—আরও যদি বেশী হয়, বন্দুকের গুলীতে সবগুলাকে তোপে উড়াইব। বল দেখি, তোমার ভাবনাটা কি রকম ?

স্যাক্।— (কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া) আজ থাক্, কল্য বলিব। আজ দেখিতেছি, তোমার মুখ-চক্ষু লাল হইয়াছে, চক্ষের পাতা ফুলিয়া উঠিয়াছে, তুমি মাতাল হইয়াছ ;—আজ থাক্, কল্য শুনিও।

কাপ্তেন।—(দম্ভ করিয়া) মাতাল ?—আমি মাতাল ?—এমন কথা তুমি বল !—পৃথিবীতে যত লোক বাস করে, তাদের হাজারের মধ্যে আমার মত সজ্ঞান লোক একটা খুঁজিয়া বাহির কর দেখি !—এই দেখ, আমি হুঁসিয়ার আছি, দিব্য সজ্ঞান আছি,—বল আমাকে তোমার ভাবনার কথা, এখনি আমি তোমার দুর্ভাবনা দূর করিয়া দিব। তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে—শুধু কেবল ভাবনা নয়, যেন তুমি কোন রকম ভয় পাইয়াছ।

স্যাক্।—(চকিতনয়নে কাপ্তেনের নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার অনুমানটা মিথ্যা নয়। সত্যই ভয়, হঠাৎ আমি একটা ভয় পাইয়াছি।

কাপ্তেন।—কি রকম ভয় ?

স্যাক্।—আমি এক বড়-ঘরের মহিলাকে অপর এক বাড়ীতে লইয়া গিয়া রসালাপ করিতেছিলাম, হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকের স্বামী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বড়ই কেলেঙ্কার করিয়া আসিয়াছে।

কাপ্তেন।—(সকৌতুকে) কে সেই বড়-ঘরের মহিলা ?

স্ন্যাক্।—লর্ড কর্জ্জনের স্ত্রী।

কাপ্তেন।—(সকৌতুকে) ওঃ! তবে তুমি সেই কর্জ্জনীকে রজনী-রঙ্গিণী করিয়াছ!—ভয় কি?—এ সহরে তেমন ঘটনা তো প্রায়ই হইয়া থাকে।

ক।—(ম্লানবদনে) আমার কিন্তু ভয় হইতেছে।

কাপ্তেন।—(একটু চিন্তা করিয়া) ভয় হইবার কথাই বটে। কর্জ্জন হয় তো তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিবে।

স্ন্যাক্।—(কম্পিত হইয়া) আমারও সেই ভয়।

কাপ্তেন।—কি এমন ভয়?—দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ!—মারিব কিংবা মরিব, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের এই তো মন্ত্র?—সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই ঐ রকম মন্ত্র।—সত্য যদি লর্ড কর্জ্জন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তোমাকে ডাকে, দ্বিতীয় সহচর বলিয়া আমাকে তুমি সঙ্গে লইও।—এক হাজার বজ্র!—পাঁচ হাজার কামান!—দশ হাজার বন্দুক!—দশ হাজার তলোয়ার!—আমি তোমার "দ্বিতীয়" হইয়া দাঁড়াইব;—কর্জ্জনের গলা কাটিব, না হয় তো তোপে তোপে উড়াইয়া দিব!—হাঁ, লেডী কর্জ্জন কোথায় গেল?

স্ন্যাক্।—আমি তাহাকে তাহার এক ভগ্নীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি। (ললাটে হস্তার্পণ করিয়া) মাথাটা যেন খসিয়া যাইতেছে! অঙ্গ অবশ হইতেছে!—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক!

কাপ্তেন।—(ব্রাণ্ডীর বোতলের দিকে চাহিয়া) আছে হে, বোতলটাতে একটুখানি আছে।—এক গ্লাস ব্রাণ্ডী মুখে দিয়া তুমি শয়ন কর গে,—বেশ ঘুম হইবে;—সকালে জাগিলে কোন অসুখ হইবে না। যাও, শয়ন কর গে।

লর্ড স্ন্যাক্‌ভিলী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রিতে তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল, ভিনিসিয়া তাহা জানিতেন,—ভিনিসিয়ার ঘরে না গিয়া নিজের বৈঠকখানাতেই তিনি গিয়া শয়ন করিলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একাকী বসিয়া কাপ্তেন তখন আর কি করে, বোতলের ব্রাণ্ডীটুকু শেষ করিয়া, একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িল,—প্রিন্সের কথা আর স্ন্যাক্‌ভিলীর কথা ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, বেলা তখন আটটা।

কাপ্তেন ট্যাসের তখনকার প্রথম কার্য্য কি?—সোফা হইতে নামিয়া সে একটু অস্থিরপদে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বারাণ্ডায় চলিয়া আসিল, ঘূর্ণিতনেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে কি ভাবিল;—যে ঘরে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আর মিসেস্ মাল্‌পাস্, সেই ঘরের নিকটে গিয়া নিঃশব্দে চাবী খুলিল;—

প্রিন্স তখন জাগিয়া ছিলেন, কাপ্তেনকে দেখিয়াই বাহির হইয়া আসিলেন, কাপ্তেন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল। মাল্‌পাসের স্ত্রী সেই অবসরে বস্ত্র পরিধান করিয়া, অন্য দিক্ দিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল।

ও দিকে ভিনিসিয়ার ঘরের দরজা খুলিয়া কর্ণেল মাল্‌পাস্ বাহির হইতেছিল, বিষন্নবদনে ধীরপদে জেসিকা প্রবেশ করিল; সম্মুখে মাল্‌পাস্‌কে দেখিয়াই জেসিকার মহা বিস্ময়। মৃদুহাস্য করিয়া মাল্‌পাস্ বলিল, "কি দেখিতেছ?—কি ভাবিতেছ? গত রাত্রে তোমার লেডী আমাকে পরম যত্নে রাখিয়াছিলেন, কতবার আমি তাঁহাকে চুম্বন করিয়াছি;—শুধু কেবল চুম্বনেই আমার দাবী ফুরাইল না, নগদ পাঁচ হাজার গিনী আমার পাওনা রহিল। হাঁ,—সখি! তুমি ভাই আমার একটি উপকার কর। তুমি আমাকে দাঁড় করাইয়া চাবী খুঁজিতে আসিয়াছিলে, একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার ভয় হইয়াছিল, সম্মুখে একটা ছোট ঘর আছে, সেই ঘরে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, ঘরটা অন্ধকার ছিল, অনুমানে আমি বুঝিয়াছিলাম, তোমাদের কোন সখীর শয়ন-ঘর, সমস্ত রাত্রি সে ঘরে থাকিলে কোনরূপ বিপদ্ ঘটিতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া আমি বাহির হইবার চেষ্টা করিলাম;—অনেক্ষণ তুমি আসিলে না, একাই আমি বাহির হইব, এইরূপ মত্‌লব। বারাণ্ডায় পাছে কেহ দেখিতে পায়, সেই ভয়ে আমি একটা বুদ্ধি খাটাইলাম। ঘরের দেয়ালের গায়ে স্ত্রীলোকের গাউন ঝুলিতেছিল, আন্দাজে আন্দাজে একটা গাউন টানিয়া লইয়া, আমার গায়ের কোট ওয়েষ্ট-কোট খুলিয়া রাখিয়া, সেই গাউন পরিয়া, একটা মেয়েলী টুপী মাথায় দিয়া আমি বাহির হইয়া আসি; এই দ্বারের পাশে লেডী ভিনিসিয়াকে দেখিতে পাইয়া এই ঘরেই প্রবেশ করিয়াছিলাম, এই ঘরেই সেই টুপী-গাউন খুলিয়া রাখিয়াছি; তুমি এখন দয়া করিয়া এই টুপী-গাউন সেই ঘরে লইয়া গিয়া আমার সেই দুটি জামা আনিয়া দাও।"

ভিনিসিয়ার ইঙ্গিতে জেসিকা তৎক্ষণাৎ কর্ণেলের অনুরোধ রক্ষা করিল, কোর্ত্তা পরিয়া কর্ণেল মাল্‌পাস্ বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর আর কেহ তখনও বারাণ্ডায় বাহির হয় নাই, গুপ্তদ্বার দিয়া মাল্‌পাস্ বাহির হইয়া গেল, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

যুবরাজ ও দিকে স্নান করিয়া, প্রভাতকালের পোষাক পরিয়া, হাজিরার টেবিলে বসিয়াছেন, কাপ্তেন ট্যাস্‌ও স্নান করিয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া প্রিন্সের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছে, হাজিরাখানায় আয়োজন।

লেডী স্তাক্ভিলী কি করিতেছেন ?—কর্ণেল মালপাস্কে প্রদান করিবার নিমিত্ত যে পাঁচ হাজার গিনীর নোট তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, গত রাত্রে তাহা অপরের হস্তে অর্পিত হইয়াছে ; কর্ণেল কিন্তু ছাড়িবে না ; অতএব পুনরায় পাঁচ হাজার গিনী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনি মার্কুইস্ লেভিসনের বাড়ীতে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, বেশ-ভূষা সমাধান করা হইয়াছে, এমন সময় একখানা চিঠি তাঁহার হস্তে আসিল। সে চিঠির পাঠ এইরূপ :—

"বেলা পূর্ব্বাহ্ন, নবম ঘটিকা।

কার্ল্টন প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আপনার নামে এই পত্রখানি লিখিবার অভিপ্রায়ে পেলমেলের রাস্তায় একখানা দোকানে আমি প্রবেশ করি। গত রাত্রে আপনি কোনও একটি বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত আমার হস্তে যে মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন, অবিলম্বে এই মুহূর্ত্তে সেগুলি আপনাকে প্রত্যর্পণ করা কর্ত্তব্য, কেবল সেই জন্যই আপনাকে আমি এই পত্র লিখিতেছি, এমন মনে করিবেন না। আকস্মিক ঘটনাগতিকে আপনার সহিত বন্দোবস্তের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রকারান্তরে আমি অকৃতজ্ঞের কার্য্য করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাই এই পত্র লিখিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে নিরূপিত সময়ে আমার স্বামীকে সেই গৃহমধ্যে গ্রহণ করিবার কথা, সেই সময় কিরূপ বাধা পড়িয়াছিল, তাহা বোধ হয়, আপনাকে জানাইতে হইবে না, আপনার সখী জেসিকার মুখেই আপনি তাহা অবগত হইয়া থাকিবেন ; ঘরের চাবীটি আপনি যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে চাবী সেখানে ছিল না ; জেসিকা আমাকে সঙ্কেত করিলে আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আমার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; রাত্রে চাবী পাওয়া যায় নাই, অথচ প্রাতঃকালে আমি বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছি, এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, চাবীটা অবশ্যই অপর কেহ পাইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই ঘরের কুলুপের চাবী খুলিয়া রাখিয়াছিল। ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, অভাবনীয়রূপে এমন কোন ঘটনা হইয়াছিল, যদ্দ্বারা আমাদের পূর্ব্বকৃত সঙ্কেতের বিপরীত কার্য্য হইয়া গিয়াছে ; জেসিকা যখন আমাকে সঙ্কেত জানায়, তখন আমি আমার স্বামীকে প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত হইয়াছিলাম। মহিমান্বিত লেডী স্তাক্ভিলী ! কি প্রকার ঘটনায় ঐ প্রকার বিপর্য্যয় হইয়াছিল, সে কথা আমি প্রকাশ করিতে পারিব না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। তাহা আমার নিজের গুহ্যকথা, সুতরাং অবশ্যই গুপ্ত থাকিবে। এই ঘটনা উপলক্ষে আমি আপনার বন্ধুত্ব এবং সদভি-

প্রায় হারাইলাম, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা, আমার অপরাধ নহে, বাস্তবিক আমার দুর্ভাগ্য। আমি ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছি কিংবা পূর্ব্বে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি, মিনতি করি, সেরূপ খারাপ ধারণা আপনার মনে যেন না আইসে। আমার অস্থিরমতি স্বামীর প্রতি আপনি। কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা আমি জানি না; কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমার সেই দুর্ম্মতি স্বামী আপনার উপর যেরূপ অত্যাচার করিতে কৃতসঙ্কল্প, এককালে তদ্বিষয়ে তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিলেও আপাততঃ তন্নিবারণপক্ষে আপনি একটা সদুপায় উদ্ভাবন করিবেন। এই পত্রমধ্যে আপনার প্রদত্ত সেই নোটগুলি আমি প্রেরণ করিলাম।

নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে অতি তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিলাম, সম্পূর্ণ আশা করিতেছি, আমার সেই ব্যবহারকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া বোধ হইলেও আপনি কৃপা করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিবেন, সত্য বলিয়া মনে করিয়া আপনি আমার উপর রাগ করিবেন, এমন আমার বিশ্বাস হইতেছে না। এই পত্রে আমি নাম স্বাক্ষর করিলাম না, সংক্ষিপ্তবর্ণও যোজনা করিলাম না, ইহা দেখিয়া আপনি এমন বিবেচনা করিবেন না যে, পূর্ণ দস্তখতী পত্র আপনার হস্তে অর্পণ করিতে আমি ভয় পাইতেছি; ফলতঃ এ চিঠি অপর কোন লোকের হস্তে পড়িলে, সে যাহাতে কিছুই বুঝিতে না পারে, সেই জন্যই পূর্ব্ব-সতর্কতা অবলম্বন মাত্র।"

ভিনিসিয়ার বদন প্রফুল্ল হইল। চিঠিখানা পাঠ করিয়াই তিনি জেসিকাকে বলিলেন, "এই এখন সব রহস্য বুঝা গেল! তুমি যখন কর্ণেল মাল্‌পাস্‌কে লইয়া সেই ঘরের দরজার কাছে যাছিলে, কাপ্তেন ট্যাস্‌ তখন সাম্‌নের ঘরে লুকাইয়া ছিল। আমি বুঝি৽ পারিতেছি, মাল্‌পাসের স্ত্রীর আর একটা গুপ্ত-নাগর আছে, কোন প্রকার গুপ্ত-সন্ধানে সেই লোক আমাদের চাবীটি কোথায় ছিল, তাহা জানিতে প দ্বারের চাবী খুলিয়া ঘরের ভিতর গিয়াছিল, মাল্‌পাসের স্ত্রী তাহাকে লইয়া ভিতর হইতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, মাল্‌পাস্‌কে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কাপ্তেন ট্যাস্‌ নিশ্চয়ই সেই গুহ্য-বৃত্তান্ত জানে। এখন ভাবিতে হইবে, সেই গুপ্ত নাগরটি কে?—হয় আমাদের যুবরাজ, না হয় ত আমার স্বামী।"

জেসিকা বলিল, "রাত্রি দশটার পর লর্ড স্যাক্‌ভিলী প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, রাত্রি তিনটার পর ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার সর্দার খানসামার মুখেই এই সংবাদ আমি পাইয়াছি।"

সহচরীর বাক্য শ্রবণমাত্র ভিনিসিয়ার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন, "তবে মিসেস্ মাল্‌পাসের উপপতিটা নিশ্চয়ই আমাদের যুবরাজ!—হয় হউক, তুচ্ছ কথা। যুবরাজের উপর আমার ঈর্ষা নাই; ঘটনাটা বুঝিয়া আমার কেবল রাগ হইতেছে।"—বিদ্যুতের ন্যায় চক্ষু ঘুরাইয়া সখীকে তিনি আবার বলিলেন, "যুবরাজ যেখানেই যাক্, যাহার সঙ্গেই রাত্রিবাস করুক, ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার পদতলে আসিয়া লুটাইতেই হইবে।"—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখের দারুণ বিপরীতভাব লক্ষিত হইল, ক্রোধে, ঘৃণায় রক্তমুখী হইয়া পরিশেষে তিনি বলিলেন, "অপমানে, লজ্জায়, অভিমানে সেই প্রকারে আপন সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারিয়া, ঘটনাচক্রে পরাভূত হইয়া, বড় দুঃখেই আমি সেই নীচাশয় মাল্‌পাস্‌কে নিজ শয্যায় স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

জেসিকা বলিল, "তোমার সান্ত্বনার—তোমার প্রবোধের দশ হাজার প্রকার উপায় আছে। কত লোকে তোমার উপাসনা করে, কত লোকে তোমার ভালবাসার নিমিত্ত লালায়িত হয়, সকল লোকের কাছেই তোমার মান-গৌরব প্রচুর, একটি অপ্রিয় ঘটনার জন্য তোমাকে—"

হঠাৎ ভিনিসিয়ার বদনে অদ্ভুত প্রকার বিবর্ণতা দেখা দিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল, পীনোন্নত পয়োধরযুগল ক্ষণে ক্ষণে ঊর্দ্ধে, নিম্নে তরঙ্গিত হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন আবরণ-বস্ত্র ভেদ করিয়া ফাটিয়া যায়;—মর্ম্মান্তিক কষ্টে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "খুব বলিয়াছ!—যথেষ্ট—যথেষ্ট!"

জেসিকা কিছুই উত্তর করিল না, লেডীর বদনমণ্ডলের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের দিকে যেন নজরই দিল না; তিন চারিটা বস্তুর শৃঙ্খলা-বিধানার্থ সে তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানা হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল।

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, সখীর দিকে চাহিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "দেখ জেসিকা, এই নোটগুলি লইয়া এখনই তুমি কর্ণেল মাল্‌পাসের নিকট চলিয়া যাও, এইগুলি অর্পণ করিয়া তাহাকে বলিও, আজ সকালে বিদায়কালে আমাদের যেরূপ বন্দোবস্তের কথা হইয়াছে, এই তাহা লও, আর যে কয়েক সহস্র তোমাকে দিবার কথা, জিনেভাতে পৌঁছিবামাত্র তথাকার ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে তাহা তুমি প্রাপ্ত হইবে। সেণ্ট জেমস্ ষ্ট্রীটের এক হোটেলে কর্ণেল মাল্‌পাস্ থাকে, সেই হোটেলের ঠিকানা এই কাগজে লেখা আছে, লইয়া যাও; সেই হোটেলে গেলেই তাহাকে তুমি দেখিতে পাইবে।"

আদেশমাত্র প্রিয়-সখী জেসিকা সেই হোটেলের ঠিকানা-লেখা কাগজখানা আর পাঁচ হাজার গিনীর ব্যাঙ্কনোট হস্তে লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেল।

জেসিকা চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই আর একটি সখী একখানি রজতপাত্রে ভিনিসিয়ার হাজিরাখানা লইয়া প্রবেশ করিল, পাত্রখানি রাখিয়া সে প্রস্থান করিবামাত্র লর্ড স্থাকৃভিলী প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ উল্লাস

অস্বীকার ও তর্কবাদ

লর্ড স্থাকৃভিলী যদিও উত্তেজিত ভাবটি ঢাকিয়া রাখিবার মতলবে প্রভাতী সজ্জায় উত্তম উত্তম পোষাক পরিয়াছিলেন, মুখ-চক্ষু ভাল করিয়া মার্জ্জন করিয়াছিলেন, অতি সন্তর্পণে ভাল করিয়া কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া ভিনিসিয়া ঠিক বুঝিয়া লইলেন, কোন প্রকার অপ্রিয়-ঘটনা হইয়াছে; উদ্বেগে উদ্বেগে তাঁহার মনে হইল, মাল্‌পাসের সঙ্গে নিশাযাপনের গুহ্যকথাটি হয় ত কোন সূত্রে তাঁহার স্বামীর কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে, সেই জন্য তিনি হয় ত তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন। ইত্যগ্রে তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষে যে একটি সন্ধিসূচক চুক্তি হইয়াছিল, সেই চুক্তি-প্রমাণে স্ত্রীর কোন প্রকার সামান্য ত্রুটি দেখিলে স্বামীর তিরস্কার করিবার অধিকার নাই, যদিও ইহা সত্য, তথাপি পাপিষ্ঠ মাল্‌পাসের সঙ্গে স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা, ইহা জানিতে পারিলে স্বামী নিশ্চয়ই রুষ্ট হইয়া উঠিবেন, এটাও ভিনিসিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তাদৃশ অবস্থায় অপরের সাক্ষাতে কিরূপ সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়, ভিনিসিয়া তাহা ভালই জানিতেন; চাঞ্চল্য চাপিয়া সাধ্যমত শান্তভাব ধারণ পূর্ব্বক স্বামীকে তিনি বলিলেন, "হোরেস্‌! আমি যেন বুঝিতেছি, কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে; তোমার মুখ এমন মলিন কেন,—ব্যাপার কি?"

বনিতার পার্শ্বে সোফার উপর বসিয়া লর্ড স্থাকৃভিলী কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে ভিনিসিয়া! সম্প্রতি একটি ঘটনা হইয়াছে, তাহা তুমি

নিশ্চয়ই অপরের মুখে শুনিতে পাইবে, কিন্তু অপরের মুখে শুনিবার অগ্রে আমার মুখে শুনিয়া রাখাই ভাল।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "কি রকম ঘটনা?—তোমার আড়ম্বরপূর্ণ গম্ভীর ভূমিকা শুনিয়া আমার বোধ হইতেছে যেন, কোন প্রকার ভয়ানক সংবাদ। কথাটি কি?"

কপটে একটু হাস্য করিয়া হোরেস্ বলিলেন, "বোধ হয়, সে কথা শুনিয়া তুমি আমার সহিত ঝগড়া করিবার সূত্র ধরিবে।"—লর্ড স্যাক্ভিলী হাস্য করিলেন বটে, কিন্তু আনন্দ-প্রকাশের সে চেষ্টাটা কেবল আনন্দের ছায়া মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে ভিনিসিয়ার মনে যে আতঙ্কটি আসিয়াছিল, সে আতঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল, সে বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়া, আরাম বোধ করিয়া তিনি বলিলেন, ওহো! তবে তোমার নিজের মনের কোন রকম গোলমালের কথা!—তুমি ভারী দুষ্ট?—তুমি করিয়াছ কি?"

লর্ড বলিলেন, "শোনো প্রিয়তমে, তোমার সঙ্গে আমার যে রকম সন্ধি-চুক্তি আছে, সেই কথাটা আগে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিই।"

তাৎপর্য্যটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া ভিনিসিয়া বলিলেন, "কল্য আমি যখন তোমার হস্তে আবশ্যকমত টাকাগুলি প্রদান করি, তখনই ত তুমি ঐ কথাই বলিয়াছিলে, আজ আবার পুনরুক্তি করিতেছ কি জন্য?"

লর্ড বলিলেন, "হাঁ, পুনরুক্তি করিলাম, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সম্প্রতি যে গোলমালে আমি পড়িয়াছি, তাহা—"

কথায় বাধা দিয়া, আস্তে আস্তে পতির গালে চপেটাঘাত করিয়া, ভিনিসিয়া বলিলেন, "ঠিক!—কি করিয়াছ! শীঘ্র কবুল কর!—কোন মেয়েমানুষের সঙ্গে মিলন করিয়া তুমি সঙ্কটে পড়িয়াছ;—কেমন, ইহাই সত্য নয়?"

অসঙ্কোচে লর্ড বলিলেন, "হাঁ,—তুমি যে দেখি ইতিমধ্যেই তাহা শুনিয়া—"

ভিনিসিয়ার বদনে আরক্তরাগ আরও গাঢ়রূপে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, লজ্জাকে স্থানদান না করিয়া, স্পষ্টাক্ষরে তিনি বলিলেন, "চুক্তির কথা তুমি আমাকে মনে করাইয়া দিতেছ; ঠিক আমার মনে আছে। যতগুলি ইচ্ছা, যতগুলি প্রেম-নায়িকা ভোগ করিতে ইচ্ছা কর, ততগুলিই রাখিতে পারিবে, তাহাতে আমি কিছু বলিতে পারিব না; যতগুলি রসের নাগর

আমি রাখিতে ইচ্ছা করি, স্বচ্ছন্দে ততগুলি আমি রাখিতে পারিব, তুমি তাহাতে কোন কথা বলিতে পারিবে না;—এই ত আমাদের চুক্তি,—এই ত আমাদের সন্ধি।"

লর্ড স্যাক্‌ভিলী বলিলেন, "ঠিক অবধারণ করিয়াছ। এখন যে গোলমালে আমি পড়িয়াছি, সেটা বড় শক্ত। ঢলাঢলি—কেলেঙ্কার—ফৌজদারী মামলা—সত্য সত্য সবগুলা একত্র হওয়াই সম্ভব; আমি—"

ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই ভিনিসিয়ার মুখখানি পাংশুবর্ণ হইয়া গেল;—দুঃখে, বিস্ময়ে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তবে বুঝি দ্বন্দ্বযুদ্ধ!—ওঃ!—প্রিয় হোরেস্! এ কাণ্ডটা কাহার সঙ্গে?—কে সেই মেয়েমানুষ?"

লর্ড স্যাক্‌ভিলী উত্তর করিলেন, "কাউণ্টেস্ অব্ কর্জ্জন।"

একটু যেন চমকিয়া, ভিনিসিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন, "কাউণ্টেস্ অব কর্জ্জন?"—নামটি শুনিয়া তাঁহার চমকাইবার কারণ এই যে, তিনি মনে করিলেন, মন্দ নয়;—লর্ড কর্জ্জন আমার প্রেমের নাগর, লেডী কর্জ্জন আমার স্বামীর প্রেম-নাগরী! এ কৌতুক মন্দ নয়

স্যাক্।—চমকাইয়া উঠিলে যে?—লেডী কর্জ্জন সতীত্ব ও সুশীলতার আদর্শ, ইহাই কি তুমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলে?

লেডী।—কি কি ঘটিয়াছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমি শুনিতে চাই না। কি উপলক্ষে কেলেঙ্কার, কি উপলক্ষে ঢলাঢলি, সংক্ষেপে সেই কথাগুলি আমাকে বল। (স্বামীর বর্ণিত বৃত্তান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া) কর্জ্জন কি ইহার প্রতীকার চায়?—সে কি ইতিমধ্যেই তোমাকে কোন কথা বলিয়া পাঠায় নাই?—আজ প্রাতঃকালে তুমি কি তাহার নিকট হইতে কোন পত্র পাও নাই?

স্যাক্।—না, এখনও কোন সংবাদ পাঠায় নাই। কাপ্তেন ট্যাস্ আমার পক্ষে আছে। কর্জ্জন যদি সত্য সত্য আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে, তাহা হইলে কাপ্তেন ট্যাস্ আমার সহায় হইয়া "দ্বিতীয়" স্থলে দাঁড়াইবে। সে যাহা বলিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই করিবে।

লেডী।—(কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া) সত্য যদি কর্জ্জন দ্বন্দ্বযুদ্ধ চায়, তবে তুমি কি তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য?

স্যাক্।—সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়?—অবশ্যই আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। বেশী কথা কি, পূর্ব্বে যদি আমি জানিতে পারিতাম, রণক্ষেত্রে কর্জ্জনের গুলীতে আমার প্রাণ যাইবে, তাহা হইলেও সম্ভ্রম-

রক্ষার অনুরোধে তাহার প্রস্তাবে আমাকে সম্মত হইতে হইত। প্রিয়তমা ভিনিসিয়া! এই কেলেঙ্কারের কথা অগ্রে আমি তোমার কাছে প্রকাশ করিলাম কেন, তাহার কারণ এই যে, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের পরিণাম হঠাৎ তোমার কর্ণে আসিলে, তোমার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিত; অধিকন্তু অন্য লোকের মুখে তুমি অবশ্যই তাহা শুনিতে পাইতে, কিন্তু লোকেরা নানা অলঙ্কার দিয়া আসল কথাগুলা আরও বাড়াইয়া বাড়াইয়া তোমাকে শুনাইত, আজ প্রাতঃকালেই সেই ভয়টা আমার মনে আসিয়াছিল।

লেডী।—(উদ্বেগে চঞ্চলস্বরে) অলঙ্কার দিয়া বাড়াইত?—ওঃ!—যে ঘটনায় তোমার প্রাণ যাইবার আশঙ্কা, তাহার উপর তাহারা আর কি অলঙ্কার সাজাইত? (অধিক উত্তেজিত হইয়া কম্পিতস্বরে) প্রিয়তম হোরেস্! তুমি জানো,—বিধিলিপিবশে যে সাগরের জলে আমি ভাসিতেছি, যে প্রকার অদ্ভুত অভ্যাসে আমরা জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, তাহা তুমিও জানো, আমিও জানি, তথাপি অন্তরের সহিত আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাদের পরস্পরের চুক্তিসূত্রে সংসারে আমরা অসীম স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, প্রণয়-প্রসঙ্গে তাহাতে কেহ কোন প্রকার প্রতিবাদ করিব না, কয়েক মাস পূর্ব্বে সে বিষয়ে আমাদের যে একটা একরার আছে, সেটা কেবল বিদ্রূপমাত্র: অত মোলায়েম চুক্তির সম্মুখে আর অতিরিক্ত অঙ্গীকার যথার্থই ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ। তাই আমি বলিতেছি, যেখানে তোমার জীবন সঙ্কটাপন্ন, সেখানে এই সম্ভাবিত বিপদে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা আমার মর্ম্মান্তিক কষ্টের হেতু। যাহা হইয়া গিয়াছে, এখনও যাহা হইতেছে, তাহাতে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর বিপদ্ সম্মুখে উপস্থিত, আমার পক্ষে তাহা কদাচ উপেক্ষণীয় হইতে পারে না; মনে করিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে;—সে ভাবনার যন্ত্রণাটাও আমি সহ্য করিতে অক্ষম!

ষ্টাক্।—প্রাণাধিকা ভিনিসিয়া! তুমি আমাকে পাগল করিবে দেখিতেছি! যদি তুমি ঐ রকম কথা বার বার বল, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়া যাইব!—তুমি জানো, আমি তোমাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়াছিলাম, তোমার ভালবাসায় আমি প্রমত্ত ছিলাম, যদিও এই কয়েক মাস আমার দুর্দ্দম চিত্ত অন্যপথে ধাবিত হইতেছে, তথাপি আমার হৃদয়ের এক পার্শ্বে এখনও একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সেই পবিত্র-মন্দিরে তোমার ঐ দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; এখনও আমি দেবী-জ্ঞানে তোমার উপাসনা করি।—ভাগ্যে ছিল, গৌরবান্বিত পদসম্পদে আমি অধিকারী হইয়াছি, সেই পদ-সম্পদের

কৃত্রিম সুখবিলাসে আমরা মজিয়া রহিয়াছি, সংসারের কৃত্রিম সুখ, কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য, কৃত্রিম জাঁকজমক আমাদের পবিত্র সুখের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে; রাজারাজড়ার দলে না মিলিয়া, রাজদরবারে মান্যগণ্য না হইয়া, বিবাহের দিন হইতে তোমাকে লইয়া নির্জ্জন প্রদেশে সামান্য কুটীরে বাস করিয়া থাকিলে আমি যথার্থ সুখী হইতে রতাম। ভাগ্যবশে সুখবিলাস উপভোগ করিয়া, পরকীয় প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া, সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছি;—কিন্তু কোথায় যাইতেছি?—বিষম বিষাদের চিন্তায় ও দহনীয় অনুতাপ-সাগরের স্রোতে ডুবিয়া যাইতে চলিয়াছি!

লেডী।—(সহসা স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক আরও নিকটে আকর্ষণ করিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া) হোরেস্—প্রাণের হোরেস্! আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী, আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ আসঙ্গ উল্লাসে কিয়ৎ-ক্ষণ মগ্ন থাকা ভালো,—কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে তীব্র যাতনার অসহ্য জ্বালা! হায় হায়! এই তোমার মুখখানি আমার মুখে সংলগ্ন হইয়াছে, এই তোমার চক্ষু আমার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে, কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তোমার এই মুখ-খানি বিবর্ণ হইয়া বিবশ ও বিকৃত হইবে, স্বপ্নের মত অন্তিম নিদ্রায় তোমার এই চক্ষু দুটি নিমীলিত হইবে,—উঃ! আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! কিছু দিনের জন্য যদিও ঘৃণিত পাপের পথে আমার মতি গিয়াছে, কিন্তু হোরেস্, আমার হৃদয়ের স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয় নাই!—না না, উঃ!—কদাচ তোমাকে আমি সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দিব না!

স্যাক্।—ওঃ! তাহা হইলে আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যাইবে!—ভিনি-সিয়া! সরল বাক্যে আমি তোমাকে বলিতেছি, আমি কাপুরুষ নহি,—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না; আমি পুরুষ, সঙ্কটে পড়িয়া সাহস বা বীর্য্য কিছুই হারাই নাই। ভিনিসিয়া! মনে কর, যদি আমি সৈন্যদল লইয়া সমরক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য হইতাম, তাহা হইলে লোকে আমাকে সৈনিকদলের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত দেখিত; যুদ্ধে আমি মরিতাম কি বাঁচিতাম, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করি-তাম না;—কিন্তু ভিনিসিয়া, এটা বড় সাংঘাতিক আঘাত, বড়ই দুরূহ সংঘটন! এই সবে আমার ধন-গৌরবে, পদ-গৌরবে সুখ-সম্ভোগের প্রারম্ভ, এই আমার সবে নব-যৌবন, এই সময়ে কালগ্রাসে পতিত হওয়া বড়ই শোচনীয় ব্যাপার! এ চিন্তা মনে আনিলেও আমি অবসন্ন হইয়া পড়ি! ভিনিসিয়া! সংসারে মনুষ্য-মাত্রেরই দুটি পন্থা;—ভাল আর মন্দ;—ভাগ্যক্রমে আমি এখন শেষের পন্থা-

টাই ইচ্ছা পূর্ব্বক মনোনীত করিয়াছি ; এই পন্থায় দীর্ঘজীবী হইয়া আমোদ-আহ্লাদে সুখসম্ভোগ করাই আমার বাঞ্ছনীয়, আমার হৃদয়ের উচ্চ উচ্চ ভাব-সমূহ একত্র হইয়া উহাকেই আমার সান্ত্বনার উপকরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। সে সুখসম্ভোগের আমি অধিকারী হইতে পারিলাম না, এই কারণেই ঐ দ্বন্দ্বযুদ্ধের নামে আমি কাপুরুষের ন্যায় এক একবার শঙ্কিত হইতেছি।

লেডী।—(কাতরকণ্ঠে) না না, কখনই আমি তোমাকে সেই ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যাইতে দিব না।

স্মাক্।—(যেন অন্যমনস্ক হইয়া কম্পিতস্বরে) আরও বলি, সেই কর্জ্জন পিস্তল-যুদ্ধে সিদ্ধহস্ত ; তাহার লক্ষ্য অব্যর্থ, পিস্তল-যুদ্ধে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই ;—পিস্তল-সন্ধানে সে এত দূর বহুদর্শী যে—

লেডী।—(আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া) না না,—প্রিয়তম হোরেস্! তোমার কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত জমাট হইয়া যাইতেছে!—না না, কখনই আমি সে দ্বন্দ্ব হইতে দিব না।

স্মাক্।—(ব্যগ্রকণ্ঠে) ভিনিসিয়া! তুমি বৃথা বকিতেছ ; ও সব কথায় কোন ফল হইবে না। মান বজায় করিবার জন্য বিধির বশবর্ত্তী হইয়া লর্ড কর্জ্জন অবশ্যই আমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিবে, অগত্যা আমাকে তাহার পণ-রক্ষার্থ সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে।

লেডী।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) আমার উপরেই সেটা ভার দিও ; আমার বুদ্ধিটা কত দূর খেলে, একবার পরীক্ষা কর।

স্মাক্।—(বিস্মিতনয়নে চাহিয়া) এ কি ছেলেমানুষের মত কথা বলিতেছ ?—মানের খাতিরে কর্জ্জন আমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ডাকিবে, মানের খাতিরে অবশ্য আমাকে স্বীকার করিতে হইবে ; এখন বিবেচনা কর, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অনিবার্য্য।

লেডী।—(পুনরায় মৃদু হাস্য করিয়া) নিবার্য্য, অনিবার্য্য, সে সব কথা রাখো, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই কর ; আমার উপরেই ভার দাও ; নির্ব্বিবাদে আমি তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিব, বুদ্ধি-প্রভাবে আমিই মিটাইয়া দিব।

স্মাক্।—(সাগ্রহদৃষ্টিতে মুখপানে চাহিয়া) কি বুদ্ধি তুমি খাটাইবে, অগ্রে সেটা আমাকে শুনাইয়া দাও।

লেডী।—(গম্ভীরবদনে) তুমি বাহির হইয়া যাও)। যাহা আমি করিব,

তাহার ফল কিরূপ হয়, সেইটি দেখিয়া শেষকালে তুমি আমার বুদ্ধির বিচার করিও। আর দেখ, তোমার নিজের বৈঠকখানায় কাপ্তেন ট্যাসের কাছে বসিয়া খানিকক্ষণ তুমি গল্প করিও, এ সব কথা তুলিও না, জেসিকা গিয়া যখন তোমাকে ডাকিবে, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিও;—আমার ঘরের দরজায় আসিয়া ইতস্ততঃ করিও না, দ্বারে আঘাত করিও না, দরজা খুলিয়া সটান গৃহমধ্যে প্রবেশ করিও।

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া লর্ড স্যাকৃভিলী অবিলম্বে ভিনিসিয়ার বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলেন; ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, ভিনিসিয়া কি রকম বুদ্ধি খাটাইবে?—হইতেও পারে,—ভিনিসিয়া তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ধরে, অনেক প্রকার ফন্দী-ফিকির জানে, সংসারজ্ঞান, পুরুষচরিত্রজ্ঞান, নারীচরিত্রজ্ঞান তাহার বেশ আছে; যাহা বলিল, তাহা সিদ্ধ করিতে পারিবে, মনে আমার এইরূপ বিশ্বাস আসিতেছে।—ভাবিতে ভাবিতে ভিনিসিয়ার স্বামী নিজের বৈঠকখানায় কাপ্তেন ট্যাসের কাছে গিয়া বসিলেন।

লর্ড স্যাকৃভিলী বাহির হইয়া যাইবার পরক্ষণেই চতুরা সহচরী জেসিকা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই ভিনিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ণেলকে দেখিতে পাইয়াছিলে? নোটগুলি তাহার হাতে দিয়া আসিয়াছ? যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছ?"

জেসিকা উত্তর করিল, "ঠিক ঠিক আজ্ঞা পালন করিয়াছি? কর্ণেল মাল্‌পাস্ দুই এক দিনের মধ্যেই জিনেভা নগরে যাত্রা করিবে বলিল। আজকাল ফরাসী হাঙ্গামায় সে অঞ্চলের সকল লোক অত্যন্ত ভীত ও ব্যস্ত; রাইন নদের যাত্রী লোকেরা অন্য পথে যায়; কর্ণেল মাল্‌পাস্ রাইন নদের দিকে না গিয়া, ভূমধ্য-সাগরের বক্ষোভেদ করিয়া জিনেভায় উপস্থিত হইবে, এইরূপ স্থির করিয়াছে।"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "উত্তম।—তুমি এখন এক কাজ কর;—এখনি গ্রস্‌ভেনর ষ্ট্রীটে—"

কথা শুনিতে শুনিতে বাধা দিয়া হঠাৎ জেসিকা বলিল, "বাজারে একটা ভয়ঙ্কর কথা উঠিয়াছে, শুনিয়াছ কি?—সহরময় ঢি ঢি হইয়া গিয়াছে। সকলের মুখেই সেই কথা। যে হোটেলে মাল্‌পাস্ থাকে, সেই হোটেলের দরজায় জনকতক লোক দাঁড়াইয়া সেই কথাই বলাবলি করিতেছিল। একটা জিনিস কিনিবার জন্য আমি একখানা দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেখানেও পাঁচজনের মুখে সেই কথা শুনিলাম। ভয়ানক কেলেঙ্কারের কথা।—শুনিয়াছ কি?—শুনিবে কি?

ব্যস্তস্বরে ভিনিসিয়া বলিলেন, "সব শুনিয়াছি,—সব শুনিয়াছি ;—বৃথা বাগাড়ম্বর করিও না,—এখনি লর্ড কর্জ্জনের বাড়ীতে চলিয়া যাও,—তাঁহাকে যদি বাড়ীতে দেখিতে না পাও, সেইখানে একটু বসিয়া অপেক্ষা করিও, তিনি ফিরিয়া আসিলে নির্জ্জনে তাঁহার সহিত দেখা করিয়া, আমার নাম করিয়া বলিও, আমার প্রতি যদি তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুত্বভাব থাকে, তবে যেন এই মুহূর্ত্তে তোমার সহিত এই প্রাসাদে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন, বিশেষ করিয়া বলিও, গুরুতর কার্য্যের জন্য অতি শীঘ্র সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।"

জেসিকা চলিয়া গেল। ভিনিসিয়া এই অবসরে আপন মনে হাসিয়া জগন্মোহিনী রঙ্গিণীবেশে সাজিলেন। গায়ের গাউনটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, সূক্ষ্ম রেশমের একখানি শুভ্র র‍্যাপারে তিনি আপন মোহন অবয়বটি অর্দ্ধ-আবৃত করিলেন, মস্তকের কেশগুলি এলাইয়া তুষারশুভ্র স্কন্ধদেশের দুই দিকে ঝুলাইলেন, উন্নত স্তনদ্বয় প্রায় উলঙ্গ রাখিয়াছিলেন, কতকগুলি কুঞ্চিত কেশ ফণিনী আকারে সেই সুডৌল বক্ষঃস্থলে লম্বিত হইল, সুমার্জ্জিত শুভ্র গজদন্তের উপর কাঞ্চনমণ্ডিত ঝালর ঝুলাইলে যেমন শোভা হয়, সুন্দরীর সুন্দর বক্ষের তখন সেইরূপ শোভা হইল। রূপের চটক তখন যেন দশগুণ বাড়িয়া উঠিল ; অধরে মৃদু মৃদু হাস্য আনয়ন করিয়া, কর্জ্জনের দর্শন-প্রতীক্ষায় বঙ্কিমনয়নে তিনি প্রবেশ-দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সপ্তত্রিংশ উল্লাস

বনিতার কৌশল

লর্ড কর্জ্জনের বাড়ীতে জেসিকা উপস্থিত। কর্ত্তা তখন বাড়ীতেই ছিলেন। অন্য একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া, একজন আরদালীকে ডাকিয়া জেসিকা তাহার দ্বারা নিজ বক্তব্য প্রেরণ করিল। লর্ড কর্জ্জন তখন একজন উকীলের সহিত কোন প্রকার মোকদ্দমার পরামর্শ করিতেছিলেন, আরদালীর মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া, উকীলকে একটু বসিতে বলিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিয়া জেসিকার সহিত দেখা করিলেন।

জেসিকা যাহা বলিল, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার মনে আশ্চর্য্য-ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, ভিনিসিয়া কেন ডাকিতেছেন, মনে মনে নানা যুক্তি আনিয়া অল্পক্ষণ তিনি কত প্রকার আন্দোলন করিলেন, হয় ত গত রাত্রের ঘটনাটা ভিনিসিয়ার কানে উঠিয়াছে, সেই কথা বলিবার জন্যই হয় ত তিনি ডাকিতেছেন, সন্দিগ্ধ লর্ড কর্জ্জন তাহাও একবার ভাবিলেন ; পরক্ষণেই সে ভাবনাটা অন্যদিকে ফিরিল ;—সে ঘটনার সহিত ভিনিসিয়ার কি সম্বন্ধ, সেই তর্কের মীমাংসা করিতে না পারিয়া, অন্য কোন বিশেষ কার্য্য থাকিতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি একটু অগ্রে যাও, প্রাসাদের নিকটে গিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকো, শীঘ্রই আমি তোমার সহিত মিলিত হইব, এক সঙ্গে প্রাসাদের মধ্যে যাইব।"

জেসিকা বিদায় হইয়া আসিল। যে ঘরে উকীল ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, উকীলের নিকট দুই ঘণ্টা অবকাশ লইয়া, লর্ড কর্জ্জন পোষাক পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, প্রাসাদের নিকটে আসিয়াই জেসিকার সঙ্গে দেখা হইল ;—জেসিকা তাঁহাকে গুপ্তদ্বার দিয়া অলক্ষিতে প্রাসাদমধ্যে লইয়া গেল।

ভিনিসিয়ার বৈঠকখানায় লর্ড কর্জ্জনের প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ জেসিকা। আসন হইতে উত্থিত হইয়া লেডী স্যাক্‌ভিলী পরম সমাদরে লর্ড কর্জ্জনের অভ্যর্থনা করিলেন ; পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপ সাক্ষাতে যতটা আদর প্রদর্শিত হইত, এ ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অধিক আদর, অধিক অনুরাগ, অধিক খাতির। কর্জ্জনকে সোফায় বসাইয়া, একটু সরিয়া আসিয়া, লেডী ভিনিসিয়া জনান্তিকে চুপি চুপি জেসিকাকে বলিলেন, "এই ঘরের ঘণ্টার দিকে খুব হুঁসিয়ারীতে কান রাখিও, ঘণ্টাধ্বনি শুনিবামাত্র লর্ড স্যাক্‌ভিলীর বৈঠকখানায় ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আমার ঘরে আসিতে বলিও।"

জেসিকা বাহির হইল দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া, আড়নয়নে চাহিতে চাহিতে, মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে মোহিনী ভিনিসিয়া সেই সোফার উপর লর্ড কর্জ্জনের পাশে গিয়া বসিলেন। মোহিনীর রূপ দেখিয়া দুর্জ্জয় রিপু-তাড়নে লর্ড কর্জ্জন হতজ্ঞান।

কর্ণেল মাল্‌পাস্‌ জিনেভা হইতে প্রত্যাগত হইয়া কর্জ্জনের সম্বন্ধে ভিনিসিয়ার কর্ণে যে হলাহল ঢালিয়া দিয়াছিল, মনের ভিতর সেই অভিযোগটি পুষিয়া রাখিয়া, ভিনিসিয়া তদবধি কর্জ্জনের উপর ভয়ানক চটিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তৎপ্রতি তাঁহার মর্ম্মান্তিক ঘৃণা আসিয়াছিল ; তথাপি কার্য্য উদ্ধারের

নিমিত্ত এই ক্ষেত্রে সেই ঘৃণার ভাব গোপনে রাখিয়া কর্জ্জনকে তিনি অকপট মিত্রভাবেই গ্রহণ করিলেন ; এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের উভয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল, তাহা নিম্নভাগে লিপিবদ্ধ করা গেল।

ভিনি।—(বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া) প্রিয়তম কর্জ্জন ! আমি মনে করিয়াছিলাম, জিনেভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার সঙ্গেই তুমি সাক্ষাৎ করিবে, কিন্তু তুমি দেখা দাও নাই।

কর্জ্জন।—(একবার মাত্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়াই) আমি স্থির করিয়াছিলাম, আজ বেলা দুই প্রহরের পর তোমার কাছে পত্র লিখিয়া পাঠাইব।

ভিনিসিয়া।—(সচকিতে) সে কি ?—পত্র লিখিয়া পাঠাইবে মানে কি ?

কর্জ্জন।—(ক্ষুন্নস্বরে) তদ্ভিন্ন অন্য উপায় পাই নাই। কার্ল্‌টন-হাউসে আসিতে আমার লজ্জাবোধ হইয়াছিল।

ভিনি।—লজ্জা —কি জন্য ?

কর্জ্জন।—(কিঞ্চিৎ অবনতবদনে) গত রাত্রে যে একটা ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে, তাহাতে কার্ল্‌টন হাউসে প্রবেশ করিয়া তোমাদের কাছে মুখ দেখাইতে আমার ভরসা হয় নাই। তোমার স্বামীকে লইয়াই সেই—

ভিনি।—(কপট বিস্ময়ে) কি—কি—কি !—আমার স্বামীকে লইয়া ?—ভয়ানক কাণ্ড ?—কি রকম ভয়ানক ?—বল দেখি শুনি।

কর্জ্জন।—(একটু ভূমিকা করিয়া) গত কল্য সন্ধ্যার সময় আমি লণ্ডনে আসিয়াছি। প্রথমে এক জন বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া, রাত্রি দশটার সময় বাড়ীতে যাই, সেখানে গিয়া শুনি, আমার স্ত্রী বাড়ীতে নাই ; জার্ট্রুড্ নামে তাহার একটি ভয়ানক ধড়ীবাজ সখী আছে, সেই ছুঁড়ীটাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ডোভার হইতে বাড়ীতে আমি একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, আগামী কল্য (আজ) বাড়ীতে পৌছিব। স্ত্রীকে বাড়ীতে দেখিতে না পাইয়া, আমার মনে তর্ক উঠিল, পৌছিতে আমার এক দিন বিলম্ব হইবে, সেই ভরসায় দুষ্টা এদিথা তাহার কোন উপপতিকে পত্র লিখিয়া যোগাড় করিয়া কোন সঙ্কেত-স্থানে চলিয়া গিয়াছে। আমি জানিতাম, লেডী লেচ্‌মিয়ার নামে যে কুট্টিনী অড্‌লী ষ্ট্রীটে বাস করে, তাহার বাড়ীতেই একটা আড্ডা ;—তৎক্ষণাৎ সেই আড্ডায় আমি গিয়াছিলাম, সেখানেও এদিথাকে দেখিতে পাই নাই ;—তাহার পর সেই,—জানো তুমি,—মিসেস

গেল,—সে মাগীও একটা কুট্টিনী। লেচ্‌মিয়ারের বাড়ী হইতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় সেই দ্বিতীয় আড্‌ডায় আমি চলিয়া যাই ; সেইখানে একটা ঘরে এদিথাকে আর তোমার স্বামীকে ধরিয়া ফেলিয়াছি।

ভিনি।—(পূর্ব্ববৎ কপট-বিস্ময়ে) অ্যাঁ ?—এত দূর ?—তবে তো ভারী কেলেঙ্কার বটে !—এখন মী লর্ড,—এখন তুমি কি করিতে চাও ?

কর্জ্জন। (অল্প চিন্তা করিয়া) তাহা আমি এখন বলিব না। (সপ্রেম-কটাক্ষে ভিনিসিয়ার মুখপানে চাহিয়া) প্রিয়তমে !—মোহিনি ! আজ তোমাকে আমি বড় চমৎকার সুন্দরী দেখিতেছি ! তোমার এমন রূপের ছটা পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখি নাই।

ভিনি।—(সোহাগে কর্জ্জনের গলা ধরিয়া, বুকে বুকে ঠেকাঠেকি করিয়া, কোলের দিকে হেলিয়া পড়িয়া, মুখে মুখে চুম্বন করিয়া) তোমার মুখে ও সকল খোসামোদ-বাক্য আর একটু পরে শুনিব ; এখন বল দেখি, যাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছ, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার কি মত্‌লব স্থির করিয়াছ ?

কর্জ্জন।—(অধিক সোহাগে বার বার চুম্বন করিয়া) ভিনিসিয়া ! সত্য বলিতেছি, আজ তোমার রূপের বাহার দেখিয়া, একেবারে আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি ! তুমি আমাকে—

ভিনি।—(গাঢ় অনুরাগে পুনর্ব্বার চুম্বন করিয়া) মুগ্ধ তো হইয়াই আছ, আজ আবার একটু পরে আমি তোমাকে আরও মুগ্ধ করিব। কথাটা চাপা দাও কেন ?—কি মত্‌লব স্থির করিয়াছ ?

কর্জ্জন।—(পুনশ্চুম্বন করিয়া) আমি জানি, তুমিও জানো, তোমার স্বামী তোমার কাছে অবিশ্বাসী, আমার স্ত্রীকে ফুস্‌লাইয়া বাহির করিয়া, তোমার স্বামী আমার মান-মর্য্যাদা ডুবাইয়া দিয়াছে। তাহাকে আমি যেরূপে শাস্তি দিবার সংকল্প করিয়াছি, তোমার কাছে তাহা অপ্রকাশ রাখিব না ;—স্বামীর সঙ্গে তোমার সদ্ভাব নাই, আমার মত্‌লবটা শুনিলে তুমি বরং খুসীই হইবে।

ভিনি।—(কপট আহ্লাদে) তাহা ত হইবই, তাহা ত হইবই, কিন্তু বল দেখি বীরবর, মত্‌লবটা কি রকম ? (আরও ঘেঁসিয়া বসিয়া, আরও জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন)

কর্জ্জন।—(নাগরীর কণ্ঠবেষ্টন পূর্ব্বক প্রতিচুম্বন করিয়া) শুনিবে তবে মত্‌লবটা ?—এ রকম ঘটনায় অন্যান্য লোকে যে রকমে প্রতিফল দেয়, আমিও সেই রকমে—

ভিনি।—(শিহরিয়া) তবে কি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ?

কর্জ্জন।—(সদম্ভে) আইন ত তাহাই বলে।

ভিনি।—আইন ও কথা বলে না।—আচ্ছা, তোমার স্ত্রী একজনের সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ, কিন্তু তুমি—

কর্জ্জন।—(সক্রোধে) এদিথা অসতী, এদিথা কলঙ্কিনী, এদিথা আমার কুলে কলঙ্ক দিয়া—

ভিনি।—(বিদ্রূপে হাস্য করিয়া) আহা-হা !—কি আমার নিষ্কলঙ্ক পুরুষটি গো !

কর্জ্জন।—(তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া) নিষ্কলঙ্ক আমি নই বটে, আমার চরিত্রে অনেক কলঙ্ক, কিন্তু আমার স্ত্রী সেই পথে যায়, সেটা আমি ইচ্ছা করি না।

ভিনি।—(ব্যঙ্গচ্ছলে) তোমার স্ত্রী অপর পুরুষকে ভালবাসে, সেটা তুমি ইচ্ছা কর না ;—তবেই বুঝা গেল, সে স্ত্রীর প্রতি তোমার ঘৃণা হয়। আচ্ছা, আমি ত সধবা স্ত্রী, আমি ত তোমাকে ভালবাসিয়াছি, তবে আমাকেও তুমি ঘৃণা কর ? কলঙ্কিনী জানিয়া আমাকেও তবে তুমি অবজ্ঞা কর ?

কর্জ্জন।—না—না—না,—তোমার কথা স্বতন্ত্র ;—তুমি ও পক্ষে জগতের স্ত্রীজাতির বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত ;—তোমার তুল্য রূপবতী, মানবতী, সত্যবতী রমণী সংসারে দুর্লভ ; জগতের কোন পুরুষ তোমাকে ঘৃণা করিতে পারে না।

ভিনি।—(মৃদু হাসিয়া সগর্ব্বে) ঠিক বলিয়াছ !—আমি পরম রূপবতী, পরম মানবতী, রমণীকুলের পরম রত্ন ; জগতের কোন পুরুষ আমাকে অবজ্ঞা করিতে পারে না !

কর্জ্জন।—(বাহু প্রসারণ করিয়া, বারংবার চুম্বন করিতে করিতে) পূর্ণশশি ! তুমি আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী ! আমি তোমার গোলাম, তুমি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবে, মাথা হেঁট করিয়া তাহা আমি পালন করিব।

ভিনি।—আজ্ঞা-পালনের কথা এখানে কিছুই নাই। তোমাকে আমি যৌবন দান করিয়াছি, আবার করিব। এখন কৃপা করিয়া বল দেখি, আমার স্বামীর সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তোমার আকাঙ্ক্ষা আছে কি না ?

কর্জ্জন।—তুমি যদি আজ্ঞা কর, সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।

তিনি।—হাঁ, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধটা বড়ই ঘৃণাকর, বড়ই ভয়াবহ, বড়ই বিপজ্জনক!—হাঁ,—রোসো রোসো,—আমার কাছে একখানা বহি আছে, সেই বহিতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের বিস্তর দোষের কথা লেখা;—রোসো রোসো, সেই বহিখানা আমি আনি।

এই বলিয়া কর্জ্জনের আলিঙ্গন ছাড়াইয়া, বুদ্ধিমতী লেডী স্যাকৃভিলী অস্থিরপদে সোফা হইতে নামিলেন, অস্থিরপদে ঘরের এক দিকে একটা টেবিলের কাছে গমন করিলেন, টেবিলের উপর কি যেন খুঁজিলেন, মুখ ফিরাইয়া কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিলেন, "কৈ, না. দেখিতে পাইতেছি না, বহিখানা পাওয়া গেল না।"—সেই টেবিলের ধারেই একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা ঝুলানো ছিল, ঐ কথা বলিবার সময় কর্জ্জনের অলক্ষিতে তিনি ঠন্ ঠন্ করিয়া সেই ঘণ্টাটি বাজাইয়া দিলেন;—দিয়াই অমনি ফিরিয়া আসিয়া. সেই সোফার উপর কর্জ্জনের গলা জড়াইয়া বসিলেন, আবার পূর্ব্বরূপ চুম্বনের ঘটা।

ঘটা চলিতেছে, সহসা দ্বার উদ্‌ঘাটিত, চৌকাঠের উপর ফুল্লবদন লর্ড স্যাকৃভিলী।

ভয় পাইয়া, ভিনিসিয়াকে ছাড়িয়া দিয়া, লর্ড কর্জ্জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অঙ্গবস্ত্র সংবরণ পূর্ব্বক লেডী ভিনিসিয়া একটু সরিয়া বসিলেন, উভয়েই নির্ব্বাক্।

ভয় অপেক্ষা লর্ড স্যাকৃভিলীর বিস্ময় অধিক; ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে দ্বারে চাবী বন্ধ করিলেন; দ্বারের নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। টেবিলের যে ধারে লর্ড কর্জ্জন, তাহার বিপরীত দিকে লর্ড স্যাকৃভিলী।

কি বলিবেন, কি করিবেন, লর্ড কর্জ্জন প্রথমে তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া উপস্থিত-বুদ্ধির সহায়ে লর্ড স্যাকৃভিলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে তিনি বলিলেন, "মী লর্ড! তোমার ভাগ্য খুব ভাল;—ভাগ্যবলেই এমন সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, গুণবতী রমণীরত্ন তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ; তোমাকে বাঁচাইবার নিমিত্তই তোমার এই স্ত্রীরত্ন এই চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছিলেন।"

লর্ড স্যাকৃভিলী বলিলেন, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু তোমার স্ত্রী যেমন আশ্চর্য্য কৌশলে আপন অভিলাষ সিদ্ধ করেন, তুমি যেমন কাপুরুষের ন্যায় এক জায়গায়—এক কুট্টনীর বাড়ীতে তাঁহার পাপকার্য্য ধরিয়া ফেলিয়া এক বক্তৃতা করিয়াই চলিয়া আসিতে পার, অপর কেহ তেমন—"

ভিনিসিয়া কথা বলিলেন না;—লর্ড কর্জ্জন পুনর্ব্বার বলিলেন, "মী লর্ড! কাপুরুষের স্থায় না হউক, তথা হইতে আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম, সে কথা সত্য; মান-মর্য্যাদার বিধি পালন করিয়া দ্বাদশ পদ দূরে অবস্থান পূর্ব্বক তোমার সহিত আমি পিস্তল-যুদ্ধ করিব, এইরূপ আমার সংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু এখানে আজ যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহাতে আর সে সংকল্পপালনে আমার সাহস রহিল না; দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সংকল্পটা আমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আরও, তোমার নামে আমি ক্ষতি-পূরণের মোকদ্দমা দায়ের করিবার অভিপ্রায়ে উকীলের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থায় সেই নালিশ করিবার ইচ্ছাও আমাকে ত্যাগ করিতে হইল।"

লর্ড স্থাকৃভিলী বলিলেন, "ইচ্ছা সংবরণ করিলে, কিন্তু নালিশটা রুজু করিলে বড়ই মজার মোকদ্দমা দাঁড়াইত! তুমি নালিশ করিলেই আমিও তোমার নামে নালিশ করিতাম, এক জোড়া মোকদ্দমাতেই এক রকম অভিযোগ; রাজ্যের কোন বিচারালয়ে তাদৃশ অদ্ভুত মোকদ্দমা কখনো উপস্থিত হয় নাই; বিচারপতিরা তাদৃশ মোকদ্দমা প্রচলিত আইনানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন কি না, তাহাও আমি জানি না। এখন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই অদ্ভুত কেলেঙ্কারের শেষ নিষ্পত্তিটা কি প্রকার হইবে?"

কটাক্ষে ভিনিসিয়ার দিকে চাহিয়া, অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "এই গৃহের ঐ মূর্ত্তিমতী দেবীই তাহার মীমাংসা করুন, ঐ দেবীটি সৌন্দর্য্যেও যেমন দেবী, পরকীয় রসাস্বাদনে ফন্দী সৃজন করিতেও তদ্রূপ দেবী; বুঝিলে মী লর্ড?—দেবী যেরূপ পরামর্শ দিবেন, দেবী যেরূপ উপদেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারিবে।"

সোফা হইতে গাত্রোত্থান না করিয়াই গম্ভীরবদনে লেডী স্থাকৃভিলী বলিলেন, "আমাকেই যখন উপদেষ্টা নির্ব্বাচন করা হইল, তখন আমি বলিতে বাধ্য, তোমরা যাহাকে মান-মর্য্যাদা-বিধি বল, আমি সেই বিধিকে অতি জঘন্য, অতি অপদার্থ, অতি হাস্যকর বিধি বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। এখানকার বড়লোকের মান-মর্য্যাদা আমার বিবেচনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। শোনো লর্ড কর্জ্জন! যে কার্য্য তুমি করিয়াছ, সে কার্য্যটিও যেমন, যে কার্য্যটি আমার স্বামী করিয়াছেন, সে কার্য্যটিও তদ্রূপ। তুমি তোমার স্ত্রীকে আর আমার স্বামীকে এক জায়গায় ধরিয়াছ, তোমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হইবার ভয় করিয়াছ, আমার স্বামীকে প্রাণে মারিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, মোকদ্দমা করিবার ইচ্ছা করিতেছিলে; মানের খাতিরে যতটা না হউক, রাগের উপরেই তোমার ঐ

দুই সংকল্প দাঁড়াইয়াছিল। আরও, তোমার তৃতীয় সংকল্প ছিল, স্ত্রীকে ডাই-ভোর্স করা। এখন যে ঘটনা দাঁড়াইল, তাহাতে ডাইভোর্স চলিবে না, তোমার নিজের চরিত্র কলঙ্কিত, বিচারপতিরা তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন না, ডাইভোর্সের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাপি—লর্ড কর্জ্জন,—তথাপি তোমার উপস্থিত দুটি সংকল্প তুমি সিদ্ধ কর। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধেও দাঁড়াও, মোকদ্দমাও রুজু কর। আমার কাছে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আর এক রকম ব্যবস্থা আছে। এক-খানি পুস্তকে আমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের অনেক প্রকার রহস্য পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে একটা গল্প এই রকম যে, দুই জনে ঘরাও বন্দোবস্ত করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, দুই জনের পিস্তলই গুলী-বারুদপূর্ণ ছিল, যতটুকু দূরে দাঁড়ানো দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রথা, তত হস্ত দূরে দূরে দুই জনে দাঁড়াইয়াছিল, দুই জনেই দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিয়াছিল, কিন্তু কাহারও গাত্রে গুলী লাগে নাই; লক্ষ্যটা বাস্তবিক তাহাদের ফাঁকে ছিল, আওয়াজ ফাঁকা নয়, লক্ষ্য ফাঁকা। নিয়ম-পালন করা হইয়াছিল, লোকের কাছে মান-রক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু যোধদ্বয়ের পরস্পর প্রাণ লইবার ইচ্ছা ছিল না, পিস্তলের গুলী অন্য দিক্ দিয়া উড়িয়া গিয়াছিল।"

কৌতুক শুনিয়া লর্ড কর্জ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলা-গুলী কি রকম ছিল?"

ভিনিসিয়া বলিলেন, "আকারে যেমন হয়, সেইরূপই ছিল। গোল গোল ফাঁপা কাচ, তাহার গর্ভে বারুদ পরিপূর্ণ; ভারীও যেমন, চক্ষের দৃষ্টিতে আকৃতিও সেইরূপ।"

লর্ড কর্জ্জন কিছু চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু গল্পটাতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না।

ভিনিসিয়া বলিলেন, "দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ব্যবস্থাটা ত শুনিলে, সম্মুখে সাক্ষী রাখিয়া তোমরাও সেইরূপে যুদ্ধ করিও। এখন মোকদ্দমার কথা বলি;—নামমাত্র যৎসামান্য ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিও, ডিক্রী হইলেই মান-সম্ভ্রম বজায় রহিবে।"

ভিনিসিয়া যতগুলি কথা বলিলেন, গম্ভীরবদনেই বলিলেন, তামাসা বুঝায়, সেরূপ কোন প্রকার লক্ষণ দেখাইলেন না, মুখে একটুও হাসি আসিল না।

বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভিনিসিয়া বলিলেন. "হোরেস্! তবে তুমি এখন বৈঠকখানায় যাও, জেসিকাকে ডাকিয়া আমি

এখন লড কর্জ্জনকে গুপ্তদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিতে বলি,"—এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন।

লর্ড স্তাকৃভিলী বাহির হইলেন, একটু পরে জেসিকা আসিয়া উপস্থিত হইল, ভিনিসিয়া তাহাকে বলিলেন, "আধ ঘণ্টা পরে আসিও।"—জেসিকা ফিরিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে যদি আসিবার হুকুম, ভিনিসিয়া তবে তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজাইয়াছিলেন কেন?—কারণ এই যে, লর্ড স্তাকৃভিলী জানিয়া যাউন, লর্ড কর্জ্জন আর বেশীক্ষণ থাকিবে না, এখনি চলিয়া যাইবে, দুজনে আর কোন গুহ্যকথা হইবে না।

ঘর নির্জ্জন হইল, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া ভিনিসিয়া আবার কর্জ্জনের গলা জড়াইয়া সোফার উপর বসিলেন, চুম্বন করিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত এইবার, জিনেভাতে তুমি কি কি কার্য্য করিয়া আসিয়াছ? প্রিন্সেস্ কারোলাইনের সখীগণের সহিত কিরূপ সম্ভাব চলিতেছে, কারোলাইন কি করিতেছেন, সখীরাই বা কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, এক এক করিয়া তাহা আমাকে খুলিয়া বল।"

আদেশানুসারে লর্ড কর্জ্জন আদ্যোপান্ত সকল কথাই বলিলেন, কেবল কর্ণেল মাল্পাসের নাম করিলেন না, ভিনিসিয়াও কর্ণেলের নামের উল্লেখ করিলেন না। কর্জ্জন একবার বলিয়াছিলেন, "জিনেভাতে একটি লোকের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, এদিথার গুপ্ত-ব্যভিচারের কথা তাহার মুখে আমি শুনিয়াছিলাম।"—ভিনিসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সেই লোকটির নাম কি?"—কর্জ্জন বলিয়াছিলেন, তাহার নাম আমি বলিব না।"—বক্তার অনিচ্ছায় তাহার গুহ্যকথা বাহির করিয়া লইবার বিশেষ চেষ্টা করা লেডী স্তাকৃভিলীর অভ্যাস ছিল না, লোকটার নাম জানিবার জন্য কর্জ্জনকে আর তিনি বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না।

ঐ সব কথা সমাপ্ত হইলে ভিনিসিয়া একটু হাস্য করিয়া কর্জ্জনকে বলিলেন, "কেমন, যে ব্যবস্থা আমি করিয়া দিলাম, সেটা কেমন হইল?—বিবেচনা করিয়া দেখ, গুপ্ত-প্রণয়ে তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, গুপ্ত-প্রণয়ে এদিথার সঙ্গে আমার স্বামীর সংঘটন, এ বিচারে দুজনেই তোমরা সমান পদবীতে দণ্ডায়মান; কেহ কম, কেহ বেশী, এমন বুঝিবার উপায় নাই; তথাপি আমি তোমাকে যুদ্ধ করিতে বলিলাম, মোকদ্দমা করিতে বলিলাম; আমার স্বামী যদি ইচ্ছা করেন, তিনিও ঐরূপ করিতে পারেন; কাহারও অঙ্গে আঘাত লাগিবে

না, কাহারও বেশী টাকা খরচ হইবে না, অল্পে অল্পে সমস্ত গোলযোগ চুকিয়া যাইবে। কেমন, এ মীমাংসা ভাল না? আমার উপর রাগ করিও না তুমি, তোমার সহিত কলহ বাধাইতে আমার ইচ্ছা নাই। আমার ব্যবস্থাটা কি ভাল নয়?"

অভিবাদন করিয়া কর্জ্জন বলিলেন, "তোমার স্বামীর সাক্ষাতেই তো আমি বলিয়াছি, পৃথিবীর নারী-সমাজে তুমি একটি দেবী;—এখন আর নূতন কথা কি বলিব, দেবীর বিচার কখনই মন্দ হয় না।"

আধঘণ্টা পরে জেসিকা বৈঠকখানায় আবার ফিরিয়া আসিল, গুপ্তদ্বার দিয়া অলক্ষিতে লর্ড কর্জ্জনকে প্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া দিল।

বৈঠকখানায় ভিনিসিয়া একাকিনী। এই সময়ে একাকিনী বসিয়া তিনি সে দিনের পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা আপন মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। নারী-সুলভ শীলতা সে দিন কি তিনি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেন নাই? লজ্জাকে কি তিনি এককালে পরিত্যাগ করেন নাই? ছলনা, চাতুরী, কপটতা, গুপ্ত-চক্র, এ সকল কি তিনি চাপিয়াছিলেন? মনে মনে তাহারই আন্দোলন, মনের প্রশ্নে মনের উত্তর, সকল কথাই ঠিক। কিছুই তিনি গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তৎক্ষণাৎ প্রবোধ আসিল, তৎক্ষণাৎ নয়ন উজ্জ্বল হইল, কোমলতার স্থান, সরলতার স্থান গর্ব্ব আসিয়া অধিকার করিল। গরবিণী ভিনিসিয়া সগর্ব্বে স্থির করিয়া লইলেন, আমার রূপ আছে, আমার সৌন্দর্য্য আছে, আমার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, যৌবনের সঙ্গে পুরুষ-মজানো অমোঘ মোহিনী শক্তিও অব্যাহত আছে; চতুরতায় ডঙ্কা লাগাইয়া অতঃপর তিনি সকলকেই বিমোহিত করিয়া রাখিতে পারিবেন, গৌরবে, শ্লাঘায়, অহঙ্কারে এই সকল ক্ষমতা আবশ্যক হইলে চালাইতে পারিবেন; প্রেম বিলাসের সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৌরবিণী সুন্দরী আপন মনে মধুর মধুর হাস্য করিলেন।

অষ্টাত্রিংশ উল্লাস

ঝড়ের মেঘ।

ঝটিকা উত্থিত হইবার পূর্ব্বে আকাশে যেরূপ ভীতিপ্রদ মেঘোদয় হয়, মানুষের পতনকাল আসন্ন হইলে তাহার ভাগ্যাকাশে সেই প্রকার নানা দুর্লক্ষণরূপ করাল মেঘের সঞ্চার হইয়া থাকে; সেই মেঘে সেই হতভাগ্যের আশু দুর্ভাগ্য সূচিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে প্রদর্শিত হইল।

যে সময়ে কাব্‌ল্টন-প্রাসাদে ভিনিসিয়া, হোরেস্ ও কর্জ্জনের সঙ্কট-মোচনের অভিনয় হইতেছিল, সেই সময় সহরের আফিস অঞ্চলে একটি শোচনীয় দৃশ্য। বিল-ব্রোকার অর্থাৎ খতের দালাল এমাব্‌সন্ সাহেব তাহার নিজের আফিসের খাস-কামরায় বসিয়া অনেকগুলা ডাকের চিঠি পড়িতেছিল; তাহার বদন বিবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক, চক্ষু চঞ্চল, হস্ত কম্পিত। এক মাস পূর্ব্বে যাঁহারা তাহাকে দেখিয়াছেন, এখন তাঁহারা দেখিবেন, এমাব্‌সনের হৃষ্ট-পুষ্ট দেহ প্রায় অর্দ্ধেকটা কমিয়া গিয়াছে, চেহারা মলিন হইয়াছে, কোন নিদারুণ চিন্তায় সে যেন একেবারে অবসন্ন। চিঠিগুলা পড়িতে পড়িতে লোকটা এক একবার চম্‌কাইয়া চম্‌কাইয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, সে যেন স্থির হইয়া চেয়ারে বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না; এক একখানা চিঠি দেখিয়া তাহার মলিন বদন একটু একটু উজ্জ্বল হইতেছে; সে তখন মনে মনে একটু উৎসাহ আনিয়া আপন মনে বলিতেছে, "যতটা ভয় আমি কল্পনা করিয়া আনিতেছি, বিপদ্‌টা বাস্তবিক তত দূর ভয়ানক নয়।"

এমাব্‌সনের এত চিন্তা—এত ভয় কিসের জন্য?—অপরিমিত দেনার দায়;—চতুর্দ্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ দেনা। আফিসে তাহার দৈনিক আমদানী অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বের যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাও ফুরাইয়া আসিয়াছে, অন্য কোন উপায়ে নূতন প্রকার আয় হইবারও পন্থা নাই। যাহাদের সঙ্গে তাহার কারবার চলিতেছিল, গতিক বুঝিয়া তাহারা হাত গুটাইয়া লইয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইবে, সে ভরসাও তিরোহিত; ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা বলিয়াছেন, "তুমি ক্রমাগত বেশী বেশী টাকা বাহির করিয়া লইয়াছ, অত্যল্পমাত্র জমা দিয়াছ, ব্যাঙ্ক এখন আর তোমাকে টাকা দিবে না।"

কারবারের ভরসা, ব্যাঙ্কের ভরসা ঐ রকম ; এমারসন্ তবে উদ্ধার পাইবার কি উপায় ঠাওরাইয়াছিল ?—বন্ধুলোকের কাছে ঋণ গ্রহণ করা।—ভাল সময়ে যাঁহারা তাহার বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের কাছে কর্জ্জ লইতে গেলে নানা প্রকার ওজর করিয়া বলেন, "আমাদের টাকা বাহিরের অন্যান্য কাজে খাটিতেছে, অমুক অমুক কারবারে আমরা অনেক টাকা দাদন করিয়াছি, বাহিরের পাওনা টাকা আদায় হইতেছে না।"—কেহ কেহ বলেন, "তহবিলে টাকা নাই, আমরা তোমাকে এখন কিছুই দিতে পারিব না।"

তবে উপায় ?—যে সকল মহাজন বিনা দলীলে, বিনা প্রতিভূতে, বিনা সন্দেহে হাজার হাজার পাউণ্ড প্রদান করিতেন, তাঁহারা এখন হাত বন্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা এখন অন্য অন্য কারবারী লোকের সহিত লেন-দেন করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে এমারসন্ এখন আর মুখ পায় না। যাহারা তাহার নিকট হইতে সময়ে সময়ে অধিক সুদে টাকা কর্জ্জ লইত, তাহারা এখন অপর জায়গায় অল্প সুদে টাকা পাইতেছে, এমারসনের নিকট আর তাহারা আইসে না। যে সকল বন্ধুলোকের নিকটে এমারসনের খাতির ছিল, তাহার দুরবস্থার কথা তাঁহাদের কানে উঠিয়াছে, তাঁহাদের কাছে এমারসন্ যদি সাহায্য প্রার্থনা করিতে যায়, "বাড়ীতে নাই, দেখা হইবে না, বিদেশে গিয়াছেন, ছয় মাস আসিবেন না," এইরূপ উত্তর পাইয়া হতাশে ফিরিয়া আইসে ; বস্তুতঃ বাড়ীতে থাকিলেও সেই সকল বন্ধুলোকেরা তাহার সঙ্গে আর দেখা করেন না, টাকা চাহিবে মনে করিয়া দেখা করিতে চাহেন না।

সহরতলীর ক্ল্যাপ্‌হাম নামক পল্লীতে এমারসনের নিবাস ; বাসা-বাড়ী কি নিজের বাড়ী, তাহা সকলে জানে না। সেই পল্লীতে তিন চারি জন ধনী লোক আছেন, তাঁহারা পাঁচ রকম কারবার করেন, পাঁচ রকমে টাকা খাটান, এমারসনের সঙ্গেও এক একটা কারবার করিতেন, একটা অছিলা করিয়া এমারসন্ তাঁহাদের কাছে গিয়াছিল, বুক ফুলাইয়া, উৎসাহ প্রকাশ করিয়া, লোভ দেখাইয়া বলিয়াছিল, "একটি ভদ্রলোক হাজার কত পাউণ্ড ধার চাহেন, শতকরা কুড়ি পাউণ্ড করিয়া সুদ দিবেন, দশ জনে ভাগাভাগি করিয়া তাহাকে তাহা দিতে পারিলে বিনা ঝুঁকিতে বেশ লাভ হইতে পারে ; খুব সাউখোড় লোক, টাকা মারা যাইবে না, বেশ সুবিধা আছে।"—তাঁহাদের কাছে অস্বীকারের স্পষ্ট জবাব পাইয়া, এমারসন্ যেন ভ্রষ্টচূড় কুক্কুটের ন্যায় অপমানে হেঁটমুণ্ড হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কোথাও তাহার কোন প্রকার সুবিধা হইয়া উঠিতেছে না।—সুবিধার আশাও নাই।

এমার্‌সনের এত দেনা কেন হইল?—বেজায় বাজে খরচ;—নিজের বাজে খরচ ত আছেই, তাহা ছাড়া তাহার স্ত্রী-কন্যা দুই হাতে ক্রমাগত অপব্যয় করে, সেই সকল অপব্যয় যোগাইতে এমার্‌সন্ মহা বিব্রত। স্ত্রী-কন্যার পোষাক, অলঙ্কার, সরাপ, ঘোড়ার সাজ, পিত্তলের চর্ম্মাবরণ ইত্যাদির খরচা বলিয়া এমার্‌সন্ অগ্রে অনেক টাকা দিয়াছিল, তাহার স্ত্রী সেই সকল টাকা অন্য প্রকারে বাজে খরচ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, যাহারা জিনিস যোগাইয়াছে, তাহারা এখন পাওনা টাকার জন্য জুলুম করিতেছে। স্ত্রী-কন্যার বাজে খরচ কমাইতে অনুরোধ করা এমার্‌সনের সাধ্য নয়;—পূর্ব্বে পূর্ব্বে সে নিজে তাহাদের বাজে খরচে খুব উৎসাহ দিয়াছিল, এখন তাহার নিষেধ মানিবে কেন? তাহার স্ত্রী বরং তাহার অর্থাভাবের জনরব শুনিয়া তাহাকে ধরিয়া বসিয়াছে, জোর করিয়া বলিতেছে, এত খরচ তোমার কিসের?—সহরে তুমি হয় ত সুন্দর সুন্দর মেয়েমানুষ রাখিয়া, রাশি রাশি টাকা উড়াইতেছে, আমার কাছে অবিশ্বাসী হইতেছ; এত টাকা কিসে খরচ করিতেছ, আমি তাহার হিসাব চাই।”—এমার্‌সন্ কোন উত্তর দিতে পারে না, ভয় পাইয়া চুপ করিয়া থাকে।

এই ত এখনকার অবস্থা।—এত দূর দুরবস্থা যখন হয় নাই, তখন আবার নূতন প্রকার উপসর্গ জুটিয়াছিল। সহরের একটি ওয়ার্ডে একজন আল্‌ডার-ম্যানের * পদ খালি হয়, এমার্‌সনের কতিপয় বন্ধুলোক এমার্‌সন্‌কে সেই পদের জন্য প্রার্থী হইতে অনুরোধ করেন; ইচ্ছা না থাকিলেও বন্ধুগণের নিতান্ত নির্ব্বন্ধে এমার্‌সন্ রাজী হইয়াছিল; ভোট সংগ্রহ করা আরম্ভ হইয়াছিল; ভোট সংগ্রহ করিতে বিস্তর ব্যয়, এমার্‌সন্ তৎসমস্তই দিয়াছিল; শেষকালে নির্ব্বাচনের দিন উপস্থিত হইলে ভোটদাতারা সরিয়া দাঁড়াইল; যাহারা অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও গা-ঢাকা দিলেন, এমার্‌সনের টাকাগুলা জলে পড়িল, ভোটের যুদ্ধে এমার্‌সন্ হারিয়া গেল!

এমার্‌সনের দ্বিতীয় উপসর্গ লেডী কর্জ্জন।—সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত কুহকিনী রমণী কপট ভালবাসা জানাইয়া এমার্‌সনের নিকট হইতে দফায় দফায় হাজার হাজার গিনী শুষিয়া লইয়াছিল। এই দুঃসময়ে এমার্‌সন্ যখন শুনিল, মিসেস্ গেলের বাড়ীতে লর্ড স্টাক্‌ভিলীর সঙ্গে লেডী কর্জ্জন

*[ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধান প্রধান মিউনিসিপেল কমিশনারগণকে আল্‌ডার-ম্যান্ বলে।

ধরা পড়িয়াছে, লর্ড কর্জ্জন নিজেই ধরিয়াছেন, এমারসন্ তখন দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া হায় হায় করিতে লাগিল; সে তখন বুঝিতে পারিল, উচ্চ পদবীওয়ালী এদিথাটী নগরের সৌখীনদলের বৃজবিলাসিনী মায়াবিনী গণিকা! সে ভাবিল, বড়-ঘরের ঘরণী পূর্ব্বাবধি বড়-দলের ঐ লর্ডের সঙ্গে বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করে, মায়া দেখাইয়া, ভেল্কী খেলিয়া আমার কাছে রাশি রাশি টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে! আমি নিম্ন-শ্রেণীর একজন দালাল, এদিথা একজন নামজাদা লর্ডের গৌরবিণী ঘরণী, তাহার সঙ্গে মিলনে আমার কোন অধিকার ছিল না; মায়ায় বন্দী হইয়া, লোভে পড়িয়া, অনধিকার-প্রবেশে আমি অনধিকার-চর্চ্চা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তম প্রতিফল পাইয়াছি! স্বর্গতুল্য ওয়েষ্ট এণ্ডের চাক্‌চিক্যশালী সৌধ-মন্দিরে আমি প্রবেশ করিয়াছি, এখন সে সৌধের দ্বার আমার সম্মুখে বন্ধ হইয়া যায়, নিকটে গেলে তাড়া খাইয়া আসি। নিরাশ্রয়, অনাথ, গরীব বালকেরা গ্রাম্য ধর্ম্মশালায় আশ্রয় না পাইলে, তাহাদের পক্ষে যেমন শ্রম-নিবাসের কারখানা-বাড়ীর দরজা রুদ্ধ রয়, আমার স্থায় অভাগার পক্ষে রম্য প্রাসাদের ফটকও এখন সেই প্রকারে অবরুদ্ধ! হায়! হায়! কুহকিনী এদিথা আমাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে!—সর্ব্বনাশ করিয়াছে!

আফিসে বসিয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে অভাগা এমারসন্ এইরূপ কত ভাবনাই মনে আনিল, মাথায় হাত দিয়া কতই ভাবিল, ভাবিয়া কিছুই কূল-কিনারা পাইল না। পাওনাদারের তাগাদায় তাগাদায় তাহার গায়ের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে, অভাগা দিন দিন কাহিল হইয়া পড়িতেছে, কোন দিক্ হইতে টাকা আসিবার সম্ভাবনা নাই। ভাবিতে ভাবিতে একটা ক্ষুদ্র উপায় তাহার মনে আসিল। বেশী টাকা পাইবার আশা ত একেবারেই নাই, তবে—জনকতক সামান্য দোকানদারের কাছে কিছু কিছু পাওনা আছে, আদায় করিতে গেলেই পাওয়া যাইবে। সেই টাকাগুলি আদায় হইলে জাহাজ ভাড়া করিয়া আজ রাত্রেই আমি আমেরিকায় পলাইব; ইংলণ্ডে নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় লইব, আর ফিরিয়া আসিব না। আদায় হইলে ত পলাইব, কিন্তু আদায় করিতে যায় কে?—আমি নিজে যাইতে পারিব না,—কাহাকে পাঠাই?—তেমন বিশ্বাসী লোক আমার কে?—হাঁ,—থিয়োডোর ভেরিয়ান। এবারে নিযুক্ত হইয়া অবধি সে খুব ভাল মানুষ হইয়াছে;—সত্যবাদী, সরলভাবী, অকপট বিশ্বাসী, নিতান্ত অনুগত। পূর্ব্বে আমি তাহার প্রতি বিস্তর অত্যাচার করিয়াছিলাম, আমার অত্যাচারে

বেচারাকে নিউগেট-কারাগারে কয়েদ হইতে হইয়াছিল; আমার সে সব অত্যাচার ভুলিয়া ভেরিয়ান এখন বিশেষ যত্নের সহিত আফিসের কাজ-কর্ম্ম করিতেছে, একান্ত আনুগত্য স্বীকার করিয়া, আমার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে; টাকাগুলি আদায় করিতে তাহাকেই পাঠাই।

মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিয়া, যে কয়েকজন দোকানদারের কাছে টাকা পাওনা, চিন্তামগ্ন এমার্‌সন্ একখানা কাগজে তাহাদের নাম লিখিয়া, পাওনা টাকার অঙ্কপাত করিল, ভেরিয়ানকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইল। দিব্য শান্তভাব ধারণ করিয়া, ভেরিয়ান ধীরে ধীরে খাসকামরায় প্রবেশ করিল, সেলাম করিয়া মনিবের টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এমার্‌সন্ বলিল, "থিওডোর! দরজা বন্ধ করিয়া দাও, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।"

দরজা করিয়া থিওডোর আবার টেবিলের কাছে আসিল; মনিবের বিশেষ কথা শুনিবার অগ্রেই নম্রস্বরে বলিল, "একটু পূর্ব্বে তিন জন লোক আফিসে আসিয়াছিল, তাহাদের হিসাবে টাকা পাওনা আছে, তাহারই তাগাদা করা তাহাদের মত্‌লব; আপনাকে খুঁজিয়াছিল, পাওনাদার স্থির করিয়াই আমি বলিয়াছিলাম, তিনি আফিসে নাই। সেই কথায় বিশ্বাস করিয়াই তাহারা ফিরিয়া গিয়াছে।"

অধর-প্রান্তে ঈষৎ হাস্য আনয়ন করিয়া এমার্‌সন্ বলিল, "বেশ করিয়াছ!—আমি খাস-কামরায় থাকিলে যাহারা তাগাদা করিতে আসিবে, তাহাদিগকে ঐ রকমে ফিরাইয়া দিও। তুমি আমার হিতৈষী, আমি তোমাকে স্নেহাস্পদ বন্ধুতুল্য জ্ঞান করি। দেখ, এখন তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে। জনকতক দোকানদারের কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহাদের নামের ফর্দ্দ আমি লিখিয়া রাখিয়াছি, এই ফর্দ্দখানি লইয়া তুমি বাহির হইয়া যাও, টাকাগুলি আদায় করিয়া আনো। যাহাদের কাছে বেশী টাকা পাওনা, তাহাদের কাছে আমি নিজেই যাইতেছি।"

এক দিক্ দিয়া ভেরিয়ান বাহির হইল, অপর দিক্ দিয়া এমার্‌সন্ বাহির হইয়া গেল। যাহাদের কাছে বেশী টাকা পাওনা, এমার্‌সন্ তাহাদের কাছে যাইবে, হেড কেরাণীকে সেই কথা বলিয়াছে। সে কিন্তু বেশ জানে, কাহারও কাছে বেশী টাকা পাওনা নাই। আফিসে থাকিলে পাওনাদারেরা আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিবে, সেই জন্যই সে বাহির হইয়াছে। দুই তিন ঘণ্টা সে বাহিরে থাকিল, তাহার পূর্ব্বেই ভেরিয়ান ফিরিয়া আসিল; আসিয়াই মাথা গুঁজিয়া

গুঁজিয়া কাজে লাগিয়া গেল; তখনি আবার উঠিল, মনিবের খাস-কামরায় গেল; পর-চাবী দিয়া ডেস্ক খুলিয়া, একখানি চিঠি বাহির করিয়া আনিল। যে চিঠিখানা লর্ড কর্জ্জন চাহেন, সেই চিঠি।

থিয়োডোর ভেরিয়ান ঐ কার্য্য করিয়া, আফিস-ঘরে নিজের আসনে বসিয়া, দিব্য মনোযোগ দিয়া খাতা-বহি লিখিতেছে, আধ ঘণ্টাই লিখিতেছে, এমার্‌সন্ ফিরিয়া আসিল; আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আসিয়াছ?—খবর কেমন?"

থিওডোর বলিল, "কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। যাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহারা হিসাব শোধ করিয়া দিয়াছে; তিন শত সত্তর পাউণ্ড আদায় করিয়াছি।"

নোটগুলি হাতে করিয়া লইয়া, গণিয়া গণিয়া পকেটে রাখিয়া, আহ্লাদিত এমার্‌সন্ একটু আহ্লাদের স্বরে বলিল, "উত্তম।—যাত্রাটা ভাল;—আমিও তিন হাজার গিনী আদায় করিয়া আনিয়াছি।"—এই তিন হাজার গিনীর কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, পাঠক মহাশয় ইহা বুঝিয়া রাখিবেন।

আফিসের সম্মুখে তিন চারিবার পায়চারী করিয়া, পূর্ব্বরূপ আহ্লাদে পুনরায় ভেরিয়ানের কাছে আসিয়া কপট উৎসাহী এমার্‌সন্ গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিল, "চারিদিকে জনরব, চারিদিকে হিংস্রলোকের আনন্দ। সকলেই বলিতেছে, এইবার এমার্‌সন্‌টা গেল, দেনায় দেনায় তাহার মাথা ছাপাইয়া গিয়াছে, এবারে আর উদ্ধারের উপায় নাই। হিংস্রলোকের ধর্ম্মই ঐ রকম! প্রিয় ভেরিয়ান! তুমি ত অনেক দিন আমার কাছে আছ, বাণিজ্য-বাজারের সকল তত্ত্বই তুমি জানো, কারবারের অবস্থায় কখন্ কি রকম দাঁড়ায়, তাহাও তোমার অবিদিত নাই। রাশি রাশি টাকাওয়ালা বড় বড় মহাজনেরাও মাঝে মাঝে এক এক সময়ে অর্থাভাবে বিব্রত হন; আমিও আপাততঃ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি। লোকে যত দূর কানা-ঘুষা করিতেছে, বাস্তবিক তত বিপদে আমি পড়ি নাই। অচিরেই শুধ্‌রাইয়া উঠিব। কি বল তুমি?"

থিওডোর বলিল, "তাহা তো বটেই—তাহা তো বটেই; এক এক সময়ে কারবারী লোকের এই রকম কতকটা অভাব হইয়াই থাকে। যাহা আপনি বলিতেছেন, তাহাই যথার্থ; অচিরেই আপনি শুধ্‌রাইয়া উঠিতে পারিবেন।"

থিওডোরের অনুকূল বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া এমারসন্ আপন খাস-কামরা-মধ্যে প্রবেশ করিল, গণনা করিয়া মনে মনে স্থির করিল, "জাহাজ ভাড়ার টাকাটা হইয়াছে, আজ রাত্রেই আমি লিভারপুলে গিয়া জাহাজে উঠিব।"—কতকটা উৎসাহে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে আবার একটা বিষম ভাবনার ছায়া পড়িল। এই নূতন ভাবনাটা কিসের?—স্ত্রী-কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিয়া জন্মের মত বিদেশে চলিয়া যাইবে, সেই জন্যই কি ভাবনা? না,—সে ভাবনা নহে, মাসকতক পূর্ব্বে টাকার গাদার উপর বসিয়া বড়-লোকের মত নানা ভোগ-বিলাসে দিন কাটাইয়াছে, সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছে, এখন এককালে অধোগামী!—সে ভাবিতে লাগিল, "হায় হায়! কি ছিলাম, কি হইলাম!"

এমারসনের পকেটে তিন শত সত্তরটি গিনী।—অহো! নিত্য নিত্য যাহার হস্তে হাজার হাজার গিনী আসিয়া পড়িয়াছে, যাহার সিন্দুকে হাজার হাজার গিনী সঞ্চিত থাকিত, যে এমারসন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ইচ্ছা-মত অজস্র জলের ন্যায় টাকা খরচ করিয়াছে, তাহার সম্বল এখন তিন শত সত্তরটি গিনী মাত্র! টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া, গালে হাত দিয়া, সে তখন আকাশ-পাতাল অনেক চিন্তা করিল,—বিদেশে পলাইয়া যাইতেছে, জাহাজ ভাড়া দিতেই তো এই যৎসামান্য সম্বল ফুরাইয়া যাইবে, তাহার পর সেখানে কি দশা হইবে?—আর কিছু সংগ্রহ করিবার উপায় কি?—বদ্‌মাস্‌লোকের ফন্দী-ফিকিরের অভাব হয় না;—ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় একটা ফন্দী যোগাইল। সে ফন্দীর উপদেশ কি?—জাল করা!

বুদ্ধি যোগাইলেই তদনুসারে কাজ করা সুচতুর দুষ্টলোকের অভ্যাস, এমারসন্ তৎক্ষণাৎ সংকল্প সিদ্ধ করিবে, এইরূপ মতলব স্থির করিল। তাহার আফিসে মধ্যে মধ্যে অনেক রকমের সরাপের নমুনা আসিত, সেই নমুনার কয়েকটা বোতল মজুত ছিল; একটা বোতল বাহির করিয়া, একটা গ্লাসে পূর্ণ-মাত্রা ঢালিয়া, সে তৎক্ষণাৎ এক চুমুকে তাহা পান করিল, কাগজ-কলম লইয়া জাল করিতে প্রবৃত্ত হইল;—জাল-জালিয়াতীতে লোকটা বিলক্ষণ সিদ্ধহস্ত—লঘু-হস্ত,—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একখানা বিল জাল করিয়া ফেলিল; অঙ্কপাত রহিল, দেড় হাজার গিনী।—জাল বিলখানা পকেট-বহির মধ্যে রাখিয়া, ভিতরে ভিতরে কাঁপিয়া, সে একবার ভাবিল, এ কাজটা এখন সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার ফলটা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে।

জাল করিবার মতলবটা মাথায় আসিবার পূর্ব্বে এমার্‌সন একবার মনে করিয়াছিল, দেউলে আদালত ;—যেখানে মহিমান্বিত আইনের মহিমায় বড় বড় মহাজনের মান-গৌরব খর্ব্ব হয়, যেখানে ধূর্ত্ত লোকের প্রতারণায় সহস্র সহস্র নিরীহ মহাজনের সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়, সেই দেউলে আদালতের আশ্রয় লইয়া, ফতুর হইয়া বাহির হইয়া আসিবে, তাহার পর অন্য স্থানে গিয়া অন্য নাম লইয়া, অন্যপ্রকার নূতন কার্য্যে আবার দশ টাকা সংস্থান করিয়া লইবে। পূর্ব্বে তাহার মনে আসিয়াছিল ঐ যুক্তি, কিন্তু তৎকালে আবার একটু বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছিল, সে কাজটা ভাল নয় ; সেই জন্য ইন্‌সলভেণ্ট-কোর্টে যায় নাই ; কিন্তু এখন জাল দলীল প্রস্তুত করিয়া অকস্মাৎ পরিণাম-চিন্তা আসিল, ইন্সলভেণ্ট-কোর্টের পরিণাম অপেক্ষা এ কার্য্যের পরিণামটা সাংঘাতিক গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। সে ভাবিল, দেনার দায়ে লোকে কিছু দিনের জন্য দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ থাকে, তাহার পর খালাস পায় ; যে কার্য্যটা এখন করা গেল, সে কার্য্য বড়ই ভয়ানক। দলীলখানা ঠিক হইয়াছে, দস্তখত ঠিক হইয়াছে ; একজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী লোকের নাম দস্তখত করা হইয়াছে ; সব ঠিক ; কিন্তু এই জালটা ধরা পড়িলে ভয়ঙ্কর ফৌজদারী মামলা ;—প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তদন্ত, তাহার পর ওল্ডবেলীর সেসনে, তাহার পর নিউগেট-কারাগারে।

পাপীর মনে ঐরূপ পরিণাম-চিন্তা আসিল বটে, কিন্তু সে তখন মোরিয়া,—কত দিন পরে কোথায় কি হইবে, সে ভয়টা সে তখন দূরে রাখিয়াছিল, পকেট-বহি পকেটে রাখিয়া আফিসঘরে প্রবেশ করিল ; থিওডোর ভেরিয়াল তখন মনস্থির করিয়া কাজ করিতেছিল, তাহাকে গিয়া বলিল, "থিওডোর ! আফিস বন্ধ করিবার সময় হইয়াছে, চাবী লাগাও ;—কল্য খুব সকাল সকাল আসিও, তোমাতে আমাতে দুজনে বসিয়া খাতাপত্র মিলাইব।"

হেড্ কেরাণীকে এই উপদেশ দিয়াই এমার্‌সন বাহির হইল, সরাসর লম্বার্ড ষ্ট্রীটে গেল, সাহস অবলম্বন করিয়া ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল ; পৃথিবীর মধ্যে তত বড় ব্যাঙ্ক আর নাই, যেমন সম্ভ্রমশালী, তেমনই ধনশালী। ব্যাঙ্কের এক জন অংশীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জালিয়াত নির্ভয়ে সেই জাল বিলখানা দেখাইল,—সন্দেহ করিবার কোন লক্ষণ ছিল না, বিল তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইয়া গেল, কেশিয়ারের নিকট হইতে দেড় হাজার গিনীর নোট লইয়া, রণজয়ী বীরপুরুষের ন্যায় সদর্পে জালিয়াত এমার্‌সন ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, গীর্জ্জায় ঘড়ীরা ঘোষণা করিল সপ্তম ঘটিকা। এমার্‌সন প্রথমেই গন্তব্যস্থানে না গিয়া আর একবার আফিসে আসিল। আফিস

তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, থিওডোর উপস্থিত ছিল না, দরোয়ানের নিকট হইতে চাবী লইয়া এমার্‌সন তাড়াতাড়ি খাস্-কামরায় প্রবেশ করিল, বাতী জ্বালিয়া একবার নিজের চেয়ারে বসিল, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ডেস্ক খুলিল, ডেস্কমধ্যে যতগুলা চিঠি ছিল, সবগুলা বাহির করিয়া একে একে বাছিতে লাগিল; যে কয়েকখানা ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে, সেই ক'খানা রাখিয়া বাকীগুলা বাতীর আলোতে জ্বালাইয়া দিল। এদিথার চিঠিখানা তন্মধ্যে ছিল কি না, সেটা তাহার খবরে আসিল না, এদিথার প্রেরিত আরও কোন চিঠি সেই ডেস্কে ছিল কি না, তাহাও ভাবিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি আফিস বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

এবার এমার্‌সন কোথায় যাইবে ?—পাঠক মহাশয় সঙ্গে আসুন, দেখিতে পাইবেন। ম্যান্‌সন হাউসের নিকটে একখানা ঠিকাগাড়ী লইয়া এমার্‌সন পিকাডিলীর বুল-মাউথ ষ্টেসনে গমন করিল। বাষ্পীয় যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া অবধি ঐ বুলমাউথেই রেলওয়ে শকটের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, ষ্টেসনে প্রবেশ করিয়া এমার্‌সন একজন কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "লিভারপুলের ট্রেণ কখন্ ছাড়িবে ?"—সবে মাত্র প্রশ্ন হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ হইতে একখানা বজ্রসদৃশ দৃঢ়হস্ত তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল, লোকটা তখন পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সেরিফের পেয়াদা,—অভাগার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল।

অদূরে থিওডোর ভেরিয়ান,—তাহার সঙ্গেই ঐ পেয়াদা আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে এমার্‌সনের বাকী রহিল না। পেয়াদার নাম মোজেস্ আইকী, তাহার সঙ্গে আর একজন, সেই লোকের নাম টম; ঐ লোকটা মোজেস আইকীর সহকারী।

এমার্‌সন যখন অসম্ভব অতিরিক্ত সুদ সমেত আসল টাকা আদায় করিবার জন্য নিরীহ, দারিদ্র্যপীড়িত শত শত লোকের নামে নালিশ করিত, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করাইত, তৎকালে ঐ মোজেস্ আইকী তাহার সহায় হইয়া টাকার লোভে বাধ্য হইয়া, সেই সকল প্রপীড়িত দরিদ্র লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় লইয়া যাইত;—চেনা-শুনা বেশ ছিল। এমার্‌সন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকার দাবী ?—কত টাকার জন্য পরোয়ানা ?"

মোজেস্ উত্তর করিল, "তিন হাজার চারশো গিনী।"

কম্পিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে এমার্‌সন বলিল, "আজ—এখন আমি অত টাকা দিতে পারিতেছি না, অস্ত দেড় হাজার গিনী নাও, আমাকে ছাড়িয়া দাও, বাকী টাকা কল্য দিব। তুমি ত ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন আমার পক্ষ হইয়া অনেক কাজ করিয়াছ, আমার কাছে অনেক টাকা পাইয়াছ। আজ আমার এই কথাটি রাখো।"

মোজেস্ বলিল, "তবে একটু তফাতে চলো, আর কি তোমার বলিবার আছে, সেইখানে শুনিব।"

অগ্রবর্ত্তী হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে থিওডোর বলিল, "না,—তাহা হইতে পারে না,—এইখানেই সব টাকা আদায় করিয়া নাও, না হয় তো জেলখানায় লইয়া যাও।"

সেরিফের পেয়াদা তখন আসামীকে বলিল, "এই ভদ্রলোকটি তোমার মহাজনের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, ইনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই আমাকে করিতে হইবে; অধিকন্তু আমার প্রতি আদালতের হুকুমও ঐ প্রকার, অবশ্যই আমি কর্ত্তব্যপালন করিব।"

পেয়াদাকে রাজী করিতে না পারিয়া এমারসন তখন ভেরিয়ানের মুখের দিকে চাহিল, মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, থিওডোর ভেরিয়ান নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে। তাহার অত্যন্ত রাগ হইল;—রাগটা চাপিয়া রাখিয়া সে তখন নম্রস্বরে মিনতি করিয়া থিওডোরকে বলিল, "থিওডোর! আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছিলাম, দয়া করিয়া আজ তুমি আমাকে ক্ষমা কর;—যত টাকা আজ আমি দিতে পারিতেছি, মোজেস্‌কে তাহাই গ্রহণ করিতে বল;—আমাকে ছাড়িয়া দাও!"

ভুজঙ্গের ন্যায় ফোঁস-ফোঁস গর্জ্জন করিয়া থিওডোর বলিয়া উঠিল, "কালসাপ।"

থিওডোরের রক্তমুখ দর্শনে আর ঐ প্রকার গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণে এমারসনের আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না,—একেবারেই বাক্‌রোধ।

সহকারী টমের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মোজেস্ বলিল, "টম! দরজা আট্‌কাইয়া দাঁড়াও।"

দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া টম তৎক্ষণাৎ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া দরজা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল।

ভেরিয়ান তখন মোজেস্‌কে বলিল, "তবে আর কেন?—তোমার কাজ তুমি কর,—তোমার আসামীকে জেলখানায় লইয়া যাও।"

বলপূর্ব্বক এমারসনের হস্ত আকর্ষণ করিয়া মোজেস্ তাহাকে বাহির করিয়া আনিল; দস্তুরমত কায়দা করিয়া কারাগারে লইয়া চলিল। অল্পক্ষণমধ্যেই দেউলিয়া এমারসন কারাগারমধ্যে নীত হইল। ইতিপূর্ব্বে তাহার উৎপীড়নে শত শত হতভাগ্য লোক যে কারাগারে বন্দী হইয়াছিল, এমারসন স্বয়ং আজ তাহাদের সঙ্গে সেই কারাগারে কয়েদ।

———

উনচত্বারিংশ উল্লাস

তামস যুদ্ধ

পরদিন প্রাতঃকালে ষষ্ঠ ঘটিকার সময় লণ্ডনের অদূরবর্ত্তী ওয়ারম্‌উড্‌ জঙ্গলের সমীপস্থ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে একখানা গাড়ী উপস্থিত হইল, অব্যবহিত পরেই অন্য গাড়ী প্রবেশ করিল। প্রাচীনকালে ঐ জঙ্গলবেষ্টিত ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধপ্রতিজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বী জনগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত, এখনও ঐ স্থানে তাহাই হয়। স্থানটা যদিও লণ্ডনসহরের অতি নিকটবর্ত্তী, কিন্তু সর্ব্বদাই নির্জ্জন, লোকজনের গতিবিধি নিতান্ত বিরল আজ এই উষাকালে কুয়াসাবৃত সেই ক্ষেত্রটা অতি ভীষণদর্শন বোধ হইল।

গাড়ী হইতে নামিল দুর্জ্জয় বীর কাপ্তেন ট্যাস্‌। তাহার কক্ষদেশে একটা পিস্তলাধার, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লর্ড স্যাক্‌ভিলী এবং ডাক্তার থর্ন্টন, গাড়ী হইতে নামিয়াই তাঁহারা একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন, অন্য গাড়ী হইতে লর্ড কর্জ্জন, অনারেবল জর্জ্জ ম্যাক্‌নামারা এবং ডাক্তার কপারাস্‌ অবরোহণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে গিয়া মিলিলেন।

লর্ড স্যাক্‌ভিলী এবং লর্ড কর্জ্জন এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন কর্জ্জনও চাহিলেন না স্যাক্‌ভিলীর দিকে, স্যাকভিলীও চাহিলেন না কর্জ্জনের দিকে; দুজনেই অন্য দিকে মুখ করিয়া, অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন, উভয়েরই বদন গম্ভীর।

কাপ্তেন ট্যাস্‌ দ্রুত গিয়া ম্যাকনামারার হস্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক খুব জোরে জোরে সঞ্চালন করিল. সতেজ-স্বরে বলিল, "প্রিয়বন্ধু ম্যাকনামারা! আজ প্রাতঃকালে তোমাকে এখানে দর্শন করিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আগে আগে মদের মজ্‌লীসে তোমাব সঙ্গে দেখা হইত, দুই একটা রাস্তাতেও দুই এক দিন তোমাকে দেখিয়াছি, আজ শুভ অবসরে এই ক্ষেত্রে তুমি উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতেই আমাব পরমানন্দ। পরিতাপের বিষয় এই যে, আমবা মুখ্য যোদ্ধা না হইয়া 'দ্বিতীয়' স্থলে, বরিত হইয়াছি।"

কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যভাবে ম্যাক্‌নামারা বলিলেন, "শোনো কাপ্তেন ট্যাস্‌, আমরা এখানে বাজে কথায় সময় নষ্ট কবিতে আসি নাই, কার্য্যটা শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ করিয়া দাও।"

"শীঘ্র শীঘ্র ?" - গর্জ্জন করিয়া কাপ্তেন বলিল, "শীঘ্র শীঘ্র ?—বল কি তুমি ?—থিয়েটারের টিকিট কিনিয়া তখনি তখনি আমি কি থিয়েটারের ম্যানেজারকে জিদ করিয়া বলিতে পারি, এখনি অভিনয় আরম্ভ কর ? আমি আহার করিতে বসিয়াছি, নিকটে গিয়া তুমি কি আমাকে বলিতে পার—এক মিনিটের মধ্যে খাইয়া লও ? সেটা যেমন অসভ্যতা, শীঘ্র শীঘ্র এ কার্য্যটা আরম্ভ করিতে বলাও সেইরূপ অসভ্যতা। আমরা এখানে শুভকার্য্য করিতে আসিয়াছি, ধীরে সুস্থে কার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

ম্যাক্‌নামারা বলিলেন, "আচ্ছা—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমি এখানে বিবাদ করিতে আসি নাই।"

"বিবাদ ?" উচ্চৈঃস্বরে কাপ্তেন ট্যাস্ বলিল, "বিবাদ ?—আমি সেই লক্ষণই দেখিতেছি। কথাটা কি জানো ;—ছয় সাত বৎসর আমি একটিও মানুষ মারি নাই, গুলী করিবার জন্য আমার হাত চুল্‌কাইতেছে।"

ম্যাক্‌নামারা বলিলেন, "আমি কাপুরুষ নই,—জানো ট্যাস্,—যুদ্ধে আমি ভয় করি না,—তবে কি না, দ্বন্দ্বযুদ্ধে অপরের সহিত কলহ করা আমার অভ্যাস নয়।"

মোরগের মাথার ঝুঁটীর ন্যায় মুখখানা রক্তবর্ণ করিয়া কাপ্তেন বলিল, "কলহ ?—তোমার ও কথার মানে কি ?"

কলহের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, লর্ড ম্যাক্‌ভিলী তাহাদের কাছে সরিয়া আসিয়া কাপ্তেনকে বলিলেন, "দেখ কাপ্তেন ট্যাস্, তুমি যদি এই রকমে রাগিয়া উঠিয়া পরস্পর কলহ বাধাইবার চেষ্টা কর, তবে তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, 'দ্বিতীয়ে'র পদ হইতে আমি তোমাকে খারিজ করিয়া দিব।"

আসল পক্ষের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ একটু নরম হইল ; মাননীয় জর্জ্জ ম্যাক্‌নামারার সহিত ভাব করিয়া ভদ্রলোকের মত কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে দুই জন ডাক্তারের মিষ্ট-সম্ভাষণ। পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া, ডাক্তার কপারাস্ গৌরব করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার থর্‌ষ্টন্! তোমাকে এখানে উপস্থিত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র ;—এখানে চিকিৎসা করিবার দরকার হইবে। মানুষের অঙ্গে গুলী বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইলে তুমি যেমন সুচিকিৎসা করিতে পার, আর কেহ তেমন পারে না ; সে বিষয়ে সকলের মুখেই তোমার সুখ্যাতি শুনা যায়।"

ভদ্রতা জানাইয়া ডাক্তার থর্‌ষ্টন বলিলেন, "সুখ্যাতি ? আমার না তোমার ? আমি ত বলি, অস্ত্রচিকিৎসায় তুমিই সুদক্ষ। সকল লোকের মুখেই তোমার নৈপুণ্যের প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়। 'মেডিকেল রিফর্ম্মার' নামক পত্রিকায় গত

সপ্তাহে তোমার গুণের প্রশংসা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন, এস্কুলা পিয়সের জীবিত ছাত্রগণের মধ্যে গুলী-গোলার ক্ষত আরাম করিতে ডাক্তার কপারাসের তুল্য বহুদর্শী ডাক্তার একজনও নাই।"

কপারস্ বলিলেন, "পত্রিকার কথা যদি বল, তবে আমিও 'ক্লাপেন' পত্রিকায় তোমার উচ্চ-প্রশংসা পাঠ করিয়াছি।"

ডাক্তারেরা ঐরূপ কথোপকথন করিতে করিতে স্যাক্ভিলী, কর্জ্জন, ম্যাক্‌নামারা এবং কাপ্তেন ট্যাসের দিকে আড়ে আড়ে কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহাদের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া ঐ চারিজনের মনে কিরূপ ভাবোদয় হইল, মুখের ভাব কিরূপ হইয়া আসিল, তাহাই দেখিবার ইচ্ছা।

ম্যাক্‌নামারার সহিত কাপ্তেন ট্যাসের ভাব হইয়াছিল; তাঁহাদের উভয়ের হস্তেই দুই দুই পিস্তল, গুলীবারুদের তোস্‌দান। তাঁহারা সেই গুলী বাহির করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন।

নিজের হাতের পিস্তল দুটি দেখাইয়া কাপ্তেন ট্যাস্ বলিল, "এই পিস্তল-জোড়াটি লর্ড স্যাক্ভিলীর নিজের;—অতি চমৎকার পিস্তল;—বিংশতি পদ দূরে দাঁড়াইয়া এই পিস্তলের দ্বারা অনায়াসে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারি।"

নিজের হাতের পিস্তল দেখাইয়া ম্যাক্‌নামারা বলিলেন, "এই পিস্তল জোড়াটি আমার নিজের;—দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে পারে, তেমন পিস্তল লর্ড কর্জ্জনের কাছে নাই;—আমার পিস্তল লইয়াই তিনি যুদ্ধ করিবেন।"

তোস্‌দান হইতে গুলী বাহির করিয়া দেখাইয়া ম্যাক্‌নামারা বলিলেন, "এ সকল গুলী কিন্তু আমার নয়;—এগুলি কিন্তু অতি সুন্দর;—যেমন সুগোল, তেমনি মসৃণ;—এমন সুন্দর গুলী জন্মেও আমি দেখি নাই।"

নিজের গুলী বাহির করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ বলিল, "আমার এ গুলীও ঠিক ঐ রকম সুন্দর;—নিটোল গোল, ডিম্বের ন্যায় মসৃণ। জানি না, লর্ড স্যাক্ভিলী কোথা হইতে এই সব সুন্দর সুন্দর গুলী সংগ্রহ করিয়াছে।"

পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিয়া তাঁহারা দুই জনে তখন দুই জনের সাক্ষাতে দুই জোড়া পিস্তলে দস্তুরমত গুলী-বারুদ পূর্ণ করিলেন।

ভূমি মাপা হইল, কর্জ্জন এবং স্যাক্ভিলী দ্বাদশ পদ ব্যবধানে দণ্ডায়মান হইলেন; উভয়ের পিস্তল লক্ষ্য উভয়ের ললাটের দিকে; এককালে আওয়াজ হইয়া গেল। দুই জন ডাক্তার একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পিস্তলের আওয়াজ হইবামাত্র ডাক্তার কপারাস্ কাঁপিয়া উঠিলেন; তিনি ভাবিলেন, একটা গুলী হয় ত ছিট্‌কাইয়া আসিয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে, ইহা ভাবিয়াই তাঁহার ভয় হইল। ডাক্তার থর্ণ্টন তাঁহার অপেক্ষা কিছু অধিক সাহসী, কুটিল-কটাক্ষে প্রতি-

দ্বন্দ্বিদ্বয়ের দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, একজনও পড়িয়া গেল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হয় ত এক জনের হাত ভাঙ্গিয়া যাইবে কিংবা এক জন হয় ত খোঁড়া হইয়া পড়িবে, খবরের কাগজে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের রিপোর্টের খুব জেল্লা হইবে। তাহা হইল না, কেহই পড়িল না, ডাক্তারেরা বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তাঁহাদের মনের আশা মনেই মিলাইল।

উত্তেজনা করিয়া কাপ্তেন ট্যাস্ বলিল, "লক্ষ্য ঠিক হয় নাই, আর একবার পরীক্ষা হউক।"—লর্ড কর্জ্জন সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বিপক্ষের মাথার খুলী উড়াইয়া দিবার জন্য কাপ্তেন ট্যাসের অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল, ম্যাক্‌নামারাকে লক্ষ্য করিয়া সে তখন বলিল, "তুমি আছ একজনের পক্ষে, যাঁহাদের পক্ষ হইয়া 'দ্বিতীয়' স্থলে আমরা আসিয়াছি, তাঁহারা আর যুদ্ধ করিতে রাজী নহেন, তবে আইস, তোমাতে আমাতে এক হাত লড়ি—পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক যুদ্ধে আমি অনেক মানুষ মারিয়াছি, এইবার আইস, তোমাতে আমাতে জীবন-পরীক্ষা।"

রণরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে মহাবীর কাপ্তেন ট্যাস্ বারংবার ম্যাক্‌নামারাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল, শ্লাঘা করিয়া নিজের বীরত্বের বাহাদুরী জানাইতে লাগিল, 'আইস আইস' বলিয়া ম্যাক্‌নামারাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল, নিজের বীরত্বের গর্ব্ব করিয়া উপর্য্যুপরি কত কথাই বলিতে লাগিল, কথাও থামে না, গর্ব্বও থামে না। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সবিস্ময়ে-চমকিত-নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আস্ফালন থামাইয়া দিতে পারিলেন না; ডাক্তারেরা সেই রণোন্মত্ত কাপ্তেনকে পাগল মনে করিলেন। কাপ্তেন সদম্ভে রণস্থলে সত্যই যেন পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল;—"যুদ্ধ দাও, যুদ্ধ দাও" বলিয়া ম্যাক্‌নামারাকে এবং "দ্বিতীয় হও, দ্বিতীয় হও" বলিয়া কর্জ্জনকে ও স্যাক্‌ভিলীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। ম্যাক্‌নামারা অগ্রসর হইলেন না, কর্জ্জন এবং স্যাক্‌ভিলীও 'দ্বিতীয়' হইতে স্বীকার করিলেন না। কাপ্তেন ট্যাস্ তখন আপশোষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায় হায়! আমার রবিন্‌কে আজ আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি;—আমি যখন যেখানে যাই, রবিন্ আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আমার রবিন্ আজ সঙ্গে নাই!—রবিন্ থাকিলে তাহার সঙ্গেই আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতাম।"

কটমটচক্ষে কাপ্তেনের দিকে চাহিয়া ডাক্তার কপারাস্ চকিতস্বরে বলিলেন, "দাঁড়াও কাপ্তেন,—ঐখানে একটু দাঁড়াও,—আমি যেন কিছু বেগতিক বুঝিতেছি, স্থির হইয়া একটু দাঁড়াও।"—এই কথা বলিতে বলিতে ডাক্তার সাহেব দ্রুত চলিয়া কাপ্তেন ট্যাসের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তাহার হাত ধরিয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, চমকিত-স্বরে বলিলেন, "তাই ত! নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত!—

তোমার জ্বর হইয়াছে!—ঘরে যাও—স্থির হইয়া গিয়া শুইয়া থাকো;—মদ খাইও না, বেশী মাংস খাইও না, হজম হইবে না, ধাতু অত্যন্ত ক্ষীণ, শীঘ্র ঘরে যাও!"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কাপ্তেন ট্যাস্ বলিতে লাগিল, "ডাক্তার!—এদের নাম ডাক্তার!—এ সব ডাক্তার কোন কাজের নয়।—এরা কেবল ঔষধের বড়ী পাকাইতে জানে, জল মিশাইয়া আরক ঢালিতে জানে, আর কিছুই জানে না;—মানমর্য্যাদা কাহাকে বলে, মানের বিধি কিরূপ জিনিস, এরা সেটা আসলেই শিক্ষা করে নাই!—চীনের ভাষা আমি যেমন বুঝি, মান-মর্য্যাদার বিধিও এই সকল লোক সেই রকম বুঝিয়া থাকে।"

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া, ব্যগ্রকণ্ঠে লর্ড কর্জ্জন বলিলেন, "আর এখানে গোলমাল করা ভাল নয়, কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন চল, আমরা ঘরে যাই।"

লর্ড স্যাক্‌ভিলী সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন, স্ব স্ব শকটে আরোহণ করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

সে দিনটি কাটিয়া গেল;—অমনি অমনি কাটিয়া গেল না, পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে নানা রকম গল্প উঠিল। গল্পের আড়ম্বর এইরূপ যে, "লর্ড কর্জ্জনের স্ত্রী সোহো স্কোয়ারে একটা কুট্‌নীর বাড়ীতে লর্ড স্যাক্‌ভিলীর সঙ্গে ধরা পড়িয়াছিল, রাত্রি দুই প্রহরের সময় লর্ড কর্জ্জন নিজে গিয়া এক শয্যায় দুই জনকে ধরিয়াছিলেন। ভারী কেলেঙ্কার হইয়া গিয়াছে। সেই ভ্রষ্টা স্ত্রীর পতিতে আর উপপতিতে 'ডুয়েল্' লড়াই হইয়াছিল,—পরমায়ুর খুব জোর,—দুই জনের মধ্যে একজনও খাল হয় নাই। বিচার করিয়া ধরা যায় যদি, লর্ড স্যাক্‌ভিলীরই জয় বলিতে হইবে।"—স্থূল কথায় আসল গল্প ঐ প্রকার; কিন্তু কৌতুকপ্রিয় নিন্দুক লোকেরা ঐ ঘটনার উপর অনেক প্রকার অলঙ্কার চড়াইয়া, কেলেঙ্কারটাকে অধিক ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতে লাগিল। একদিকে এ কেলেঙ্কার ফুরাইবে না, গড়াইয়া গড়াইয়া কত দিন চলিবে, অনুমান করিয়া তাহা বলা যায় না; বাঁশপাতার আগুনের ন্যায় ছড়াইয়া ছড়াইয়া, ঠাঁই ঠাঁই ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

পুরুষমহলে গল্পের ঘটা ঐ রকম, মহিলা-মহলে আরও রং।—যে সকল মহিলা নিজে নিজেই ঐ রকম রঙ্গের রঙ্গিণী, পরনিন্দায়—পরচর্চ্চায় তাঁহাদের ভারী আমোদ।—অপর লোকের ঘরের কেলেঙ্কার রটাইয়া দিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে সতীসাধ্বী জানাইবার ভাণ করেন!—কেহ বলেন, "লর্ড স্যাক্‌ভিলী ভারী মজার লোক, ভারী রসিক লোক, ভারী চালাক, নষ্টামীতে খুব পাকা!—একদিকে মেষশিশুর ন্যায় অতি ভাল মানুষ, একদিকে প্রেম-সরোবরের পাতিহাঁস,

রসিক নারীগণের মজ্‌লীসে রসিক-চূড়ামণি!”—কেহ বলেন, “সুধুই কেবল তাই কি?—ও দিকে আবার শূরবীর যোদ্ধাপতি!—পতিতে উপপতিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল, যদিও সমান সমান গিয়াছে, যদিও হার-জিত হয় নাই, সে যুদ্ধে যদিও কেহ মরে নাই, তবু বলিতে হইবে, হোরেসের জিত!—সাধে কি হোরেস্‌কে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়?—সাধে কি হোরেসের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে?—রসময় হোরেসের শরীরে রাশি রাশি গুণ!—এইবার দেখা হইলে হোরেস্‌কে আমি প্রেম-রাজ্যের রাজা করিব!”

পরের নিন্দা করা যাহাদের স্বভাব, পরের কেলেঙ্কারে আমোদ করা যাহাদের অভ্যাস, পরের অপবাদ রটাইতে যাহাদের মহা উল্লাস, তাহারা ঐ সকল কথা লইয়া স্থানে স্থানে মহাড়ম্বরে আসর জাঁকাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। একদল স্ত্রীলোকের মুখে এদিথার নিন্দা-কুৎসার খৈ ফুটিতে লাগিল!—গল্পের রজ্জুতে এদিথাকে তাহারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিল;—তাহারা বলিতে লাগিল, “লর্ড কর্জ্জনের স্ত্রী এদিথাটি একেবারে গেল!—একেবারে মজিল!—স্বামী তাহাকে ডাইভোর্স করিবে,—ডাইভোর্স কোর্টে মোকদ্দমা তুলিবে;—কি কেলেঙ্কার!—কি কেলেঙ্কার!—এদিথার পেটে এত বিদ্যা ছিল, আগে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই।”

মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া, ঐ সব কথায় সায় দিয়া দিয়া, মুখ বাঁকাইয়া, নাক তুলিয়া বড়ঘরের আর একটি সুন্দরী ঘরণী তাচ্ছিল্যস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “এদিথা!—লর্ড কর্জ্জনের বিবাহিতা স্ত্রী রূপযৌবনসম্পন্না গৌরবিণী এদিথা!—মহাগৌরবিণী লেডী কর্জ্জন।—এ দিকে কেমন লোকের কাছে লজ্জাশীলা সতীসাধ্বীর ভাব জানাইত, হাত ছড়াইয়া, মুখ ঘুরাইয়া, নিজমুখেও নিজের সতীত্বের বড়াই করিত!—এইবার কেমন,—সব দর্প চূর্ণ হইয়া গেল!—ঠিক হইয়াছে!—যে কুলে জন্ম, এদিথা তাহার গুপ্তলীলায় সেই কুলের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছে!”

গীর্জ্জায় উপাসনার মন্ত্রশ্রবণ অপেক্ষা লোকের কেলেঙ্কারীর—ঢলাঢলীর মন্ত্রে যাহাদের অধিক আনন্দ, তাহারা পরনিন্দার ঐ প্রকার গল্পে আনন্দ উপভোগ করুক, আর একটি শেষ কথা বলিয়াই আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

বুদ্ধিমতী ভিনিসিয়ার বুদ্ধিচাতুর্য্যের সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। সহস্র দোষ থাকিলেও ভিনিসিয়া সমশ্রেণীর লোকের কাছে অবশ্যই আদর পাইবার যোগ্য। ভিনিসিয়ার পরামর্শেই দ্বন্দ্বযুদ্ধক্ষেত্রে এক বিন্দুও রক্তপাত হইল না। কেন হইল না, লর্ড কর্জ্জন এবং লর্ড স্যাক্‌ভিলী তাহা জানিলেন, তাঁহাদের

পরাক্রান্ত "দোহার" কাপ্তেন ট্যাস্ এবং জর্জ্জ ম্যাক্‌নামারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, একজোড়া বোকা ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও আসল রহস্যের প্রহেলিকায় দন্তস্ফুট করিতে পারিলেন না; ঐন্দ্রজালিক ভেল্‌কী মনে করিয়াই হয় ত তাঁহারা মহা কৌতুক ভাবিয়া গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন। রহস্যক্ষেত্রে ঐরূপ আত্মমন্ত্রমুগ্ধ সাক্ষী থাকাই খুব ভাল। যাঁহারা নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়-পরাজয় বীরপুরুষদ্বয়ের কাহারও নহে, যথার্থ জয় হইল লেডী ভিনিসিয়ার।

চত্বারিংশ উল্লাস

পুনর্ব্বার প্রবাস যাত্রা।

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, কয়েক মাস পূর্ব্বে জোসেলিন্ লক্‌তস্ নামে একটি যুবাপুরুষ লণ্ডননগরে আসিয়াছিলেন। রাজকুমারী সোফিয়ার সহিত দুইবার সাক্ষাৎ করিয়া, কতকগুলি তত্ত্ব তিনি অবগত হইয়াছেন, লেডী স্যাক্‌ভিলীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছেন, কারল্‌টন্ হাউসের সখের থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে প্রায় উলঙ্গিনীবেশে লেডী স্যাক্‌ভিলীকে অভিনয় করিতে দেখিয়া, মহা বিস্মিত হইয়াছেন, প্রিন্স অব ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে সেই অভিনয়ের রাত্রে তিনি আজ বৈঠকখানায় আহূত হইয়াছিলেন। মাতাল যুবরাজ সে রাত্রে এত মাতাল হইয়াছিলেন যে, সে অবস্থা দেখিয়া জোসেলিন্ লক্‌তস সে ঘরে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই; মাতাল রাজপুত্র চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া, অনর্গল বমি করিয়া, বৈঠকখানার মূল্যবান কার্পেটখানি ভিজাইয়া দিয়াছিলেন; সে কথাও পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে। যুবরাজের সহিত লক্‌তসের দেখা হইয়াছিল, একটিও কথা হয় নাই।

জোসেলিন্ লক্‌তস্ পুনর্ব্বার বিশেষ কার্য্যানুরোধে ইটালী প্রদেশে যাত্রা করিবেন; জিনেভাতে গিয়া প্রিন্সেস্ কারোলাইনের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা তাঁহার অভিলাষ; সাক্ষাতের সুবিধার নিমিত্ত রাজকুমারী সোফিয়া রাজবধূর নামে একখানি সুপারিশপত্র লিখিয়াও লক্‌তসের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রথমে একবার ক্যাণ্টানবরি নগরে গমন করিয়া, একরাত্রি সেখানে বাস করিয়া, সমুদ্রপথে যাত্রা করা জোসেলিনের ইচ্ছা। লুইসা নাম্নী একটি সুন্দরী কুমারীর সহিত তাঁহার পরিণয় সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, সেই কুমারীটি ক্যাণ্টানবরিতে আছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়াই জোসেলিনের সংকল্প।

জোসেলিন্ লক্‌তস লণ্ডন হইতে যাত্রা করিলেন। লণ্ডনের যে কয়েকজন মহামান্য "সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক" প্রিন্সেস্ ক্যারোলাইনের বিরুদ্ধে কূটিল ষড়্‌যন্ত্র সৃজন করিয়াছেন, তাঁহারা একজন চতুর গুপ্তচর মনোনীত করিয়া, জোসেলিনের পাছু লইবার উপদেশ দিলেন। গুপ্তচর প্রচ্ছন্নভাবে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে জোসেলিনের সঙ্গ লইল।

ক্যাণ্টানবরিতে উপস্থিত হইয়া জোসেলিন্ লক্‌তস তাঁহার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িণী লুইসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্ব্বার জোসেলিনের ইটালী যাত্রার কথা উঠিল। ভূমধ্যসাগরে প্রবল তুফান উঠিতেছে, এই সংবাদটা কুমারী লুইসার কাণে উঠিয়াছিল, সেই ভয়ে জোসেলিন্‌কে তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রিন্সেস্ কারোলাইনের দুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি থাকাতে অগত্যা সম্মতি দিতে হইল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া জোসেলিন্ লকতস জাহাজারোহণ করিলেন। তুফানের ভয়ে ভূমধ্যসাগরের পথে না গিয়া, অন্য পথ দিয়া বেলজিয়ম প্রদেশে পৌঁছিলেন। তথা হইতে সুইজারলণ্ডের মধ্য দিয়া জিনেভাতে যাইবেন, এই যুক্তি স্থির করিলেন, সেই পথেই চলিলেন। বেলজিয়মে উপস্থিত হইয়া ডাকগাড়ি আরোহণে শীঘ্র জিনেভায় পৌঁছিবেন, সেই অভিপ্রায়ে ডাকগাড়ি আনাইয়া শীঘ্র শীঘ্র রওনা হইলেন; পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংলণ্ডের গুপ্তচর আসিতেছে, তাহা তিনি কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না, সেরূপ কোন প্রকার সন্দেহও মনে আসিল না।

ডাকগাড়ি অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, সেই সময় কোন কৌশলে ইঙ্গিত করিয়া সারথিকে নামাইয়া আনিয়া, সেই গুপ্তচর তাহাকে প্রচুর ঘুস দিয়া, উল্টা পথ ধরিয়া গাড়ি লইয়া যাইবার পরামর্শ দিল। যে স্থানে ঐ গুপ্ত পরামর্শ, সে স্থান হইতে কোন্ পথে জিনেভায় যাইতে হয়, জোসেলিনের তাহা জানা ছিল না। উৎকোচপ্রাপ্ত গাড়োয়ান অন্য পথে গাড়ি হাঁকাইয়া চলিল; গাড়ি কোন্ পথে যাইতেছে, চিন্তামগ্ন জোসেলিন্ সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেন না; অবশেষে এক স্থানে ফরাসী কষ্টম হাউসের ইউনিফরম্ পোষাক পরা শাস্ত্রি ও কর্ম্মচারীগণকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার চমক্ হইল; তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, ফরাসীরাজ্যের সীমা মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। কষ্টমহাউসের দুই জন কর্ম্মচারী তাঁহার

গাড়ীর নিকটে আসিয়া, পাসপোর্ট দেখিতে চাহিল, কিঞ্চিৎ ইতস্তত: করিয়া, জোসেলিন্ একখানি ছাড় চিঠি বাহির করিয়া দেখাইলেন ; সেইখানা হাতে করিয়া লইয়া কর্ম্মচারীরা বলিল, "আমরা সংবাদ পাইয়াছি, তুমি তোমার নাম ভাঁড়াইয়া মিথ্যা পাসপোর্ট লইয়া ভ্রমণ করিতেছ, অতএব তুই অভিযোগে আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

আর তখন উপায় কি ? গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া বেচারা জোসেলিন্ লকতস্ মাথা হেঁট করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পশ্চাতে গুপ্তচর ফিরিতেছে, তখনও পর্য্যন্ত সেটা তাঁহার বিবেচনা পথে আসিল না।

প্রহরীরা তাহাদের আসামীকে প্যারিস্ নগরে লইয়া গেল না, ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রিণোবেল নগরের কারাগার দ্বারে লইয়া গেল ; সেইখানে তাঁহার পকেট অন্বেষণ ;—পকেটে যাহা যাহা ছিল, লোকেরা তাহা বাহির করিয়া লইল। পকেট ভিন্ন তল্লাসকারীরা তাঁহার গাত্র-বস্ত্রাদি তল্লাস করিল না। ভাগ্যক্রমে একটী পদার্থ রক্ষা হইল। যুবরাণীর নামে রাজকুমারী সোফিয়া যে সুপারিস্ পত্র দিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান জোসেলিন্ সে খানি পকেটে না রাখিয়া, ভিতরের জামার সঞ্জামের সঙ্গে সেলাই করিয়া রাখিয়াছিলেন, তল্লাসকারীরা তাহা দেখিতে পাইল না।

গ্রিণোবেলের প্রশস্ত কারাগারে বিনা অপরাধে জোসেলিন্ লকতস্ বন্দী। কারাগারের গবর্ণর তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া, তাঁহার বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় বড় তুটি ঘর, ঘর তুখানি সুন্দর সুন্দর আস্‌বাবে সজ্জিত ; তাঁহার সেবার জন্য একজন স্বতন্ত্র পরিচারক নিযুক্ত হইল, সে ব্যক্তি দিবা রাত্রি হাজির থাকিবে ; বড় বড় লোকের সদ্দার চাকরেরা (ভ্যালেরা) যেরূপ কার্য্যতৎপর, সে লোকটিও তাহাই। আহারের বন্দোবস্ত অতি উত্তম। গবর্ণর বলিয়া দিলেন, "যে দিন তোমার যাহা আহার করিতে ইচ্ছা হইবে, হুকুম করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা আসিবে ; কোন বিষয়ে যাহাতে তোমার কোন অসুবিধা অথবা কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা আমি সে দিকে দৃষ্টি রাখিব. তোমার বাসগৃহের সম্মুখে যে প্রাঙ্গণ আছে, তুইবেলা সেই প্রাঙ্গণে তুমি হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে পারিবে, সে প্রাঙ্গণে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিবে না।"

গবর্ণরটি অতি ভদ্রলোক, অমায়িক দয়ালু, ভদ্রলোকের মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন। বাসের, আহারের, সেবার এবং হাওয়া খাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সরল ভাবে তিনি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতার মর্ম্ম এই ;—

"যে অপরাধের নাম করিয়া তোমাকে বন্দী করা হইয়াছে, বাস্তবিক সে অপরাধ তুমি কর নাই। ইংলণ্ডের এক জন সম্ভ্রান্ত বড়লোকের তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত তোমাকে এখানে আটক রাখা হইল। কারাগারের কয়েদীরা যে প্রকারে এখানে থাকে, তোমাকে সে সকল নিয়মের অধীনে থাকিতে হইবে না। এখানে তুমি সকল বিষয়েই স্বাধীনতা পাইবে। কেবল বাঁধাবাঁধি এই যে, কারাগার হইতে বাহিরে যাইতে পাইবে না, অপর কোন কয়েদীর সঙ্গে কথা কহিতে পারিবে না। এই দুটি নিয়ম ছাড়া অপরাপর কঠিন নিয়মে তোমাকে থাকিতে হইবে না। কেহই তোমার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিবে না, কেহ তোমার সহিত কর্কশ ভাষায় কথা কহিবে না; হপ্তার মধ্যে তিন দিন আমি স্বয়ং আসিয়া তদারক করিয়া যাইব। আহারাদি সম্বন্ধে কোন অসুবিধা হইলে আমাকে জানাইও, তদন্ত লইয়া আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ভাবিয়া রাখিও, কয়েদী ভাবিয়া কোন প্রকার কুচিন্তাকে মনে স্থান দিও না। ইংলণ্ডে অথবা অন্য স্থানে যাঁহারা তোমার বন্ধুলোক আছেন, তাঁহাদিগকে পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইলে, সচ্ছন্দে লিখিতে পারিবে, কেবল আমার মিনতি এই যে, গ্রিনোবেল নগরের এই কারাগারে তুমি বন্দী আছ, কোন পত্রে এই কথাটি লিখিও না, গ্রিণোবেলে তুমি আছ, তাহাও লিখিও না; যে সকল পত্র লিখিবে, তাহাতে লায়ন্স নগরের ঠিকানা দিও, ডাকঘরের সঙ্গে আমি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব, তোমার পত্রের প্রত্যুত্তর আসিলে এই ঠিকানায় পৌঁছিবে। আরও জানিয়া রাখ, যে সকল পত্র তুমি লিখিবে, অগ্রে তাহা আমি পাঠ করিয়া তাহার পর ডাকে পাঠাইব; যে সকল প্রত্যুত্তর আসিবে, তাহাও আমি অগ্রে পাঠ করিয়া তোমাকে দিব। তোমাকে আমি আর একটি উত্তম আশা দিয়া রাখি। সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এল্‌বা হইতে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়াছেন, উপযুক্ত স্থলে দয়া প্রকাশ করিতে তিনি কৃপণ হন না; তাঁহার কাছে দয়া প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলে অচিরেই তুমি খালাস পাইতে পারিবে আমি এখন-প্রদেশীয় রাজমন্ত্রীর অধীন, সেই মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমতি না পাইলে কাহাকেও আমি খালাস দিতে পারি না, নতুবা এখনি আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম।"

বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া গবর্ণর সাহেব সদয় বাক্যে আশ্বাস দিয়া আরও বলিলেন, "হতাশ হইও না, ভয় পাইও না, চিন্তা নাই; সম্রাট নেপোলিয়ান অতি শীঘ্র প্যারিশে আসিয়া দরবার করিবেন, অষ্টাদশ লুই আপন অমাত্যগণকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, প্রদেশীয় মন্ত্রীসভার ক্ষমতাও খর্ব্ব হইবে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্রাটের নিকটে তুমি দয়া প্রার্থনা করিও, নিশ্চয়ই খালাস পাইবে।"

সময় আসিল, জোসেলিন্ লকৃতস সম্রাটের নামে দরখাস্ত লিখিলেন, কারাগারের গবর্ণর সেই দরখাস্তখানি সম্রাটের দরবারে পাঠাইলেন, এক মাস পরে উত্তর আসিল, জোসেলিন্ লকৃতস অবিলম্বে বেকসুর খালাস।

সম্রাট নেপোলিয়ানের অনুগ্রহে খালাস পাইয়া, কারাগারের গবর্ণরের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, জোসেলিন্ লকৃতস মে মাসের প্রথম দিবসে গ্রিণোবেলের কারাগার হইতে বাহির হইলেন, অবিলম্বেই জিনেভায় যাত্রা।

একচত্বারিংশ উল্লাস

গলিরাস্তার শেষ প্রান্তে দুই দরজা

যথাসময়ে জিনেভা নগরের সীমায় উপনীত হইয়া জোসেলিন লকৃতস অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, যুবরাজ্ঞী প্রিন্সেস্ কারোলাইন সহরতলীর একটি রমণীয় কুঞ্জনিকেতনে বাস করিতেছেন, জোসেলিন যখন পৌছিলেন, বেলা তখন অপরাহ্ণ তৃতীয় ঘটিকা, সন্ধ্যা না হইলে তিনি নিকেতনে প্রবেশের চেষ্টা করিবেন না, অতএব বেড়াইতে বেড়াইতে নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন, গ্রামে একটি সরাইখানা ছিল, সেই সরাইখানায় প্রবেশ করিয়া খানার আয়োজনের হুকুম দিলেন, পুরুষ খানসামা ছিল না, একটি সুন্দরী যুবতী অতিথিগণের আহার্য্য-সামগ্রী সরবরাহ করে; কর্ত্তার আদেশে সেই স্ত্রীলোক খানার আয়োজন করিতে গেল, টেবিলের সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া জোসেলিন ততক্ষণ সরাইওয়ালার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন। একটু দূরে আর একখানি চেয়ারে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদধারী আর একটি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তিনিও আহার করিবেন। জোসেলিনের মুখের দিকে চাহিয়া সরাইওয়ালা বলিল, "আপনারা দুইজনে এক সঙ্গে আহার করিবেন, তাহাতে কোন আপত্তি আছে কি?"

দুইজনেই একবাক্যে বলিলেন, "কোন আপত্তি নাই।"

অর্দ্ধঘণ্টা পরে সেই স্ত্রীলোকটি টেবিলের উপর কার্পেট বিছাইয়া মদের বোতল, মাংসের পাত্র এবং বিবিধ সুস্বাদু ফল সাজাইয়া দিল। ইটালী অঞ্চলে ভদ্রলোকেরা অনেকক্ষণ ধরিয়া মদ্যপান করেন না, অল্পক্ষণেই সুরাপান শেষ হয়, খানা খাইবার অগ্রে ঐ দুটি অতিথি চুমুকে চুমুকে সুরাপান করিতে আরম্ভ

করিলেন, অনেক প্রকার গল্প চলিতে লাগিল ; কথার অবসরে জোসেলিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংলণ্ডের প্রিন্সেস্ অব ওয়েল্‌স যে কুঞ্জভবনে বাস করিতেছেন, সে বাড়ী খানি কি আপনি দেখিয়াছেন ?"

লোক। এ অঞ্চলের সকলেই দেখিয়াছে।

জোসে। যুবরাজ্ঞী এখানে কেমন আছেন ?

লোক। (বক্র হাস্য করিয়া) বেশ সুখে আছেন, অনেক রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য— (মদ্যপান)

জোসে। যুবরাণীর যতগুলি সখী আছে, তাহাদের কি আপনি দেখিয়াছেন ?

লোক। দুইজনকে দেখিয়াছি। তাহারা পরম সুন্দরী।

জোসে। কুঞ্জবাড়ীর ভিতরে আপনি প্রবেশ করিয়াছেন ?

লোক। হাঁ—না,—এক দিন—

এইরূপ ছাড়াছাড়া দুই একটি কথা বলিয়া—সেই কৃষ্ণ পরিচ্ছেদধারী লোকটি দুই তিন পাত্র সুরা পান করিয়া, তিন প্রকার মাংসের তরকারী ভক্ষণ করিয়া জোসেলিনের নিকট বিদায় লইয়া সরাইখানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

লোকটি উঠিয়া যাইবার পর সরাইওয়ালাকে সম্বোধন করিয়া জোসেলিন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটি কে মহাশয় ?"

সরাইওয়ালা বলিল, "লোকটির নাম আমি জানি না, আর কোন দিন উনি এখানে আহার করিতেও আসেন নাই ; কি কাজ করেন, তাহাও আমি জানি না। বোধ করি, জিনেভাতেই বাড়ী ;—কেননা, কথার সুর সেইরকম, আর মাঝে মাঝে এক একদিন রাস্তাতেও আমি উহাঁকে দেখিতে পাই।

জোসেলিন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। বেলা ৫টা বাজিল। আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমাদের এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর ; বিশেষতঃ প্রাতঃকালে আর স্বায়ংকালে সে সকল দৃশ্য অধিক রমণীয় হয় ; আমি একবার নিকটে নিকটে খানিকদূর বেড়াইয়া আসি, রাত্রি ৮টার মধ্যেই ফিরিব ; এইখানে আসিয়া আহার করিব, রাত্রি-কালেও এইখানে শয়ন করিয়া থাকিব।"

সরাইয়ালা বলিল, "৮টা হউক, ১০টা হউক, কিছুই আপত্তি নাই ; সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক থাকিবে।"

জোসেলিন্ একতস্ বাহির হইলেন ; শোভা দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে লেওয়ান হ্রদের কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আরক্তরাগে হ্রদের জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, সান্ধ্য সমীরণে মৃদু মৃদু হিল্লোলিত হইতেছে, সেই শোভাই তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইল, আকাশে মেঘ ছিল না, এক এক করিয়া অনেকগুলি নক্ষত্র উঠিল। তিথিপর্য্যায়ে গোধূলিসময়ে অন্ধকার, সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হইল না। অন্ধকারে হ্রদের জলের তরঙ্গ হিল্লোল শ্রুতিমধুর ; জোসেলিন একৃত্তস সেই মধুরধ্বনিশ্রবণে ক্ষণকাল বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। হঠাৎ অদূরে ঝপ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কোন একটা ভারী জিনিস জলে পড়িলে, যে রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম শব্দ। জিনিষ পড়িল কি মানুষ পড়িল, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত জোসেলিন দ্রুতগতি সেই দিকে দৌড়িলেন ;—ঘোর অন্ধকার নয়, প্রদোষের অল্প অল্প আলোতে তিনি দেখিলেন, জলের উপর কাপড় ভাসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তীর হইতে লম্ফ দিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, দুইখণ্ড বস্ত্র ভাসিয়া গেল, তাঁহার নিজের টুপীটিও ভাসিয়া গেল, কৃষ্ণবসনাবৃতা একটি নারীমূর্ত্তি কোলে করিয়া তিনি তীরে উঠিলেন। মূর্ত্তিটিকে ঘাসের উপর স্থাপন করিয়া খানিকক্ষণ তিনি যথাসম্ভব উপরে তাহাকে একটু সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কেমন একরকম ভঙ্গস্বরে মূর্ত্তি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, "কি করিলে !—কি করিলে !—কেন আমাকে তুলিলে ?—আমি—আমি—

বলিতে বলিতে সজোরে জোসেলিনের হাত ছাড়াইয়া সেই রমণী আবার হ্রদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, চক্ষু পালটিতে না পালটিতে জোসেলিনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন ; আবার সেই মূর্ত্তিকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিলেন ;—এবারে মূর্ত্তিকে তিনি ঘাসের উপর শয়ন করাইয়া, সাবধানে তাহার দুইখানি হাত ধরিয়া রহিলেন ; ধীরস্বরে—ধীর অথচ উত্তেজিত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"কে তুমি, কেন এইরূপে পাগলিনী হইয়া আত্মঘাতিনী হইতে আসিয়াছিলে ?—দুইবার দুইবার কেন তুমি এই হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়াছিলে ?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণস্বরে রমণী উত্তর করিল, "না—না,—আত্মঘাতিনী না,—দৈবাৎ—"

চন্দ্রোদয় হইল। নক্ষত্রমালাবেষ্টিত সুস্নিগ্ধ সুধাকর প্রসন্নদৃষ্টিতে ধরাপানে চাহিয়া সুধাময় হাস্য করিতে লাগিল : হ্রদসলিল, তীরভূমি ও পার্শ্ববর্ত্তী বনরাজী নবোদিত চন্দ্রমার রতনকিরণবর্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জোসেলিন তখন দেখিলেন রমণীটি পরম সুন্দরী, পরিধান কৃষ্ণবর্ণ,—বোধ হইল শোকচিহ্ন ;—সেই শোকেই হয় তো জ্ঞানহারা হইয়া এই রমণী আত্মবিনাশ করিতে আসিয়াছিল। চেহারা দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল, বড়ঘরের কন্যা, মুখখানি ম্লান হইলেও তাহার ভিতর হইতে লাবণ্য মাধুরী ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া জোসেলিন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলো, কে তুমি, কেন এই হ্রদের জলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিলে ?—দেখিতেছি, তুমি সম্ভ্রান্তকুলের কন্যা,

তোমার পদ্মসদৃশ সুন্দর বদন আর উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় প্রশান্ত নেত্র তাহারই পরিচয় দিতেছে; যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি তোমার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

ধীরে ধীরে রমণী বলিল, "আমার পরিচয় শুনিয়া তুমি কি করিবে? আমি সত্য পরিচয় দিব না। মিথ্যা নামে আমার পরিচয়। তোমার কথা শুনিয়া আমি বুঝিতেছি, তুমি ইংলণ্ডনিবাসী; এ অঞ্চলের লোকে সচরাচর ফ্রেঞ্চভাষায় কথা কয়, তুমি বেশ পরিষ্কার ইংরাজী বলিতেছ;—বুঝিতে পারিতেছি, ইংলণ্ডে তোমার নিবাস;—আমারও নিবাস ইংলণ্ডে;—তুমি আমার স্বদেশী, আমি এখানে মরিতে আসি নাই,—মরিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তুমি আমাকে মরিতে দিলে না; আমি এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছি, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব;—তুমি আমাকে লইয়া চল;—যেখানে আমি থাকি, সেই বাড়ীতে তোমাকে লইয়া যাইব;—ভিজে কাপড়ে ছাড়িয়া দিব না,—শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া, খানিকক্ষণ সেইখানে বসাইয়া রাখিব;—তাহার পর যদি যাইতে ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাইও।"

এ অবস্থায় রমণী একাকিনী যাইতে পারিবে না কিংবা হয় ত আবার ফিরিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিবে, সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়াই ভাল; মনে মনে এই স্থির করিয়া জোসেলিন্ তাহার অনুরোধে সম্মত হইলেন, হাত ধরিয়া তাহাকে মৃদুগতিতে লইয়া চলিলেন।

খানিকদূর বেশ পরিষ্কার রাস্তা, তাহার পর অন্ধকার গলী; কষ্টে সেই গলী পার হইয়া গলীর শেষসীমায় রমণী একখানা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়ীখানা কৃষ্ণবর্ণ; দরজার পার্শ্বে একটা ঘণ্টা ছিল, রমণী সেই ঘণ্টার রজ্জু ধরিয়া টানিল, ভিতরদিক্ হইতে আওয়াজ আসিল; বোধ হইল যেন কোন একটা গুহার-মধ্য হইতে ঘণ্টাধ্বনি আসিতেছে।

ঘণ্টাধ্বনি থামিবামাত্র কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী একটি লোক দরজা খুলিয়া, একটা জ্বলন্ত বাতী হস্তে লইয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল। লোকটিকে দেখিবামাত্র জোসেলিন একটু শিহরিলেন, লোকটিও যেন চমকিয়া উঠিল। তাঁহাদের ঐরূপ চমকিতভাব সেই সিক্তবসনা রমণী সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল।

তিন জনে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দরজা বন্ধ হইল। তিন জনে একটা বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। কথা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জোসেলিনকে সম্বোধন করিয়া রমণী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "দরজার ধারে প্রথমদর্শনেই তোমরা দুই জনে চমকিয়া উঠিলে, তাহা আমি দেখিয়াছি; তুমি কি এই ডাক্তার মায়াভিলিকে চেনো?

জোসেলিন্ বলিলেন, "ঐ নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটা সরাইখানা আছে, আজ বৈকালে সেই সরাইখানায় আমরা দুই জনে একসঙ্গে আহার করিয়াছি।"

মারাভিলি বলিলেন, "হাঁ,—আহার করিতে করিতে আমিও তোমার মুখখানি ঠিক চিনিয়া রাখিয়াছি।"—বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া সবিস্ময়ে ডাক্তার মারাভিলি বলিলেন, "এ কি! তোমরা দুই জনেই যে ভিজে জড় হইয়া আসিয়াছ? জলে পড়িয়া গিয়াছিলে না কি?"

প্রশ্ন হইবার মত্‌লবে অস্পষ্ট উত্তর দিয়া রমণী বলিল, "সেই জন্য তো সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। একটা দুর্ঘটনা হইয়াছিল, এই ভদ্রলোকটি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন;—দয়ালু ভদ্রলোক;—অতি পবিত্র স্বভাব; আপনি শীঘ্র উত্তম উত্তম বস্ত্র আনাইয়া ইহাঁকে পরিধান করিতে দিন। ইনি আমার স্বদেশী, নামটি এখনও পর্য্যন্ত আমি শুনি নাই, কিন্তু ইহাঁর নিবাস ইংলণ্ডে; সভ্যতা দেখিয়া, কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি।"—ডাক্তারকে ঐ কথা বলিয়া, জোসেলিনের মুখের দিকে চাহিয়া, সাগ্রহে রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য তোমার নামটি কি, তাহা কি আমি শুনিতে পাই না?"

জোসেলিন উত্তর করিলেন, "পাসপোর্টে লেখা আছে, আমার নাম জোসেলিন লক্‌তস্।"

চমকিত হইয়া রমণী প্রতিধ্বনি করিল, "লক্‌তস্?—ওঃ!—তোমার নাম আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তোমার গুণের কথাও বিস্তর শুনিয়াছি, তোমার সত্য নামটা যে কি, তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু এখন তাহা বলিব না।"

রমণীর উক্তি শুনিয়া তাহার নামটি জানিবার জন্য জোসেলিনের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল; কিন্তু সে কৌতূহল প্রকাশ করিতে হইল না। রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার মারাভিলি বলিলেন, "মিসেস্ রবার্ট! জোসেলিনকে বস্ত্রপরিধান করাইবার কথা বলিতেছিলে, কেবল বস্ত্র কেন, রাত্রিতে আমি ইহাঁকে কোথাও যাইতে দিব না; উত্তম শয়নঘর দিব, উত্তম বিছানা দিব, আহার করাইয়া, যত্নপূর্ব্বক শয়ন করাইয়া রাখিব। ইনি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, স্বদেশী বলিয়া তুমি ইহাঁর পরিচয় পাইয়াছ, ইহাঁকে বিশেষরূপ যত্ন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্ত্র আমি এখনই আনাইয়া দিতেছি; তুমিও যাও, তোমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে, তুমিও বসন পরিবর্ত্তন করিয়া আইস; তাহার পর তিন জনে একত্র বসিয়া আলাপ করা যাইবে।"

রমণী কাপড় ছাড়িতে গেল, ডাক্তার সাহেব ঘণ্টা বাজাইয়া দাসীকে ডাকিলেন। দাসীর নাম মাভল্‌টা, পাঠক মহাশয় তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। আহ্বানমাত্র মাভল্‌টা আসিয়া উপস্থিত হইল, মনিবের আদেশমতে বিদেশীর

জন্য উত্তম উত্তম পোষাক আনিয়া দিল; জোসেলিন কাপড় ছাড়িলেন;—অল্পক্ষণ কি চিন্তা করিয়া ডাক্তারকে তিনি বলিলেন, "রাত্রে আপনি আমাকে এখানে রাখিতে চাহিতেছেন, কিন্তু সে সরাইখানায় আমার ফিরিয়া যাইবার কথা;—বিলের টাকা শোধ করা হয় নাই, আমার জিনিসপত্রের তল্পীটাও সেই-খানে আছে, তাহারা আমার আহারের আয়োজন করিয়া রাখিবে বলিয়াছে, অগ্রে সংবাদ না দেওয়া তো ভাল হয় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "চিঠি লিখিয়া দাও, মাভল্‌টা এখনি চিঠি লইয়া গিয়া সরাইখানায় পৌছাইয়া দিবে।"

জোসেলিন একখানা চিঠি লিখিলেন, সরাইওয়ালার যত পাওনা, ততগুলি টাকা বাহির করিয়া দিলেন, মনিবের আদেশে সেই টাকা ও চিঠি লইয়া মাভল্‌টা সরাইখানায় চলিয়া গেল।

ডাক্তার মারাভিলি অতঃপর জোসেলিনকে সঙ্গে লইয়া উপরে গিয়া উঠিলেন, দুটি তিনটি বড় বড় ঘর দেখাইলেন। ঘরের আসবাবপত্র নিতান্ত মন্দ নয় বটে, কিন্তু সব ঘরের দেয়ালগুলা কৃষ্ণবর্ণ, কেমন এক প্রকার ভীতিজনক দৃশ্য। এক একবার যেন কেমন একটা দুর্গন্ধ জোসেলিনের নাসিকায় প্রবেশ করিল, কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না। একবার তাঁহার মনে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা আসিল,—ইহারা কি আমাকে প্রাণে মারিবার মত্‌লবে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এই অন্ধকার গলীর ভিতর এই ভয়ঙ্কর আবাসে লইয়া আসিয়াছে?—আবার তিনি ভাবিলেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে?—অভাবনীয়রূপে অকস্মাৎ সেই হ্রদের কূলে ঐ রমণীর সঙ্গে আমার দেখা, পূর্ব্বে কখনও দেখাশুনা ছিল না, বিশেষতঃ কথাবার্ত্তায় যত দূর বুঝিলাম, তাহাতে মিসেস্ রবার্টের অকপট সরলতাই প্রকাশ পাইল, দুরভিসন্ধির কোন লক্ষণই জানিতে পারা যায় নাই, তবে কিরূপে গুপ্তহত্যার মত্‌লব থাকিতে পারে?—না না, সে মত্‌লব নয়, আমার ওটা মিথ্যা সন্দেহ। এই সিদ্ধান্ত মনে আসাতেই পূর্ব্বভয়টা দূর হইয়া গেল। ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে আর একটা ঘরে লইয়া বসাইলেন। একটু পরে মিসেস্ রবার্ট সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। দিব্য চেহারা। নূতন বসন পরিধান করিয়া দিব্য সুন্দরী হইয়া আসিয়াছে। সিক্তকেশপাশ আলুথালু ছিল, খোঁপা বাঁধিয়াছে, কর্ণের দুই পাশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ কুঞ্চিতভাবে কপাল পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দিব্য শোভা। কেবল দুটিমাত্র সন্দেহের হেতু;—পরিধান শোক-বস্ত্র, মুখখানি বিমলিন।

মিসেস্ রবার্ট একখানি স্বতন্ত্র আসনে বসিলেন, নানা বিষয়ে অল্পক্ষণ নানা গল্প চলিল। ডাক্তার মারাভিলি হঠাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া উভয়ের দিকে

চাহিয়া ত্বরিতস্বরে বলিলেন, "তোমরা বসো, একটি রোগী দেখিতে হইবে, সে খানে আমি যাইতেছি, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন, রমণীর সঙ্গে জোসেলিনের কথা হইতে লাগিল। রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি জন্য তুমি বিদেশে আসিয়াছ?"

জোসে।—বড় গুরুতর একটা গুপ্তকার্য্যে।

রমণী।—কি প্রকার গুপ্ত?

জোসে।—তুমি জানো, আমাদের প্রিন্সেস্ অব ওয়েল্‌স্ এ স্থানের সহরতলীর এক কুঞ্জবাটিকায় নির্জ্জনবাস করিতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে, বহু লোকে তাঁহার চরিত্রের বহু প্রকার নিন্দা করিতেছে। বাস্তবিক যুবরাণী কিরূপ অবস্থায় এখানে আছেন, গোপনে তাহা আমি জানিয়া লইব। তাঁহার সহিত একবার আমি সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। রাজকুমারী সোফিয়া তাঁহার নামে একখানা অনুরোধপত্র দিয়াছেন, সেইখানি তাঁহাকে দেখাইয়া আমি পরিচিত হইব; কিন্তু কি প্রকারে দেখা করি, সেই ভাবনাতেই আমার আশঙ্কা আসিতেছে।

রমণী।—কেন?—সাহস অবলম্বন করিয়া সরাসর তুমি সেই কুঞ্জ-নিকেতনে প্রবেশ করিতে পার।

জোসে।—তাহাতেও ভয় আছে। প্রবেশ করিলেই দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। যুবরাণীর তিনটি সখী আছে, তাহারা সেই কুচক্রের সহকারিণী. তাহারা আমাকে যুবরাণীর সাক্ষাতে যাইতে নিষেধ করিবে, আমি সাহস করিলেও তাহারা বাধা দিবে। তাহাদের—

রমণী।—থাক্ থাক্, ও সব কথা এখানে বলাবলি করা হইবে না, ডাক্তার হয় ত এখনই ফিরিয়া আসিবেন কিংবা হয় ত গোপনে অন্য একটা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া এই সব কথা শুনিবেন। সে কালের জায়গীরদারগণের দুর্গমধ্যে চতুর্দ্দিকে যেমন ঘুরাণো ফিরানো অনেক দরজা থাকিত, এ বাড়ীখানাও সেই রকমের। ডাক্তার কখন্ কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়া কোন্ দরজায় দাঁড়াইবেন, আমরা তাহা জানিতেও পারিব না।

জোসে।—(সাগ্রহে) কোথায়, কখন্ তবে এ রাত্রে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হইবে?

রমণী।—আমি এ বাড়ীতে এখন ভাড়াটিয়া; আমার শয়নঘর নীচের তলায়, সেই ঘরের সন্নিকটে বড় একটা বৈঠকখানা আছে; বাড়ীর সকলে যখন শয়ন করিবে, চতুর্দ্দিক্ যখন নিস্তব্ধ হইবে, সেই সময় তুমি সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিও, আমি সেইখানেই থাকিব। যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ,

যত দূর জানি, তাহাও তোমাকে বলিব, আমার নিজের পরিচয়ও সেইখানে তুমি শুনিতে পাইবে।

ডাক্তার সাহেব পুনঃ প্রবেশ করিলেন, ক্ষণকাল তথায় বসিয়া থাকিয়া আবার গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, এইবার আহারাদির আয়োজন করা হোক্। দেখ মিসেস্ রবার্ট, তোমার শয়নঘরের নিকটেই আমাদের এই বন্ধুটির শয়নঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, সেই ঘরেই বিছানা হইয়াছে, আহারান্তে সেই ঘরেই আমি ইঁহাকে রাখিয়া আসিব।"

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে আহারাদি সমাপ্ত হইল। মিসেস্ রবার্ট আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া শয়ন করিল, ডাক্তার মারাভিলি একটা বাতী জ্বালিয়া লইয়া জোসেলিনকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করাইয়া আসিলেন। রাত্রি ১১টা। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরাও স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিল। জোসেলিন লকৃতস্ শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ডাক্তার বাহির হইয়া যাইবামাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া অস্থিরচরণে গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

যে দিকে সেই বৈঠকখানা, মিসেস্ রবার্ট সে দিক্টা জোসেলিনকে দেখাইয়া রাখিয়াছিল, নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া, একটা জ্বলন্ত বাতী হস্তে লইয়া জোসেলিন বারান্দায় বাহির হইলেন, নিঃশব্দপদবিক্ষেপ করিয়া বৈঠকখানার দিকে যাইতে লাগিলেন; নিকটে গিয়াই দেখিলেন, পাশাপাশি দুইটি দরজা; কোন্ দরজা দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করা যায়, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া একটা দরজা তিনি খুলিয়া ফেলিলেন, বৈঠকখানার কোন লক্ষণ সে ঘরে তিনি দেখিতে পাইলেন না, একধারে তাকের উপর খানকতক বড় বড় কেতাব, একদিকে কতকগুলা বোতল, ডিকাণ্টার ও বাসন, একদিকে একটা বকযন্ত্র, একধারে রাসায়নিক পরীক্ষার বিবিধ সরঞ্জাম। সেই সকল দেখিয়া দেখিয়া জোসেলিন স্থির করিলেন, এটা তবে ডাক্তারের খাস্-কামরা, রসায়ন-শাস্ত্রের আলোচনা ও দ্রব্যাদি পরীক্ষা এই ঘরেই হয়। এইরূপ অবধারণ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সহসা এক প্রকার মসলার সুগন্ধ তাঁহার নাসিকায় অনুভূত হইল, সেই সঙ্গে কেমন এক প্রকার বিকট দুর্গন্ধ। আশ্চর্য্য!—সুগন্ধ দুর্গন্ধ একসঙ্গে মিশিয়া নাসিকায় প্রবেশ করে, জোসেলিন সেটা যেন নূতন ক্রিয়া মনে করিলেন; বকযন্ত্রের পার্শ্বে একটা দেরাজ ছিল, চাবী দেওয়া ছিল না, চঞ্চল-হস্তে সেই দেরাজটা খুলিয়া তিনি দেখিলেন, সারি সারি—দুই সারি সাতটা নরমুণ্ড; আরকে ফেলা মরামানুষের মুণ্ড!—দেখিবামাত্র তিনি একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন, মুণ্ডেরা যেন নেত্রগহ্বর হইতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, কল্পনা যেন তাঁহাকে সেই কথা বলিল—তিনি একটু টিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে কাঁপিলেন না। ডাক্তারের ঘরে এই রকম কত

পদার্থ থাকে, কত রকম পরীক্ষা হয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, বাতী হস্তে তিনি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ; দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া দ্বিতীয় দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, আঘাত করিতে হইল না, ভেজানো ছিল, হস্তস্পর্শ করিবামাত্র খুলিয়া গেল, তিনি প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে একটা দরদালান, তাহার পরেই বৈঠকখানা, জোসেলিন লক্‌তস বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। মিসেস রবার্ট সেইখানে উপস্থিত ছিল, টেবিলের উপর বাতী জ্বলিতেছিল, জোসেলিন সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ; যেন কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "ঘরটা ঠিক করিতে পারি নাই, ভুল হইয়াছিল ; ভ্রমক্রমে পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই জন্যই দেরী হইয়া গিয়াছে।"

মিসেস্ রবার্ট বলিলেন, "সে ঘরটা ডাক্তার সাহেবের পাঁচমিশালী জিনিসের ভাঁড়ার ঘর। একদিন আমি উঁকি মারিয়া দেখিয়াছিলাম, বিশ্রী কাণ্ড, কেমন একরকম দুর্গন্ধ আমার নাকে আসিল, ঘৃণা বোধ হইল, প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না, চৌকাঠের উপর হইতেই ফিরিয়া আসিলাম। যাক্—বোসো ; যে কথা হইতেছিল, তাহাই বল।"

জোসে।—(উপবেশন করিয়া) যুবরাণীর বিরুদ্ধে ভয়ানক কুচক্র, তাহা তুমি শুনিয়াছ ; তাঁহার নামে কত প্রকার কলঙ্কের কথা উঠিতেছে, তাহাও হয় ত তুমি শুনিয়াছ ; যুবরাণীর চরিত্রচর্য্যা কিরূপ, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ ?

রমণী।—বিশেষ কিছুই আমি জানি না। ডাক্তার গারাভিলি বোধ হয় কিছু কিছু জানেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কতক কতক বলিতে পারেন ; কিন্তু বলেন না। ভারী সাবধান, খুব সতর্ক। দুই একদিন অসাবধানে আমার কাছে একটু একটু আভাস দিতেছিলেন, তখনই আবার চাপিয়া গেলেন।

জোসে।—ইংলণ্ডে তো অনেক লোকের মুখে অনেক রকম কেলেঙ্কার শুনা যায়, এখানকার লোকেরা কি বলাবলি করে ?

রমণী।—এখানকার সকল লোকের সঙ্গে তো আমার দেখা হয় না, লোকের কানাকানিতে যাহা কিছু শুনি, ঠিক বুঝিতে পারি না, বিশ্বাসও হয় না ; ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি হয় তো কতক কতক গুহ্যকথা জানিয়া লইতে পারিবে। এখন তোমাতে আমাতে যে সব কথা হইবে, তাহারই সূত্র ধরা যাক্। তুমি যখন তোমার মিথ্যা নামটি আমাকে শুনাইলে, তখন আমি বলিয়াছিলাম, তোমার সত্য নাম আমি জানি ; এখন কিন্তু সে নামটি আমি বলিব না ; এখন তোমাকে মিষ্টার লকৃতস্ বলিয়াই সম্ভাষণ করিব। মিষ্টার লকৃতস্, তোমার নাম আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, শোনো। রাজকুমারী শার্লোটি যখন তাহার পিসীর কাছে তোমার নাম করেন, বিস্তর প্রশংসা করেন, তোমাকে নির্ভীক বীরপুরুষ

বলিয়া গৌরব কেন, তখন আমি সেইখানে ছিলাম;—কেন ছিলাম, তাহাও এখন বলিব না। সাধু সঙ্কল্পে ব্রতী হইয়া প্যারিস নগরে তুমি একবার কয়েদ হইয়াছিলে, তাহাও আমি সেইখানে শুনিয়াছি। হাঁ,—ভাল কথা;—এবারে তুমি ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছ, মে মাসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এত বিলম্বের কারণ কি?

জোসে।—গুপ্তচরের কুহকে এবারেও আমি ফ্রান্সের গ্রিণোবেল নগরের জেলখানার কয়েদ হইয়াছিলাম, সম্রাট্ নেপোলিয়নের অনুগ্রহে মে মাসের প্রথম তারিখে খালাস পাইয়াছি। আমার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তো আমি বলিলাম, এক্ষণে তোমার পরিচয়টি শ্রবণ করিবার ইচ্ছা।

রমণী।—পূর্ব্বেই তো তোমাকে আমি বলিয়াছি, আমার নাম শুনিয়া কোন ফল হইবে না; সত্য নাম আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি, মিথ্যা নামে পরিচয় দিয়া এখানে আমি আছি; সত্য নাম তুমি এখন জানিতে পারিবে না।

জোসে।—(কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে) নাম জানিতে পারি আর না পারি, একটি বিশেষ কথা তোমার মুখে আমি শুনিতে চাই। তুমি শোকবস্ত্র পরিয়া রহিয়াছ কেন?—তোমার এই সুন্দর মুখখানি সর্ব্বক্ষণ এমন মলিন কেন? তোমার মনের ভিতর যেন কোন ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনা আছে, মুখ দেখিয়া তাহাই আমার মনে হয়। কি তোমার এত ভাবনা?—কি তুমি এত ভাবো?

রমণী।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) সে ভাবনার কথা মুখে প্রকাশ করিতে গেলেই চক্ষে জল আইসে। একান্তই যদি তুমি শুনিতে চাও, শোনো। আমি বড়-ঘরের কুলকন্যা, উপাধিতে আমি লেডী, অবস্থায় প্রচুর ধনের অধিকারিণী। আমার বিবাহ হইয়াছিল, এখন আমি বিধবা। পতির মৃত্যুর পর বড় ঘরের একজন লর্ড বিস্তর প্রলোভন দেখাইয়া আমার ধর্ম্ম নষ্ট করে, কিছু দিন আমাকে দিব্য আদর-যত্নে সুখে রাখে, তাহার পর হঠাৎ পলায়ন করে। কোথায় পলায়ন, কিছুই সংবাদ আমি পাই না। একমাস পরে তাহার একখানা চিঠি পাই; সেই চিঠিতে লেখা ছিল, "বিশেষ দরকারী গুরুতর কার্য্য, ইটালীতে আসিতে হইয়াছে, অনেক দিন বিলম্ব হইবে,—বৎসর পার হইয়াও যাইতে পারে।"—তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা!—লোকটা ভয়ঙ্কর প্রতারক!—মিষ্টার লক্‌তস্! তোমার কাছে আজ আমি লজ্জার মাথা খাইয়া,—আমার পাপের কথা—পাগ্‌লামীর কথা—বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পলাতকের চিঠি পাইবার পর জানিতে পারিলাম, আমি গর্ভবতী! তখন আর কি করি,—দেশে থাকিয়া কলঙ্কের ঢাক বাজাইয়া দেওয়া,—পিতৃকুলে, মাতৃকুলে, স্বামিকুলে, তিন কুলে কালী দেওয়া অপেক্ষা মরিয়া যাওয়া